পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 320 Sunday, 25 October 2026 ✻ ৩১ বর্ষ, ৩২০ সংখ্যা ✻ ৭ কার্তিক ১৪৩৩, রবিবার, ২৫ অক্টোবর, ২০২৬ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য- ৩ টাকা

Ministry of Home Affairs
Government of India
নকশালবাদকে পরাজিতকারী বীরদের জয়ধ্বনি দিন
অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনীকে অভিবাদন
একতার বহু বর্ণিল রূপ দেখুন, এক স্থানে
Rashtriya Ekta Diwas 31st OCTOBER, 2026
জাতীয় ঐক্য দিবস
৩১শে অক্টোবর, ২০২৬
একতা নগর, গুজরাট
ভারত পর্ব
১ থেকে ১৫ নভেম্বর, ২০২৬
একতা নগর, গুজরাট
তথ্য জানতে ও থাকার জায়গা বুক করতে স্ক্যান করুন, rashtriyaektadiwas.com অথবা ভিজিট করুন।

শ্রী নরেন্দ্র মোদি
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

CBC 19101/13/0018/2627

পুরভোটে আর লড়বেন না ফিরহাদ!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২৪ অক্টোবর ঃ দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদ সামলেছেন। পাঁচবারের কাউন্সিলর, দু'বারের কলকাতার মেয়র, চারবারের বিধায়ক এবং দু'বারের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। কিন্তু এবার রাজনীতির ময়দান থেকে ধীরে ধীরে সরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিলেন কলকাতার প্রাক্তন মেয়র। আসন্ন কলকাতা ও হাওড়া পুরভোটে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না বলে ঘনিষ্ঠ মহলে জানিয়েছেন ফিরহাদ। শুধু তাই নয়, তাঁর মেয়ে প্রিয়দর্শিনীকেও প্রার্থী করার সম্ভাবনা কার্যত নাকচ করেছেন তিনি। বিধায়ক পদের মেয়াদ শেষ হলে সক্রিয় রাজনীতি থেকেও সরে দাঁড়াতে চান বলে জানিয়েছেন ববি। ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্য, কলকাতা বন্দরের বিধায়ক হিসেবে এলাকার মানুষের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা রয়েছে। তাই যতদিন বিধায়ক থাকবেন, ততদিন মানুষের জন্য কাজ করবেন। কিন্তু তার পরে আর রাজনীতিতে থাকতে চান না তিনি। ঘনিষ্ঠ মহলে ফিরহাদ জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে তিনি বা তাঁর পরিবারের কেউ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকতে চান না। তাঁর এই অবস্থান ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। বিশেষত, পুরভোটের আগে এমন সিদ্ধান্ত যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। এতদিন চেতলার ৮২ নম্বর ওয়ার্ড থেকে কাউন্সিলর পদে লড়েছেন ফিরহাদ। ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের পর ওই এলাকা ভাগ হয়েছে। তার মধ্যে একটি ওয়ার্ড মহিলা সংরক্ষিত হওয়ায় ফিরহাদের মেয়ে প্রিয়দর্শিনীকে প্রার্থী করা হতে পারে বলে জল্পনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সেই সম্ভাবনাও কার্যত উড়িয়ে দিয়েছেন প্রাক্তন মেয়র।

অন্নপূর্ণা যোজনায় বড় ঘোষণা!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২৪ অক্টোবর ঃ অন্নপূর্ণা যোজনার উপভোক্তা তালিকায় নতুন করে যুক্ত হল আরও ৮ লক্ষ মহিলার নাম। ফলে অক্টোবর মাসে এই প্রকল্পের আওতায় মাসিক ৩ হাজার টাকা অনুদান পাওয়ার কথা মোট ১ কোটি ৬৪ লক্ষ মহিলার। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৫৬ লক্ষ। রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপে আরও বহু মহিলা প্রকল্পের সুবিধার আওতায় এলেন। তবে এখনও জমা পড়ে রয়েছে ১৫ লক্ষেরও বেশি আবেদন। সেই আবেদনগুলি দ্রুত যাচাই করে যোগ্য উপভোক্তাদের প্রকল্পের সুবিধা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর। রাজ্যে পালাবদলের পর মহিলাদের আর্থিক সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যে অন্নপূর্ণা যোজনা চালু করেছে রাজ্য সরকার। এই প্রকল্পের আওতায় যোগ্য মহিলাদের প্রতি মাসে ৩ হাজার টাকা করে আর্থিক অনুদান দেওয়া হচ্ছে। সরাসরি উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ডিরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার বা ডিবিটির মাধ্যমে পৌঁছে যাচ্ছে টাকা। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১ কোটি ৫৬ লক্ষ মহিলা এই প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছিলেন। অক্টোবর মাসে নতুন করে আরও ৮ লক্ষ মহিলার নাম তালিকায় যুক্ত হওয়ায় উপভোক্তার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১ কোটি ৬৪ লক্ষ। অর্থাৎ, ধাপে ধাপে আরও বেশি সংখ্যক মহিলাকে এই প্রকল্পের আওতায় আনার চেষ্টা করছে রাজ্য সরকার। সরকারের লক্ষ্য, যোগ্য কোনও মহিলা যাতে আর্থিক সহায়তা থেকে বঞ্চিত না হন, তা নিশ্চিত করা। সেই লক্ষ্যেই নতুন আবেদন যাচাই এবং উপভোক্তা তালিকা সম্প্রসারণের কাজ চলছে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা পাওয়ার জন্য এখনও পর্যন্ত ১৫ লক্ষেরও বেশি আবেদন জমা পড়ে রয়েছে। আবেদনকারীদের নথিপত্র এবং যোগ্যতা যাচাইয়ের কাজ চলছে। যাচাই প্রক্রিয়া শেষ হলে নিয়ম অনুযায়ী যোগ্য মহিলাদের নাম উপভোক্তা তালিকায় যুক্ত করা হতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আশ্বাস দিয়েছেন, কোনও যোগ্য মহিলা এই প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন না। সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে প্রশাসনিক স্তরে কাজ চলছে বলে সরকারি সূত্রের দাবি। তবে আবেদন জমা পড়লেই যে প্রত্যেকে প্রকল্পের সুবিধা পাবেন, এমন নয়। সংশ্লিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী আবেদনকারীদের যোগ্যতা যাচাইয়ের পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া নিয়ে উপভোক্তাদের সমস্যা এবং অভিযোগের নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ পোর্টাল চালু করেছে রাজ্য সরকার। প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, ইতিমধ্যেই ওই পোর্টালের মাধ্যমে প্রায় ২০ হাজার অভিযোগ জমা পড়েছে। অভিযোগগুলিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।কোনও উপভোক্তার টাকা না পাওয়া, আবেদন সংক্রান্ত সমস্যা কিংবা প্রকল্পের সুবিধা পেতে অসুবিধার মতো বিষয়গুলি নিয়ে অভিযোগ এলে তা যাচাই করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের পরিষেবা আরও কার্যকর করা এবং উপভোক্তাদের সমস্যা দ্রুত সমাধান করাই এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। অন্নপূর্ণা যোজনায় নাম নথিভুক্ত করার জন্য অনলাইন ও অফলাইন-দুই মাধ্যমেই আবেদন জমা নেওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি, রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হয়। সেখানেও বহু মহিলা প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার

এরপর ৬-র পাতায়

২০২৯ সালে মুড়িগঙ্গা সেতুর উদ্বোধন

কাকদ্বীপকে পৃথক জেলা করার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাকদ্বীপ, ২৪ অক্টোবর ঃ মুড়িগঙ্গা নদীর উপর প্রস্তাবিত সেতুর উদ্বোধন ২০২৯ সালে করা হবে। শনিবার কাকদ্বীপে এক সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এমনই ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি আগামী দু'বছরের মধ্যে কাকদ্বীপকে পৃথক জেলা হিসেবে গড়ে তোলার আশ্বাসও দেন তিনি। সুন্দরবনের সামগ্রিক উন্নয়ন, পর্যটনের প্রসার এবং আবাসন প্রকল্প নিয়েও একাধিক প্রতিশ্রুতি দেন মুখ্যমন্ত্রী। দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত মুড়িগঙ্গা সেতু নির্মাণ নিয়ে নতুন করে আশার আলো দেখালেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, আগের সরকার সেতু নির্মাণের ঘোষণা করলেও জমি অধিগ্রহণ ও বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন তৈরির মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেনি। পূর্ববর্তী সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে

শুভেন্দু অধিকারী বলেন, সেতু নির্মাণ নিয়ে শুধু প্রতিশ্রুতিই দেওয়া হয়েছিল। তবে তাঁর সরকার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করতে উদ্যোগী হবে। ২০২৯ সালে সেতুর উদ্বোধন করা হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি।

সাগরদ্বীপকে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করেছে মুড়িগঙ্গা নদী। বর্তমানে নদী পারাপারের অন্যতম মাধ্যম ভেসেল পরিষেবা। কিন্তু ভাটার সময় নদীতে জলস্তর কমে গেলে ভেসেল চলাচল ব্যাহত হয়। ফলে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় যাত্রীদের। বিশেষ করে রোগী, প্রবীণ নাগরিক, মহিলা ও শিশুদের দুর্ভোগ বাড়ে। এই পরিস্থিতিতে মুড়িগঙ্গার উপর সেতু নির্মিত হলে সাগরদ্বীপের সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের যোগাযোগ আরও সহজ হবে বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। যাতায়াতের পাশাপাশি পর্যটন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও জরুরি পরিষেবার ক্ষেত্রেও এই সেতু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।এর আগে মুড়িগঙ্গা নদীর উপর প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ চার লেনের গঙ্গাসাগর সেতু নির্মাণের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিল তকালীন রাজ্য সরকার। প্রস্তাবিত সেতুর মাধ্যমে কাকদ্বীপের সঙ্গে কচুবেড়িয়াকে যুক্ত করার পরিকল্পনা ছিল। সেতুর দু'দিকে ফুটপাথ তৈরির প্রস্তাবও সামনে এসেছিল। তকালীন সরকারের তরফে প্রকল্পের নকশা, সমীক্ষা ও বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন নিয়ে কাজ এগোনোর কথা জানানো হয়েছিল। তবে সেই প্রকল্পের অগ্রগতি ও বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে এদিন প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রশাসনিক কাঠামোয় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়ে কাকদ্বীপকে পৃথক জেলা হিসেবে গড়ে তোলার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, প্রয়োজনে দু'বছর সময় লাগলেও এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে। পৃথক জেলা গঠিত হলে প্রশাসনিক পরিষেবা মানুষের আরও কাছে পৌঁছবে কি না, তা নিয়ে স্থানীয় মহলে নতুন করে আলোচনা

এরপর ৬-র পাতায়

অকালি দলের সঙ্গেই জোটের পথে বিজেপি!

অমিত শাহের ঘোষণায় জল্পনা তুঙ্গে

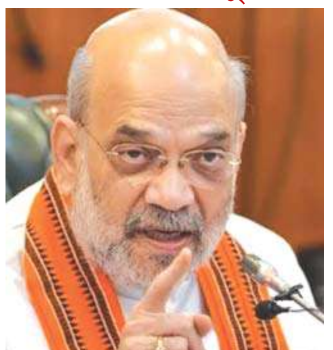

নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর ঃ পাঞ্জাবের ১১৭টি বিধানসভা আসনে একাই লড়ার কথা বলছিল বিজেপির একাংশ। কিন্তু ভোটের আগে সেই অবস্থান থেকে সরে এসে ফের জোটের রাজনীতিতে ভরসা রাখছে গেরুয়া শিবির? কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সাম্প্রতিক মন্তব্য ঘিরে এমনই জল্পনা তৈরি হয়েছে। দিল্লিতে দাঁড়িয়ে তিনি জানিয়েছেন, পাঞ্জাবে এনডিএ সরকার গঠন করবে। তাঁর এই বক্তব্যের পর পুরনো শরিক শিরোমণি অকালি দলের সঙ্গে বিজেপির ফের জোট বাঁধার সম্ভাবনা আরও জোরালো হয়েছে। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে জোট ঘোষণা হয়নি, আর দুই দলের মধ্যে আসন সমঝোতা নিয়েও রয়েছে মতবিরোধ। পাঞ্জাবে নিজেদের সংগঠন বিস্তারে বেশ কিছুদিন ধরেই সক্রিয় বিজেপি। কংগ্রেস-সহ বিভিন্ন দলের নেতাদের দলে টানা, শহরের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলে সংগঠন বাড়ানো এবং মাদকবিরোধী কর্মসূচির মাধ্যমে জনসংযোগ বৃদ্ধির চেষ্টা করেছে তারা। রাজ্যের ১১৭টি আসনেই একা লড়ার সম্ভাবনা নিয়ে বিজেপির নেতারা বক্তব্য রেখেছিলেন। কিন্তু পাঞ্জাবের রাজনৈতিক বাস্তবতায় বিজেপির সামনে রয়েছে একাধিক চ্যালেঞ্জ। রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় অকালি দলের দীর্ঘদিনের সংগঠন এবং শিখ ভোটারদের একাংশের মধ্যে তাদের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে, শহরাঞ্চলে এবং হিন্দু ভোটারদের মধ্যে বিজেপির সমর্থন রয়েছে। ফলে দুই দলের শক্তিকে একত্র করার সম্ভাবনা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। বিজেপি ও শিরোমণি অকালি দলের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। ১৯৯৬ সাল থেকে এনডিএর শরিক ছিল অকালি দল। পাঞ্জাবে দুই দল একসঙ্গে সরকারও চালিয়েছে। তবে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে কৃষক আন্দোলনকে কেঃদ্র করে জোট ভেঙে যায়। এরপর ২০২২ সালের পাঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনে আলাদা পথে হাঁটে দুই দলই। সেই নির্বাচনে দু'পক্ষই প্রত্যাশিত সাফল্য পায়নি। এ বার ফের জোটের সম্ভাবনা ঘিরে আলোচনা চলছে। অমিত শাহের বক্তব্য সেই জল্পনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তবে তাঁর মন্তব্যকে আনুষ্ঠানিক জোট ঘোষণার সমতুল্য বলা যাচ্ছে না। দুই দলের মধ্যে আলোচনা এবং আসন সমঝোতার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও গুরুত্বপূর্ণ। জোটের পথে প্রধান সমস্যা আসন বণ্টন। ২০১৭ সালের পাঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনে জোটসঙ্গী হিসেবে বিজেপি ২৩টি আসনে এবং অকালি দল ৯৪টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিজেপি আর আগের মতো জুনিয়র শরিকের ভূমিকায় থাকতে চাইছে না বলে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা। সূত্রের দাবি, বিজেপি অন্তত ৭০টি আসনে ল।ার পরিকল্পনা করছে। অন্যদিকে, অকালি শিবিরের বক্তব্য, এতগুলি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো উপযুক্ত প্রার্থী বিজেপির হাতে নেই। তাদের মতে, বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি আগের তুলনায় বা।লেও ৭০টি আসন ছেড়ে দেওয়া সহজ হবে না। ফলে জোটের সম্ভাবনা থাকলেও আসন ভাগাভাগির প্রশ্নে দুই দলের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। রাজনৈতিক সূত্রের দাবি, দীপাবলির পর পাঞ্জাবে একটি বড় জনসভার আয়োজন করতে পারে বিজেপি। সেই মঞ্চ থেকে জোট নিয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হবে কি না, তা নিয়েও জল্পনা চলছে। তবে এ বিষয়ে দুই দলের তরফে চূ।ান্ত ঘোষণা না আসা পর্যন্ত বিষয়টি সম্ভাবনার স্তরেই থাকছে। পাঞ্জাবের নির্বাচনী ল।াইয়ে বিজেপি ও অকালি দলের সম্ভাব্য সমঝোতা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। তবে জোট গঠনের পাশাপাশি আসন বণ্টন, নেতৃত্ব এবং দুই দলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সমন্বয়ও ব। চ্যালেঞ্জ। অমিত শাহের মন্তব্যে জোটের আলোচনা গতি পেলেও শেষ পর্যন্ত দুই দল কোন সমীকরণে পৌঁছয়, তার উত্তর মিলবে আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্তের পরেই।

ছাত্রসংসদ ফেরানোর দাবিতে উত্তাল জামিয়া

নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে সংঘর্ষ! বন্ধ অফলাইন ক্লাস

নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর ঃ ছাত্রসংসদ পুনর্বহালের দাবিতে বিক্ষোভ ঘিরে উত্তপ্ত দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। শনিবার আন্দোলনরত পড়ুয়াদের সঙ্গে নিরাপত্তারক্ষীদের সংঘর্ষের জেরে ক্যাম্পাসে অশান্তি ছড়ায়। পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আপাতত অফলাইন পঠনপাঠন বন্ধ রেখে অনলাইনে ক্লাস চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এর আগে শুক্রবার ক্যাম্পাসের দেওয়ালে ' কাশ্মীর' স্লোগান লেখা ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। ছাত্রসংসদ ফেরানোর দাবি থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজনৈতিক স্লোগান-সব মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি নিয়ে উত্তেজনা বাড়ছে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ছাত্রসংসদ পুনর্বহালের দাবিতে বেশ কিছুদিন ধরেই আন্দোলন চালাচ্ছেন পড়ুয়ারা। ক্যাম্পাসে অস্থায়ী তাবু তৈরি করে অবস্থান বিক্ষোভের পাশাপাশি কয়েকজন শিক্ষার্থী অনশনেও বসেছিলেন। শনিবার সকালে নিরাপত্তারক্ষীরা ওই তাবু সরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিক্ষোভরত পড়ুয়াদের সঙ্গে নিরাপত্তারক্ষীদের সংঘর্ষ বাধে। এর পরেই ক্যাম্পাসের স্বাভাবিক পরিবেশ ব্যাহত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আপাতত অনলাইনে পঠনপাঠন চালানো হবে। তবে অফলাইন ক্লাস কবে থেকে শুরু হবে, তা নিয়ে বিস্তারিত তথ্য সামনে আসেনি। আন্দোলনকারীদের প্রধান দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচিত ছাত্রসংসদ পুনর্বহাল করতে হবে। ২০০৬ সালে ক্যাম্পাসে হিংসার ঘটনার পর ছাত্রসংসদ অবলুপ্ত করা হয়েছিল বলে জানা যায়। তারপর থেকে দীর্ঘ সময় ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচিত ছাত্রসংসদ না থাকায় শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। গত ২১ অক্টোবর কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে লেখা একটি চিঠিতে সিপিআই(এম)-এর সাংসদ জন ব্রিট্টাসও বিষয়টি তুলে ধরেছিলেন। তাঁর বক্তব্য, প্রায় দুই দশক ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও নির্বাচিত ছাত্রসংসদ নেই। শিক্ষার্থীদের অধিকার এবং বাক্স্বাধীনতার প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) নির্দেশিকার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মাহতাব আলম রিজভির অভিযোগ, শনিবার ক্যাম্পাসে কংগ্রেস সাংসদ ইমরান প্রতাপগড়ি ও ইমরান মাসুদের উপস্থিতি আাঃ দালনকারীদের উৎসাহিত করেছে। তাঁর দাবি, এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পরিবেশ বিঘ্নিত হয়েছে। গোটা ঘটনা নিয়ে দিল্লি পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন রেজিস্ট্রার। তবে এই অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সাংসদদের বক্তব্য এখানে পাওয়া যায়নি। ফলে তাঁদের ভূমিকা নিয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর আগে সব পক্ষের বক্তব্য জানা জরুরি। শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়ালে ' কাশ্মীর' স্লোগান লেখা দেখা যাওয়ার পর বিতর্ক আরও বেড়ে যায়। আনেন্দালনের সময় দিল্লির দাঙ্গায় অভিযুক্ত শারজিল ইমামের মুক্তির দাবিও তোলা হয়েছে বলে খবর। এই ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করে সরব হয়েছে বিজেপি। তাদের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়ালে লেখা স্লোগানের মাধ্যমে দেশবিরোধী বার্তা ছড়ানো হচ্ছে। ঘটনার

এরপর ৬-র পাতায়

২৪ ঘণ্টায় দু'বার বোমাতঙ্ক কলকাতা বিমানবন্দরে!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২৪ অক্টোবর ঃ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দ্বিতীয়বার বোমাতঙ্ক কলকাতা বিমানবন্দরে। শনিবার ফুকেত থেকে কলকাতায় আসা একটি বিমানের শৌচালয়ের আয়নায় বোমা রাখার হুমকি লেখা দেখতে পান কেবিন ক্রুরা। ইংরেজিতে লেখা ছিল, ' ইনসাইড এয়ারক্রাফ্‌ট'। মুহূর্তের মধ্যে বিষয়টি জানানো হয় পাইলট এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আধিকারিকদের। এরপর বিমানটিকে নির্দিষ্ট আইসোলেশন বে-তে নিয়ে গিয়ে শুরু হয় তল্লাশি। যাত্রীদের নিরাপদে নামিয়ে তল্লাশি চালায় সিআইএসএফ, বম্ব স্কোয়াড এবং বিমানবন্দর পুলিশ। তবে দীর্ঘক্ষণ তল্লাশির পরেও বিমানের ভিতর থেকে কোনও সন্দেহজনক বস্তু উদ্ধার হয়নি। প্রাথমিকভাবে অনুমান, আতঙ্ক ছড়াতেই কেউ এই হুমকি লিখে রেখেছিল। কিন্তু পরপর দু'দিন এমন ঘটনায় কলকাতা বিমানবন্দরের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিমানবন্দর সূত্রে খবর, শনিবার ফুকেত থেকে আসা বিমানটি কলকাতায় অবতরণের পর কেবিন ক্রুরা শৌচালয় পরিষ্কার করতে যান। সেই সময়ই শৌচালয়ের আয়নায় বোমা রাখার হুমকি লেখা দেখতে পান তাঁরা। বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে দেরি না করে পাইলট এবং নিরাপত্তা আধিকারিকদের খবর দেওয়া হয়। এর পরেই সতর্ক হয়ে ওঠেন বিমানবন্দরের নিরাপত্তাকর্মীরা। নিয়ম মেনে বিমানটিকে আইসোলেশন বে-তে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। যাত্রীদের নিরাপদে নামিয়ে শুরু হয় বিমানের ভিতরে তল্লাশি। সিআইএসএফ, বম্ব স্কোয়াড এবং বিমানবন্দর পুলিশের কর্মীরা বিমানের বিভিন্ন অংশ খতিয়ে দেখেন। কিন্তু তল্লাশিতে কোনও বিস্ফোরক বা সঃেদহজনক বস্তু মেলেনি বলে জানা গিয়েছে। বিমানের শৌচালয়ের আয়নায় কে বা কারা ওই বার্তা লিখে রেখেছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তদন্তকারীরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন। হুমকির উৎস জানতে যাত্রীদের তালিকা এবং বিমানবন্দরের সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করা হচ্ছে। তবে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত, তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। প্রাথমিকভাবে তদন্তকারীদের অনুমান, প্রকৃত বিপদের বদলে আতঙ্ক তৈরি করার উদ্দেশ্যেই এই বার্তা লেখা হয়ে থাকতে পারে। যদিও নিরাপত্তার প্রশ্নে কোনও ঝুঁকি না নিয়ে নিয়ম মেনেই তল্লাশি চালানো হয়। উল্লেখযোগ্য বিষয়, শুক্রবারও কলকাতা বিমানবঃদরে বোমাতঙ্ক ছ।য়েছিল। বিমানবন্দরের ২৩ নম্বর গেটের কাছে মহিলা শৌচালয়ে একটি হুমকির চিরকুট পাওয়া যায় বলে খবর। তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ফের বোমা রাখার হুমকি সামনে আসায় স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বেড়েছে। পরপর দু'দিনের ঘটনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থার পাশাপাশি এই ধরনের হুমকির পিছনে কারা রয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। দুটি ঘটনার মধ্যে কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। আপাতত ফুকেত থেকে আসা বিমানে তল্লাশি চালিয়ে কোনও বিস্ফোরক মেলেনি। তবে হুমকির বার্তা কে লিখেছিল, কেন লিখেছিল এবং এর সঙ্গে আগের দিনের ঘটনার কোনও সম্পর্ক রয়েছে কি না, সেই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজছে তদন্তকারী সংস্থাগুলি।

সরকারি হাসপাতালে ৭৯ বছরের পুরনো প্রথার অবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২৪ অক্টোবর ঃ পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিতে চলে আসা দশকের পর দশক ধরে চলে আসা দীর্ঘ ছুটির প্রথা বন্ধ করার ঘোষণা করেছেন। তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, আগামী বছরের দুর্গোৎসব থেকেই সরকারি হাসপাতালের কোনো কর্মী ষষ্ঠী থেকে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত (প্রায় ১০ দিন) লম্বা ছুটি পাবেন না। শুক্রবার রাতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন যে, স্বাস্থ্য দফতর রাজ্যের অন্যান্য সাধারণ সরকারি দফতরের মতো নয়, বরং এটি একটি অত্যন্ত জরুরি ও আপকালীন পরিষেবা, যা সরাসরি মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িত। তিনি জানান যে, ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর থেকেই রাজ্যে এটি একটি অঘোষিত প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে ষষ্ঠী আসতেই দফতর ও হাসপাতালগুলিতে ছুটির পরিবেশ তৈরি হতো এবং এই ধারা সরাসরি লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত চলত। শারদ্বত মুখোপাধ্যায় কড়া ভাষায় বলেন, ষষ্ঠী থেকে লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত ছুটি নেওয়ার এই পুরনো প্রথা এখন পাকাপাকিভাবে বন্ধ করা উচিত। এত দীর্ঘ সময় ধরে যে প্রথা চলে আসছিল, তা আর চলবে না। তিনি আরও বলেন যে, আগামী বছর থেকে কেবল সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী- পুজোর প্রধান এই চার দিনের জন্য একটি বিশেষ ডিউটি রোস্টার তৈরি করা হবে। এ বছরও এই নতুন ব্যবস্থা বাস্তবায়িত করে মন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন যে, যাঁরা ছুটিতে ছিলেন, তাঁদের ছুটি অবিলম্বে বাতিল করা হয়েছে এবং তাঁদের কাজে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন যে, মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষক, প্রিন্সিপাল, এমএসভিপি, নন-মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট থেকে শুরু করে সাফাইকর্মী পর্যন্ত-সকলেই অন্যান্য সরকারি দফতরের মতো কাজে ফিরে এসেছেন।এ ছাড়া, স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরকারি হাসপাতালে কর্মীদের উপস্থিতির জন্য 'ডিউটি রোস্টার' ব্যবস্থার বিবরণও দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, এবার থেকেই পুজোর চার দিনের জন্য এই রোস্টার কার্যকর করা হয়েছে। আগামী বছর থেকে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমীতে অ-চিকিৎসক কর্মীদের (নন-মেডিক্যাল স্টাফ) সংখ্যা ৫০ শতাংশ রাখা হবে। তবে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, চিকিৎসক ও নার্সদের জন্য এমন কোনো ডিউটি রোস্টার থাকবে না। হাসপাতালের প্রয়োজন ও আপকালীন পরিস্থিতি অনুযায়ী তাঁদের ডিউটিতে উপস্থিত থাকতে হবে এবং তাঁদের ছুটি আগে থেকে নির্ধারিত করা হবে না।

উত্তরপ্রদেশে সপা-কংগ্রেস জোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে বাড়ছে সংশয়

নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর ঃ দিল্লিতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিরোধী ঐক্যের বার্তা দিচ্ছেন রাহুল গান্ধী ও অখিলেশ যাদব। ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকেও দুই দলের নেতাদের উপস্থিতি নিয়মিত। প্রকাশ্যে সমাজবাদী পার্টি (সপা) ও কংগ্রেসের সম্পর্ক অটুট থাকার কথাই বলছেন অখিলেশ। কিন্তু উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে আসন ভাগাভাগি নিয়ে দুই শিবিরের মতবিরোধ ক্রমশ বাড়ছে। কংগ্রেসের দাবি, জোটে তাদের ১৭৫ থেকে ২০০টি আসন দেওয়া হোক। অন্যদিকে, গত নির্বাচনে দলের দুর্বল ফলের কথা তুলে ধরে এই দাবি নিয়ে প্রশ্ন তুলছে সমাজবাদী পার্টি। ফলে ভোটের আগে জোটের সমীকরণ কোন দিকে গড়ায়, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে। উত্তরপ্রদেশে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সমাজবাদী পার্টির উপর অনেকটাই নির্ভরশীল কংগ্রেস। রাজ্যে নিজেদের সংগঠনকে ফের শক্তিশালী করার পাশাপাশি কর্মীদের মনোবল বাড়ানোও হাত শিবিরের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। সেই কারণেই জোটে তুলনামূলক বেশি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইছে কংগ্রেস বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত। এই আসন সমঝোতার প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছেন

কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা। দলের লক্ষ্য, বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধী ভোটকে একজোট করা এবং একই সঙ্গে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় কংগ্রেসের সাংগঠনিক উপস্থিতি বাড়ানো। প্রাথমিকভাবে ১৬৫টি আসন চিহ্নিত করে একটি তালিকা তৈরি করেছিল কংগ্রেস। গত তিনটি বিধানসভা নির্বাচন এবং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করে আসনগুলিকে তিনটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছিল। এর মধ্যে ১০০টি আসন ' ক্যাটেগরিতে, ৪০টি ' ক্যাটেগরিতে এবং ২৫টি ' ক্যাটেগরিতে রাখা হয়। পরে সেই তালিকা বাড়িয়ে ১৭৫ থেকে ২০০টি আসনের দাবি জানানো হয়েছে বলে খবর। উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক রাজেন্দ্র পাল গৌতম সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, সমাজবাদী পার্টিকে ১৭৫-২০০টি আসনের একটি তালিকা পাঠানো হয়েছে। কংগ্রেসের এই দাবিতে স্বাভাবিকভাবেই আপত্তি রয়েছে সমাজবাদী পার্টির অন্দরে। সপা নেতাদের যুক্তি, উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের নির্বাচনী শক্তি বিবেচনা করেই আসন বণ্টন হওয়া উচিত। ২০২২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস মাত্র দুটি আসনে জয় পেয়েছিল এবং তাদের ভোটের হারও ছিল ২ শতাংশের কম। তার আগে ২০১৭ সালে সপার সঙ্গে জোট করে ১১৭টি আসনে লড়েও কংগ্রেস জয় পেয়েছিল মাত্র সাতটিতে। এই পরিসংখ্যান তুলে ধরেই সপার একাংশের প্রশ্ন, যে দল সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে এত কম আসনে জিতেছে, তারা এতগুলি আসন দাবি করছে কোন যুক্তিতে? সমাজবাদী পার্টির এক সাংসদের বক্তব্য, আসন সংখ্যার চেয়ে কোন আসনে কে জিততে সক্ষম, সেটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে, শেষ পর্যন্ত বাস্তবসম্মত সমঝোতায় পৌঁছনো প্রয়োজন। শুধুমাত্র বেশি আসনে লড়ার দাবি করে জোটের লাভ হবে না।

লক্ষ্মীপুজোর প্রস্তুতিতে আপামর বাঙালি, বাজারে চড়া দামে চিন্তায় মধ্যবিত্ত

কলকাতা, ২৪ অক্টোবর ঃ দুর্গোৎসবের আনন্দ-উচ্ছ্বাস শেষ হতে না হতেই ধনধান্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীর আরাধনায় মেতে ওঠার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত আপামর বাঙালি। ঘরে ঘরে চলছে কোজাগরী লক্ষ্মী পুজোর প্রস্তুতি। তবে, ফল-সব্জির চা।দামে মাথায় হাত মধ্যবিত্তের। রবিবার ধনসম্পদ ও সৌভাগ্যের দেবী মা লক্ষ্মীর পুজো।ঘরে ঘরে এবং বিভিন্ন বারোয়ারি মণ্ডপে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোকে কেন্দ্র করে উৎসবের আমেজ তুঙ্গে। তবে উৎসবের আবহের মাঝেই বাজারদর নিয়ে কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে আমজনতা মধ্যবিত্তের। পুজোর মুখে ফল, ফুল, মিষ্টি এবং পুজোর অন্যান্য উপকরণের দাম এক ধাক্কায় অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। কলকাতা-সহ জেলার বিভিন্ন বাজারে আপেল, কলা, বাতাবি লেবু, শসা এবং মোসাম্বির মতো অপরিহার্য ফলের দাম আকাশছোঁয়া। চরম মহার্ঘ নারকেল ও নাড়ুর উপাদানের দামও। পাশাপাশি প্রতিমার দামেও টান পড়েছে সাধারণ মানুষের পকেটে।

জলস্তর কমতেই স্বাভাবিক পরিস্থিতি, রবিবার খুলছে গোমতী রিভারফ্রন্ট

লখনউ, ২৪ অক্টোবর ঃ গোমতী নদীর জলস্তর বৃদ্ধির কারণে টানা কয়েক দিন বন্ধ থাকার পর অবশেষে ফের সাধারণ মানুষ ও পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে লখনউয়ের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ 'গোমতী রিভারফ্রন্ট'। রবিবার থেকেই এটি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।সম্প্রতি নদীর জল অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাওয়ায় সুরক্ষার স্বার্থে রিভারফ্রন্টে সাধারণ মানুষের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। জল নেমে যাওয়ার পর লখনউ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এলডিএ) যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এলাকাটির সার্বিক সাফাই অভিযান চালায়। পাশাপাশি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অংশগুলির প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরাপত্তা পরিদর্শন সম্পন্ন করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ সবুজ সংকেত দেওয়ায় রবিবার থেকেই দর্শনার্থীরা আবার সেখানে প্রবেশ করতে পারবেন।

ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল তিব্বত, রিখটার স্কেলে তীব্রতা ৪.৫

নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর ঃ আবারও তীব্র ভূকম্পনে কেঁপে উঠল তিব্বত। শনিবার সকালে এই কম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.৫। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, ভারতীয় সময় ভোর আনুমানিক ৫টা ৩৮ মিনিট নাগাদ তিব্বতে কম্পনটি অনুভূত হয়।ভোরবেলা হঠাৎ কম্পন অনুভূত হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। তবে এই ভূমিকম্পের জেরে এখনও পর্যন্ত কোনও বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। বিস্তারিত তথ্যের জন্য পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে। এর আগে বৃহস্পতিবার রাতে ৭.০ তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল তিব্বত। সেই ভূমিকম্পে মৃত্যু হয়েছিল ১৬ জনের।

রাজস্থানে মিনিবাস ও ট্রেলারের সংঘর্ষে মৃত ৩, আহত ১৯ জন

বগরু (রাজস্থান), ২৪ অক্টোবর ঃ রাজস্থানের বগরু এলাকায় জাতীয় সড়ক ৪৮-এ একটি ট্রাভেলার মিনিবাস ও ট্রেলারের মধ্যে সংঘর্ষে ঘটে গেল ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জন পুণ্যার্থীর এবং আহত হয়েছেন অন্তত ১৯ জন। তাঁদের মধ্যে ৭ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় জয়পুরের এসএমএস হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। দুর্ঘটনার শিকার যাত্রীরা সকলেই মহারাষ্ট্রের নাসিকের বাসিন্দা তাঁরা রাজস্থানের বিখ্যাত খাটু শ্যামজি মন্দির দর্শন সেরে অপর তীর্থক্ষেত্র সালাসারের উদ্দেশে যাচ্ছিলেন। বাসে শিশু-সহ মোট প্রায় ৩০ জন আরোহী

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

পোলিও টিকাকরণে একটি শিশুও যেন বাদ না পড়ে, সচেতনতার বার্তা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী নাড্ডার

নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর ঃ বিশ্ব পোলিও দিবস উপলক্ষে দেশবাসীকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়ে প্রতিটি শিশুর টিকাকরণ সুনিশ্চিত করার বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জে পি নাড্ডা। শনিবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় তিনি মনে করিয়ে দেন, ২০১৪ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) ভারতকে আনুষ্ঠানিকভাবে ‘পোলিও মুক্ত’ দেশের স্বীকৃতি দিয়েছে, যা সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও টিকাকরণে দেশের দৃঢ় অঙ্গীকারের এক উজ্জ্বল প্রমাণ।নাড্ডা উল্লেখ করেন, দেশকে পোলিও মুক্ত রাখার এই সাফল্য বজায় রাখতে লাগাতার সতর্কতা প্রয়োজন। পাঁচ বছর বা তার কম বয়সি প্রতিটি শিশুর কাছে যাতে সময়মতো পোলিও প্রতিষেধক পৌঁছে দেওয়া যায়, তা নিশ্চিত করার ওপর তিনি বিশেষ জোর দেন।স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্পষ্ট বার্তা দিয়ে বলেন, পোলিওর বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়াইয়ে একটি শিশুও যেন টিকাকরণ থেকে বাদ না পড়ে। দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত ও পোলিওর প্রকোপ থেকে সুরক্ষিত রাখতে প্রতিটি অভিভাবক এবং স্বাস্থ্যকর্মীকে আরও বেশি দায়িত্বশীল ও সচেতন ভূমিকা পালন করার আহ্বান জানান তিনি।

এশিয়ান প্যারা গেমসে সেরা সাফল্য, ১১৪টি পদক নিয়ে চতুর্থ স্থানে ভারত

আইচি-নাগোয়া (জাপান), ২৪ অক্টোবর ঃ রেকর্ডসংখ্যক ১১৪টি পদক জয়ের মধ্য দিয়ে এশিয়ান প্যারা গেমসে এক ঐতিহাসিক অধ্যায় সমাপ্ত করল ভারত। প্রতিযোগিতার অন্তিম দিনে পদক তালিকায় চতুর্থ স্থান নিশ্চিত করার পাশাপাশি এশিয়ান প্যারা গেমসের ইতিহাসে নিজেদের সর্বকালের সেরা ক্রীড়ানৈপুণ্য উপহার দিয়েছেন ভারতীয় প্যারা-অ্যাথলিটরা। মোট ১১৪টি পদকের মধ্যে রয়েছে ৩০টি সোনা, ৩৫টি রুপো এবং ৪৯টি ব্রোঞ্জ পদক। এর আগে ২০২৩ সালের হাংঝৌ এশিয়ান প্যারা গেমসে ভারত সর্বমোট ১১১টি পদক জয় করেছিল এবার সেই রেকর্ডও ছাপিয়ে গেলেন ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা।এবারের আসরে অ্যাথলেটিক্স থেকেই ভারতের ঝুলিতে এসেছে সর্বাধিক ৬৫টি পদক। এছা।। ব্যাডমিন্টন থেকে ১৬টি এবং সাঁতার থেকে ১১টি পদক এনে দেশকে গর্বিত করেছেন ভারতীয় প্যারা-অ্যাথলিটরা। অন্যান্য বিভাগেও উল্লেখযোগ্য ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শিত হয়েছে।গেমসের সমাপ্তি অনুষ্ঠানের জন্য ভারতের জাতীয় পতাকাবাহক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন দুই জোড়া সোনাজয়ী নক্ষত্র-প্যারা-শুটার মোনা আগরওয়াল এবং প্যারা-হাই জাম্পার নিশাদ কুমার। দুজনেই এবারের আসরে দুটি করে স্বর্ণপদক জিতে অনন্য নজির গড়েছেন। তাঁরাই সমাপ্তি অনুষ্ঠানে তেরঙ্গা বহন করবেন। আন্তর্জাতিক ক্রীড়ামঞ্চে দেশের এই অভাবনীয় ও ঐতিহাসিক সাফল্যে গোটা দেশে আনন্দের জোয়ার বইছে।

এইভাবে দমন পীড়ন দরকার হচ্ছে কেন, প্রশ্ন কুণালের

কলকাতা, ২৪ অক্টোবর ঃ চোরবাগানে মৃত্যুমিছিলের পেছনে প্রভাবশালীদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার প্রতিবাদে বিক্ষোভকারীদের গ্রেপ্তার করতে শুরু করেছে পুলিশ। শনিবার এক্সবার্তায় এ কথা লিখেছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ।কুণাল লিখেছেন, মমতাদির সৈনিক মজিদ আর বর্ণকে ইতিমধ্যেই পুরনো অন্য মামলার নাম করে ধরা হয়েছে। এসব এখন বিজেপি আর পুলিশ চালিয়ে যাবে।তথ্য প্রমাণ ছাড়া স্রেফ মুখের কথা আর সাজানো সাক্ষী দেখিয়ে গ্রেপ্তার। এই সরকার এত বিধায়ক নিয়ে নাকি এত গরিষ্ঠ তাহলে এত নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে কেন? সক্রিয়দের নামে নানা কেস সাজিয়ে রাখছে।এর আগে শক্তিপ্রতাপ সিংকে অকারণ গ্রেপ্তার করেছে।আরও কর্মীরা বাংলাজুড়ে হয়রানির শিকার। এইভাবে দমন পীড়ন দরকার হচ্ছে কেন?? ভয়টা বড় বেশি সামনে চলে আসছে।

জর্ডনের গির্জায় হামলার তীব্র নিন্দা ভারতের, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত

নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর ঃ জর্ডনের কারাক শহরে একটি গির্জায় হামলার তীব্র নিন্দা জানাল ভারত। শনিবার বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জারি করা বিবৃতিতে সন্ত্রাসবাদের সব ধরনের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ভারতের দৃঢ় অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে।বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতি অনুযায়ী, গত ২৩ অক্টোবর জর্ডনের কারাক শহরে ওই হামলার ঘটনায় বেশ কয়েকজন নিরীহ মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং আহত হয়েছেন আরও অনেকে। হামলায় নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে ভারত। পাশাপাশি আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করা হয়েছে।বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভারত এই জঘন্য হামলার স্পষ্ট ভাষায় নিন্দা জানাচ্ছে। এই কঠিন সময়ে জর্ডনের সরকার এবং সে দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ মানুষের পাশে থাকার বার্তাও দিয়েছে নয়াদিল্লি।একই সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের সমস্ত রূপ ও প্রকাশের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে ভারত।

অযোধ্যা সফরে বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক বিনোদ তাওড়ে, করবেন সাংগঠনিক বৈঠক

অযোধ্যা, ২৪ অক্টোবর ঃ ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) জাতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা উত্তর প্রদেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা বিনোদ তাওড়ে শনিবার অযোধ্যায় পৌঁছেছেন। মহর্ষি বাল্মীকি বিমানবন্দরে বিজেপি নেতা ও কার্যকর্তারা তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। এরপর বিনোদ তাওড়ে শ্রীরামলালার দর্শন ও পূজার্চনার জন্য অযোধ্যা ধামের উদ্দেশে রওনা হন।ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) জাতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা উত্তর প্রদেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা বিনোদ তাওড়ে শ্রীরাম মন্দির দর্শনের পর বিজেপি পদাধিকারীদের সঙ্গে সাংগঠনিক বৈঠক করবেন। জানা গেছে, বৈঠকে জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা ও জেলা সভাপতিদের সঙ্গে সংগঠন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হবে। এর পরে অবধ অঞ্চলের দলীয় পদাধিকারীদের সঙ্গে একটি আঞ্চলিক বৈঠক আয়োজিত হবে। এই আঞ্চলিক বৈঠকে কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য এবং সমস্ত মোর্চার সভাপতিরা অংশ নেবেন। অবধ অঞ্চলে বসবাসকারী রাজ্য বিজেপির পদাধিকারীরাও এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গেছে। এই সফরকালে সংঘ পরিবারের (বিচার পরিবার) সদস্যদের সঙ্গেও বিনোদ তাওড়রে মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

অখিলেশের মন্তব্যের পাল্টা জবাব ধামির, বললেন উত্তরাখণ্ডের অপমান বরদাস্ত করা হবে না

দেহরাদূন, ২৪ অক্টোবরঃ উত্তরাখণ্ডের বাসিন্দাদের নিয়ে সমাজবাদী পার্টির জাতীয় সভাপতি তথা উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদবের মন্তব্যকে কেন্দ্র্ করে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। তাঁর বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি বলেছেন, উত্তরাখণ্ডের মানুষকে ‘ অনুপ্রবেশকারী বলা দেবভূমির সম্মান ও মানুষের আত্মমর্যাদার অপমান। এই ধরনের মন্তব্য কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় অখিলেশ যাদব বলেছিলেন, উত্তর প্রদেশে সবচেয়ে বড় অনুপ্রবেশকারী কারা, তা জানতে চাইলে উত্তরাখণ্ডের মানুষের নামই আসবে। তাঁর এই মন্তব্যের পরই পাল্টা সরব হন মুখ্যমন্ত্রী ধামি। সমাজমাধ্যমে এক্স-এ দেওয়া এক পোস্টে তিনি বলেন, উত্তরাখণ্ড শুধু দেবভূমি নয়, বীরভূমিও। এই পবিত্র ভূমি দেশকে বহু সাধক, সৈনিক এবং রাষ্ট্রসেবায় নিবেদিত ব্যক্তিত্ব উপহার দিয়েছে। সেই রাজ্যের মানুষকে অনুপ্রবেশকারী বলা তাঁদের গৌরব, আত্মত্যাগ ও সংগ্রামের প্রতি অসম্মান।ধামি তাঁর বক্তব্যে উত্তরাখণ্ড রাজ্য আন্দোলনের সময় মুজফ্ফরনগরের রামপুর তিরাহায় আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশের গুলিচালনার ঘটনাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, অখিলেশ যাদবের বাবা মুলায়ম সিং যাদব যখন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন পৃথক উত্তরাখণ্ড রাজ্যের দাবিতে আন্দোলনকারীদের উপর রামপুর তিরাহায় গুলি চালানো হয়েছিল। রাজ্য গঠনের দাবিতে আন্দোলনের সময় ঘটে যাওয়া সেই ঘটনা উত্তরাখণ্ডের মানুষ আজও ভোলেননি।মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, যে রাজ্যের মানুষ পৃথক রাজ্যের দাবিতে দীর্ঘ আন্দোলন করেছেন এবং আত্মত্যাগ করেছেন, তাঁদেরই এখন অনুপ্রবেশকারী বলা হচ্ছে। এই মন্তব্যের মাধ্যমে উত্তরাখণ্ডের মানুষের সংগ্রাম ও আত্মসম্মানকে খাটো করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।এই ইস্যুতে কংগ্রেসকেও নিশানা করেছেন ধামি। অখিলেশ যাদবের রাজনৈতিক সহযোগী হিসেবে কংগ্রেস এই মন্তব্যকে সমর্থন করে কি না, তা জানতে চান তিনি। উত্তরাখণ্ডের মানুষকে অনুপ্রবেশকারী বলার বিষয়টি কংগ্রেসের কাছে গ্রহণযোগ্য কি না, সেই প্রশ্ন তুলে রাজ্যের মানুষের সামনে দলটিকে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।

ডাইনি সন্দেহে আদিবাসী বৃদ্ধাকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ, গ্রেফতার প্রতিবেশী যুবক

দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৪ অক্টোবর ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর থানা এলাকায় অন্ধবিশ্বাসের জেরে এক মর্মান্তিক ঘটনা সামনে এসেছে। সেখানে 'ডাইনি' সংন্দেহ ৬৫ বছর বয়সি এক আদিবাসী বৃদ্ধাকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ। নিহতের নাম রুমকি মুর্মু। নিহতের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। সে ওই আদিবাসী বৃদ্ধার প্রতিবেশী। অভিযুক্ত যুবকের নাম জয়রাম কিসকু।ঘটনাটি ঘটেছে শিরশী গ্রাম পঞ্চায়েতের নাহাট এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পেশায় গাড়ি চালক অভিযুক্ত জয়রাম কিসকুর ছেলে দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিল। জয়রামের সন্দেহ ছিল যে, তার ছেলের এই অসুস্থতার পেছনে রয়েছে প্রতিবেশী ওই বৃদ্ধার 'ডাইনি' হওয়া। অভিযোগ, শুক্রবার রাতে এলাকায় প্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রা চলাকালীন মত্ত অবস্থায় জয়রাম ওই বৃদ্ধার পথ আটকায়। সে প্রথমে তাঁকে গালিগালাজ করে এবং তারপর লাঠি দিয়ে নৃশংসভাবে মারধর করে।ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং পুলিশকে খবর দেন। রক্তাক্ত ও আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই বৃদ্ধাকে দ্রুত হরিরামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। শনিবার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। হরিরামপুর থানার পুলিশ ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত শুরু করেছে।নিহতের ছেলে গুড়ুম কিসকু বলেন, ঘটনার সময় আমি বাইরে ছিলাম। আমার বোন ফোন করে জানায় যে মাকে মারধর করা হয়েছে এবং ডাইনি বলা হচ্ছে। আমরা ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত এমন কথা শুনিনি। আমি পুলিশের কাছে অভিযুক্তের কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়েছি। ঘটনার তদন্ত নিয়ে জেলা পুলিশ সুপার (এসপি) অভিষেক গুপ্তা জানান, বচসা ও উত্তপ্ত

টাইগার শ্রফের বাড়ির সামনে গুলিচালনার ঘটনায় সুরাট থেকে উদ্ধার ২টি পিস্তল ও ১০টি কার্তুজ, গ্রেফতার ১০

মুম্বই, ২৪ অক্টোবর ঃ অভিনেতা টাইগার শ্রফের বাড়ির কাছে গুলিচালনার ঘটনায় তদন্তে নেমে গুজরাটের সুরাট থেকে দুটি পিস্তল ও ১০টি তাজা কার্তুজ উদ্ধার করল মুম্বই পুলিশের অপরাধ দমন শাখা। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১০ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনার পিছনে কারা রয়েছে এবং অভিযুক্তদের নির্দেশ কে দিচ্ছিল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। তদন্তকারী এক পুলিশ আধিকারিক শনিবার জানান, প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, গুলিচালনার সময় এবং তার পরেও শ্যুটাররা ফোন কল ও বার্তার মাধ্যমে তাদের কথিত হ্যান্ডলারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিল। পুলিশি তদন্ত, সন্দেহভাজনদের শনাক্তকরণ এবং পুলিশের পদক্ষেপ সংক্রান্ত তথ্য তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছিল বলে তদন্তকারীদের অনুমান। এমনকি কোনও ব্যক্তি টেলিভিশনের সংবাদ চ্যানেলগুলিতে সম্প্রচারিত খবরের উপর নজর রাখছিল এবং সেখান থেকে পাওয়া তথ্য শ্যুটারদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছিল বলেও সন্দেহ করা হচ্ছে। তবে ওই ব্যক্তির পরিচয় এখনও জানা যায়নি।তদন্তে আরও উঠে এসেছে, গুলিচালনার ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ এবং ভ্লগারদের ধারণ করা ভিডিওতে সন্দেহভাজনদের ছবি প্রকাশ্যে আসার পর অভিযুক্তদের মধ্যে রেহান আনসারিকে এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। পুলিশের গতিবিধি এবং সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর সম্পর্কে অভিযুক্তদের কাছে নিয়মিত তথ্য পৌঁছচ্ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। সেই সূত্র ধরেই নির্দেশদাতার পরিচয় এবং অভিযুক্তদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম জানার চেষ্টা চলছে।অভিযুক্ত ও তাদের কথিত সহযোগীদের ব্যবহৃত যোগাযোগের নেটওয়ার্কও তদন্তের আওতায় রয়েছে। আমেরিকায় থাকতে পারেন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে অনিল পণ্ডিতকে। পাশাপাশি, হরিয়ানার সোনিপতে গ্রেফতার হওয়া অঙ্কিত খট্টর ও সমীর খত্রীর ভূমিকাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারীদের অনুমান, ইন্টারনেটভিত্তিক যোগাযোগের অ্যাপ ব্যবহার করে রেহান আনসারির কাছে নির্দেশ পাঠানো হয়ে থাকতে পারে। অভিযুক্তদের কাছ থেকে ছবি, ভিডিও এবং কথোপকথন সংক্রান্ত তথ্যও উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।এই ডিজিটাল তথ্যের ফরেনসিক পরীক্ষা করে অভিযুক্তদের মধ্যে যোগাযোগের সূত্র এবং কথিত ষড়যন্ত্রের যোগসূত্র খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে। পুলিশের দাবি, তাদের গতিবিধি সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার পর সন্দেহভাজনরা যাতায়াতের পরিকল্পনা এবং পরিবহণের মাধ্যমেও পরিবর্তন করেছিল বলে তদন্তে ইঙ্গিত মিলেছে। উদ্ধার হওয়া অস্ত্র, ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণ এবং অভিযুক্তদের যোগাযোগের সূত্র ধরে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মুম্বই পুলিশের অপরাধ দমন শাখা।উল্লেখ্য, গত ১৮ অক্টোবর মুম্বইয়ের জুহু এলাকার পুষ্পা পার্কের কাছে অভিনেতা টাইগার শ্রফকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। ওই ঘটনায় অভিনেতা অক্ষত থাকলেও তাঁর গাড়ির চালক এবং এক পথচারী আহত হন। এই ঘটনায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৯(১) ও ৩(৫) ধারার পাশাপাশি অস্ত্র আইনের ৩ ও ২৫ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার নেপথ্যে থাকা ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

সিজেপি বিক্ষোভ ও কংগ্রেসকে তোপ মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ২৪ অক্টোবর ঃ কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর রাজনৈতিক সক্রিয়তা এবং সিজেপি-র আন্দোলন নিয়ে কা। প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। শনিবার কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একাধিক প্রশ্নের উত্তর দেন দিলীপ। রাহুল গান্ধীকে নিশানা করে তিনি বলেন, তাঁর রাজনীতি বা নির্বাচনী সাফল্য নিয়ে কোনও আলোচনা হয় না, বরং চর্চা সীমাবদ্ধ থাকে কেবল তাঁর বিদেশযাত্রা ঘিরেই। একই সঙ্গে সিজেপি-র ব্যানারে চলা বিক্ষোভ প্রসঙ্গেও কড়া বার্তা দেন তিনি। কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, রাহুল গান্ধীকে নিয়ে যখনই কোনও কথা ওঠে, তখন শুধুই আলোচনা হয় তিনি কেন বিদেশে গেলেন, কখন গেলেন, কোথায় গেলেন এবং কবে ফিরবেন-এইটুকুই হলো তাঁর পরিসর। রাজনীতিতে উনি আসলে কী করছেন, দেশের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান কী অথবা তাঁর দলের নির্বাচনী পারফরম্যান্স কেমন-তা নিয়ে কোথাও কোনও আলোচনাই হয় না কেন?অন্যদিকে সিজেপি-র আঃ দালন ও কর্মসূচি প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, কোনও সংগঠনের নাম ভাঙিয়ে যথেচ্ছাচার বরদাস্ত করা হবে না। তিনি বলেন, কিছু মানুষ ভাবছেন সিজেপি-র ব্যানার হাতে নিলেই বুঝি যা খুশি তাই করা যায়। কাউকে এমন ছাড় দেওয়া হয়নি। দেশ আইন ও সংবিধান মেনে চলে, এটি একটি গণতান্ত্রিক দেশ। নিজের অধিকারের দাবিতে আন্দোলন করার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে, তবে তা সঠিক নিয়মে হওয়া উচিত-সেক্ষেত্রে পুলিশ ও প্রশাসন সব ধরনের সহযোগিতা করবে। কিন্তু হুট করে যে কেউ যেখানে-সেখানে হাজির হয়ে বিশৃঙ্খলা তৈরি করবে, জনজীবন ব্যাহত করবে এবং সাধারণ মানুষকে ভোগান্তিতে ফেলবে-তার অনুমতি কাউকে দেওয়া যায় না।

ওড়িশা ও অন্ধ্র উপকূলে ঘূর্ণিঝড়ের লাল সতর্কতা, সতর্ক প্রশাসন

ভুবনেশ্বর, ২৪ অক্টোবর ঃবঙ্গোপসাগরের ওপর অবস্থানরত নিম্নচাপ অঞ্চলটি দ্রুত শক্তি বৃদ্ধি করে ২৬ অক্টোবরের মধ্যে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) এই সতর্কতা জারি করে জানিয়েছে, ঘূর্ণিঝড়টি পরবর্তীকালে আরও ঘনীভূত হয়ে দক্ষিণ ওড়িশা ও উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২৮ অক্টোবর নাগাদ এর প্রভাবে ওড়িশার একাধিক জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী এবং কিছু এলাকায় প্রবল ভারী বর্ষণের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। একই সঙ্গে উপকূলবর্তী এলাকায় দমকা ঝোো বাতাস বইতে পারে। উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলায় ওড়িশা সরকারের তরফে উপকূলীয় জেলাগুলির প্রশাসনকে সর্বোচ্চ সতর্কতায় রাখা হয়েছে। দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি এবং নজরদারি ব্যবস্থা জোরদার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আধিকারিকদের।সমুদ্র উত্তাল ও প্রতিকূল আবহাওয়ার আশঙ্কায় মৎস্যজীবীদের অবিলম্বে গভীর সমুদ্র থেকে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, নিম্নচাপটির গতিবিধি, অভিমুখ এবং তীব্রতার ওপর সার্বক্ষণিক নজর রাখা হচ্ছে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও বিশদ তথ্য দেওয়া হবে।

আইটিবিপি-র প্রতিষ্ঠা দিবসে 'হিমবীর'দের শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর ঃইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিশ (আইটিবিপি)-এর প্রতিষ্ঠা দিবসে বাহিনীর সকল জওয়ান ও আধিকারিকদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও দুর্গম পার্বত্য সীমান্তে তাঁদের নিঃস্বার্থ সেবা ও আত্মত্যাগকে সমগ্র জাতির অনুপ্রেরণার উৎস বলে উল্লেখ করেন তিনি।শনিবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী লেখেন, প্রতিষ্ঠা দিবসে আইটিবিপির সকল সদস্যকে শুভেচ্ছা জানাই। আইটিবিপির ‘ হিমবীররা তাঁদের অসামান্য শৌর্য ও পরাক্রমের মাধ্যমে নিজেদের এক অনন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন, অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতি ও যে কোনও জাতীয় চ্যালেঞ্জের মুখে এই বাহিনীর জওয়ানরা সর্বদা দৃঢ় সংকল্প ও সাহসের সঙ্গে রুখে দাঁড়িয়েছেন। দেশের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে তাঁদের নিঃস্বার্থ কর্তব্যপরায়ণতা এবং সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ সমগ্র ভারতবাসীর কাছে এক গভীর অনুপ্রেরণা।উল্লেখ্য, ১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে গঠিত আইটিবিপি লাদাখ থেকে অরুণাচল প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ভারত-চীন প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার (এলএসি) দুর্গম বরফাবৃত ও সংবেদনশীল সীমান্ত পাহারা দেওয়ার প্রধান দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পালন করে আসছে।

ফের বিষাক্ত যমুনার জল, কালিন্দী কুঞ্জে ভেসে বেড়াচ্ছে বিষাক্ত ফেনা

নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর ঃ উৎসবের মরসুমের মাঝেই ফের ভয়াবহ রূপ নিল যমুনা নদীর দূষণ। শনিবার সকালে দিল্লির কালিন্দী কুঞ্জ সংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর জলে বিপুল পরিমাণে বিষাক্ত সাদা রাসায়নিক ফেনা ভাসতে দেখা গেছে। দূষণের এই চিত্রে রাজধানীজুড়ে পরিবেশবিদ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নদীর জলে অপরিশোধিত বর্জ্য এবং ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ মিশে যাওয়ার ফলেই প্রতি বছরের মতো এবারও জলপৃষ্ঠে পুরু সাদা ফেনার স্তর তৈরি হয়েছে। ছটপুজোর মুখে যমুনার এমন বিষাক্ত রূপ নদীঘাটগুলিতে পুণ্যার্থীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।অন্য দিকে, কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ-এর তথ্য অনুযায়ী, এদিন সকালে দিল্লি এইমস ও সংলগ্ন অঞ্চলের বাতাসের গুণমান সূচক বা এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স রেকর্ড করা হয়েছে ১৭৯, যা ‘ মোঝারি শ্রেণিভুক্ত। জল ও বায়ুদূষণের এই যৌথ প্রভাবে রাজধানীর সামগ্রিক পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।

রাশিফল

মেষঃআজকের দিনটি মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য চ্যালেঞ্জপূর্ণ প্রমাণিত হতে পারে। সামগ্রিকভাবে পরিস্থিতি খুব একটা অনুকূল নয়। এই সময়ে আপনার জীবনে সাধারণত যে বিষয়গুলি আনন্দ নিয়ে আসে, সেগুলির উপর মনোযোগ দেওয়া উচিত। শুভদিন
বৃষঃ আজকের দিনটি বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অনেক চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসবে। শুভদিন ।
মিথুনঃ আপনি সম্ভবত বিশাল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করবেন, সম্ভবত কোনও বেসরকারি উদ্যোগ থেকে। আজকের দিনটি কোষাধ্যক্ষ, মহাজন ও খুচরো ব্যবসায়ীদের জন্য খুবই লাভজনক হবে। সাফল্য।
কর্কটঃআজকে আপনি কিসে স্বস্তি পান, তা খুঁজে বার করতে চাইবেন এবং সেভাবেই দিন কাটাতে সময় যাবে। সম্ভবত আপনি আপনার নিকট বন্ধুদের সঙ্গে দিনের বেশির ভাগ সময় কাটাবেন। শুভদিন হবে
সিংহ ঃ গর্ভবতী মায়েদের জন্য বিশেষ যত্নের দিন। আর্থিক দিকে উন্নতি নিশ্চিত। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে বন্ধুরা আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। প্রেমের দেবতার বাণের হাত থেকে বাঁচার সুযোগ কম। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।
কন্যাঃআজ আপনার জীবনে একটি নতুন সূচনার দিন। নিজের চিন্তা ও অনুভূতিগুলি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার সময় এসেছে। কর্মজীবনে সহকর্মীদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাবেন, যা আপনার প্রকল্পগুলিকে নতুন দিশা দেবে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।শুভদিন হবে
তুলাঃএক পরিতৃপ্ত জীবনের জন্য আপনার মানসিক কাঠিন্য বৃদ্ধি করুন। আজ কোনও পাওনাদার আপনার দরজায় এসে আপনাকে ঋণ নেওয়ার জন্য বলতে পারে।
বৃশ্চিকঃ তেলমশলাযুক্ত এবং উচ্চ কোলেস্টেরল খাবার এড়ানোর চেষ্টা করুন। যারা দুধ শিল্পের সাথে যুক্ত তারা আজ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
ধনুঃ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজন রয়েছে। আজ কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রচেষ্টার ফল মোটামুটি স্বাভাবিক হতে পারে। আর্থিক উন্নতি হবে।
মকরঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠা কিছু নতুন সুযোগের দরজা খুলে দেবে। সংসারে শান্তি হবে।
কুম্ভঃ আপনার ভয়ের প্রতিকার করার জন্য এটি উপযুক্ত সময়। আপনার অবশ্যই উপলব্ধি করা উচিত যে এটি কেবলমাত্র শারীরিক শক্তিকেই দমন করে না, উপরন্তু জীবনের দৈর্ঘ্যকেও কমিয়ে দেয়। শুভদিন
মীনঃ ঘরে কাজ করার সময় বিশেষ যত্ন নিন। ঘরের কাজের জিনিসগুলির যে কোন অসাবধান ব্যবহার আপনাকে কিছু সমস্যায় ফেলতে পারে। বিবাহে যোগ হতে পারে আজকে । সংসারে শান্তি হতে পারে আজকে। সন্তান হতে পারে।

আবহাওয়া

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হয়েছে নিম্নচাপ অঞ্চল, তা ক্রমশ গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। এরপর ২৬ অক্টোবর নাগাদ সেটি পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝারে রূপ নেবে। এই ঘূর্ণিঝড় পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হবে, অন্ধ্রপ্রদেশ ও সংলগ্ন ও।শা উপকূলের দিকে সরে যেতে পারে। এর প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মূলত উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টি হতে পারে।আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী দু-তিন দিন রাজ্যের প্রায় সব জেলার আবহাওয়া শুষ্ক থাকলেও, ২৭ তারিখ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, ওই দিন মূলত উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে বৃষ্টি হতে পারে। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া ও কলকাতা বৃষ্টি হতে পারে। এরপর ২৮ ও ২৯ অক্টোবর দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই ভারী বৃষ্টি হতে পারে।মৎস্যজীবীদের জন্য জারি করা হয়েছে সতর্কতা। আগামী ২৬ অক্টোবরের মধ্যে মৎস্যজীবীদের উপকূলে ফিরে আসতে বলা হয়েছে, এরপর ২৭ তারিখ থেকে সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও ২৭ তারিখের পর বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২ ডিগ্রী সেলসিয়াস,সর্বনিম্ন ২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৪ শতাংশ শতকরা এবং ৬২ শতাংশ শতকরা হতে পারে আজকে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১০টা ৫৫মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৩টা ৪৪মিনিট এবংরাত ১০টা ৪০ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ২৮মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৩৫মিনিটে হতে পারে।

কর্পোরেশন এবং মিউনিসিপালিটি ইলেকশনেও সেম রেজাল্ট হবে ঃ দিলীপ ঘোষ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৪ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ ১) বিজেপি যেমন পুরভোটের মিটিং করছে, তেমনি বিরোধী শিবিরও মিটিং করছে। কিন্তু সকলেই বলছে আলাদা প্রার্থী দেবে। বিজেপির কি সুবিধা হবে? যদি আলাদাই প্রার্থী দেবে তাহলে মিটিং করে কি লাভ? বিজেপির সুবিধার ব্যাপার নেই। ওরা তো লড়েছিল একসঙ্গে! বিজেপি জিতেছে বিধানসভা নির্বাচনে। তো কর্পোরেশন এবং মিউনিসিপালিটি ইলেকশনেও সেম রেজাল্ট হবে। কারণ জনতা দেখেছে এদের দায়িত্ব দিয়ে লুটপাট ছাড়া কিছুই করেনি। লোকে উন্নয়ন চাইছে। পরিচ্ছন্ন রাজনীতি চাইছে। আর সেটা বিজেপি দিতে পারে। ২) তৃণমূল নেত্রীর ছেলে, তৃণমূল নেতার ভাই বউ! এরকম অনেকেই নাকি প্রার্থী হতে চলেছে বিজেপির! দেখুন অনেক কিছু রটনা চলে। ঘটনা কি সেটা তো হওয়ার পরে বোঝা যাবে। ভারতীয় জনতা পার্টির কাছে লোকের এত অভাব নেই.... যে সব বাইরে থেকে নিয়ে আসতে হবে। একসময় দরকার ছিল আমরা নিয়েছি। এখন আমাদের কার্যকর্তারা বহু বছর কাজ করছেন। তাদের অভিজ্ঞতা হয়েছে। তাদের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি জনতা পছন্দ করে। সেদিকে আমরা নজর রাখবো। ৩) আজ শিলিগুড়িতে অশোক ভট্টাচার্যের মিছিল; বই এর উপর আক্রমণের প্রতিবাদে! কমিউনিস্টদের সাহিত্য পাগল ছাড়া কেউ পড়ে না। আর পাগলে পড়াশোনা করে না আমরা জানি। এসব কন্ট্রোভার্সি করে মিডিয়ায় থাকার চেষ্টা করবেন না, লোক আপনাদের যে পুরস্কার দিয়েছে, সেটা নিয়ে থাকুন। এখন ছটপট করে কি উনি ভাবছেন, যে টিএমসি নেই কেউ নেই ফাঁক গলে কিছু করব? কোনো চান্স নেহঙ্খ। আপনাদের সুযোগ অনেক আগেই চলে গেছে। ১৫ বছর আগে আপনার কথা লোকে ভুলে গেছে। গতবারে জিরো ছিল ,এবারে বিধানসভায় বঞ্চনি করেছে। তো সেটাই মাথায় রাখুন যেন বিজেপি কি করেছে না করেছে। আমরাও ১০০ বছর তপস্যা করেছি, এখানে দেখেছে লোকেরা। তারপর লোকে আমাদের গ্রহণ করেছে আর আমরা এখন পরিক্ষা দিচ্ছি, আগামী দিনেও পরীক্ষা দেব। ৪) কলকাতায় আজ সিজেপির মিছিল। দেখুন মানে যখন দিল্লিতে চলছিল এইসব; তখন কলকাতায় প্রস্তুতি চলছিল। বহু টাকা এসেছে। কার হাত দিয়ে টাকা এসেছে সব জানে, সরকারের কাছে খবরও আছে। বেশি বাড়াবাড়ি করলে তার রাস্তা খোলা আছে। জেলের দিকে যাওয়ার। তো সেজন্য উৎপাত করে কেউ কিছু করতে পারবে না। আমি জানি যখন আপ পার্টি তৈরি হলো সারা বাংলায় অন্যান্য রাজ্যেও খুব উৎপাত হয়েছিল। কিছু লোক থাকে সুযোগ সন্ধানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কারণ টাকা পয়সা প্রচুর পায়। তাতে কিছু হয়নি। তারা তলিয়ে গেছে। এরাও যেটা করতে চাইছে এখানকার মানুষ কিছুতেই এটা সহ্য করবে না। এই ধরনের উৎপাত সরকারও সহ্য করবে না। ৫) পুরভোট আসছে বলেই কি সিজেপির তৎপরতা কলকাতায়! পুর ভোটে এইসব করে কোন লাভ হয় না। একটা ভ্যাকেন্সি তৈরি হয়েছে রাজনীতির। সেটাকে নেওয়ার চেষ্টা করছে সবাই। সে কমিউনিস্ট হোক বা ওরা (সিজেপি) হোক। দরকার হলে সবাই একসঙ্গে মিলে যাবে, যেটা দিল্লিতে হয়েছে। কিন্তু মানুষ সবার চরিত্র জানে। তারা পরীক্ষা না করে কাজের সুযোগ দেবেন না। ৬) দিল্লি কুনাল ঘোষের বক্তব্য হচ্ছে, দিল্লি ইন্ডিজোটের পর কলকাতাতেও পুরভোট জোট। দেশে জোট আছে কলকাতা পুরসভায়ও থাকতে পারে। কুনাল ঘোষ কার স্পোকসম্যান? টিএমসির তো স্পোকসম্যান নেই, উনার পেছনে পার্টিই নেই কয়জন প্রতিনিধি আছেন! কয়জন এমপি, এমএলএ আছেন? উনি বড় বড় কথা বললে কে শুনবে? উনি তো ঠিকা নিয়ে বসে আছেন, রাজীব গান্ধীরও স্পোকসম্যান হয়ে গেছেন, রাহুল গান্ধীরও! এটা হয় না। তো সেজন্য উনি বলছেন বলুন। উনার অভ্যাস আছে রোজ সকালবেলা কিছু বলা, বলুন। আপনাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। পশ্চিম বাংলার রাজনীতিতে এর কোন গুরুত্ব নেই। ৭) মদন, শিউলির পর আর কে? মমতা কি দরজা খুলবেন? জনতার হাতে ছেড়ে দিন। ওদের হাতে ছেড়ে দিন। দিল্লিতে এমপিরা ঠিক করতে পারছেন না কোন দলে যাবেন ? এখানকার এমএলএ রাও তাই হয়েছে। একটা বিচার ধারাহীন আদর্শহীন দল কেবল সুযোগ সন্ধানীদের দল, বেশি দিন চলে না। ডাকাত দলের মত চলছে। ডামাডোল এদিক ওদিক করে। এর কোন অস্তিত্ব নাই! কোন ভবিষ্যৎ নাই। ৮) রাতে ফেসবুক লাইভে মদনের ভোল বদল। কোন সময় বলেছেন! সেটাও তো একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার! উনি কখন কি বলেন, সে অনুযায়ী লোকে হিসাব কিতাব করে। সময়টা গুরুত্বপূর্ণ ! কি বলছেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, প্রশ্ন সেটা হচ্ছে। ৯) এসআরএফটিআইতে দেখা যাচ্ছে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ বন্ধ করা হয়েছে। খাবার দাওয়ার সরবরাহ করা হচ্ছে না। ওয়াইফাই বন্ধ করা হয়েছে। যারা ওখানে আন্দোলন নামে উৎপাত করেছে, ওখানকার যারা প্রফেসর আছেন বা পরিচালক আছেন তাদের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে তার জন্য ওখানকার যারা আছেন কর্তৃপক্ষ তারা সেটার ব্যবস্থা নেবেন। তারা চিন্তাভাবনা করছেন তাদের হাতে পরিচালনার দায়িত্ব আছে। ব্যাপারটা তাদের হাতেই ছাড়ুন। ১০) চোর বাগানে বিসর্জনের প্রস্তুতি। আরো একজন গ্রেপ্তার। ইনকয়ারি যখন শুরু হয়ে গেছে চোরবাগান নিয়ে সরকার পুরো গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টা বিচার করছে। তো ইনকয়ারি রেজাল্ট কি আছে দেখা উচিত। আর পুজোর বিসর্জনের জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে সময় দিয়ে দিয়েছেন তার মধ্যে সবাইকে করতে হবে।

পুরো ভোটে একাই লড়বে ঋতপন্থী তৃণমূল ঃ অরূপ রায়

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৪ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ কোনো জোট নয়, একাই লড়বে গণতান্ত্রিক তৃণমূল। পুজোর পরেই শুরু হয়ে গেছে ভোটের প্রস্তুতি। কলকাতা ও হাওড়ার পৌর নির্বাচন। সেখানে কে কোন শিবিরের হয়ে লড়বেন তার হিসাব নিকাশ চলছে। এর মাঝেই বড় ঘোষণা ঋতব্রত-পন্থী তৃণমূলের। কারোর সঙ্গে কোনও জোট নয়, পুরভোটে একাই লড়বে গণতান্ত্রিক তৃণমূল। এ কথা আজ জানিয়ে দিলেন গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান অরূপ রায়। আজ গণতান্ত্রিক তৃণমূলের বৈঠক হচ্ছিল বাইপাসের ধারে তৃণমূলের অফিসে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অরূপ রায়, মদন মিত্র, ববি হাকিমরা। সূত্রের খবর, পুরভোট নিয়ে আলোচনার জন্যই বৈঠক। তবে প্রতীক নিয়ে কমিশনকে হলফনামা দেওয়ার জন্য বৈঠক বলে জানিয়েছেন অরূপ রায়। পুরভোটে কারা প্রার্থী হবেন, তা নিয়ে যখন জল্পনা, তখনই কালীঘাট শিবির অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস দাবি করেছে যে এনসিপিআই-র সঙ্গে ঋতব্রতপন্থী তৃণমূলের যোগ রয়েছে। কয়েকজন কাউন্সিলরের নামও সুপারিশ করা হয়েছে। এ দিন এই প্রসঙ্গে ঋত শিবিরের নেতা তথা বিধায়ক অরূপ রায় বলেন, তএনসিপিআহঙ্খ-র সঙ্গে আমাদের কোনও যোগাযোগ নেহঙ্খ। এনসিপিআই আলাদা পার্টি। এনসিপিআই বিজেপির সঙ্গে মার্জ করেছে। আমাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর কথা বলেছেন। তিনি তাঁর নিজের কথা বলেছেন, তিনি যেটা বলেছেন, সেটাই যে সত্যি হবে এমন কোনও মানে নেই।দ দুইদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ফ্লোর টেস্টের কথা বলেছিলেন। দাবি করেছিলেন যে এখন আস্থা ভোট হলে ১৭৫ ভোট পাবেন। তাহলে কি বিজেপির সঙ্গে হাত মেলাতে প্রস্তুত গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস? অরূপ রায় এ প্রসঙ্গে বলেন, 'ব্যক্তিগতভাবে কার মনের মধ্যে কী রয়েছে জানি না, কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে কখনওই না। গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস নির্বাচনের জন্য হয়েছিল। আমরাই অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস। আমরাই আসল তৃণমূল কংগ্রেস।'

আবার কি মমতা শিবিরে ঝুঁকতে চাইছে মদন ?

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৪ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ বৃহস্পতিবার মদন মিত্রের এক সাক্ষাৎকার নিয়ে রাজনৈতিক মহলে নাড়া পরে যায়। সেখানেই তিনি ইঙ্গিত দেন, তিনি কামারহাটিতে ঢুকতে পারছে না, কাজ করতে পারছে না। তাই হয়তো রাজনীতি থেকে অবসর নেবেন। এবার আরও বিস্ফোরক মন্তব্য। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে নাম লেখালেও আজ তিনি বললেন, অমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন আল্টিমেট তৃণমূলদ। তবে কি আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেই ফিরতে চাইছেন তাঁর একসময়ের ছায়াসঙ্গী? এ দিন বাইপাসের ধারে তৃণমূল ভবনে বৈঠকে বসে গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস। সেই বৈঠকে যোগ দিতে আসেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শান্তনু সেন থেকে শুরু করে অরূপ রায়, মদন মিত্রের মতো নেতারা। বৈঠকে ঢোকার আগেই মদন মিত্র বলে বসেন যে তাঁর কাছে আল্টিমেট নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র বলেন, 'ভোট কন্ট্রোল যারা করে আর টিয়া পাখি নিয়ে যারা বসে, তাদের সঙ্গে আমি নেই। মেট্রোপলিটন তৃণমূল ভবনে এসেছি। দুই জায়গাতেই আবার অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস লেখা। তবে তলায় কি ব্রত? পরমব্রত না অনুব্রত, তা লেখা নেই।' তিনি আরও বলেন, 'মানুষ খুব বুদ্ধিমান। মানুষ জানে, ডাবল ইঞ্জিনের পরে ট্রিপল ইঞ্জিন না হলে কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। কিছু লড়াই বোর্ড গড়তে আর কিছু লড়াই রিংয়ে আছি বোঝাতে লড়তে হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাকি বন্ধুদের ডাকছেন। একবার বলতে পারতেন আসুন আমরা একসঙ্গে লড়ি। তারপর নাহয় ভাবতাম। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন আল্টিমেট তৃণমূল। সিরিয়াসলি রিংয়ে নামলে সিরিয়াসলি লড়ব।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই তৃণমূলের সমার্থক বলে মদন বলেন, 'কংগ্রেসের নেতা গান্ধী, নেহেরু। আজ ঘটনাচক্রে অনেকে আসছেন। তেমনই তৃণমূল কংগ্রেস ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমার্থক। প্রতীক যে-ই পাক না কেন।'

মাদকবিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য রানাঘাট পুলিশ জেলার, ২০০ পুরিয়া হেরোইন-সহ গ্রেফতার এক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নদিয়া, ২৪ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ বাদকুল্লায় মাদক বিক্রির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল তাহেরপুর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম মিঠুন জোয়ার্দার। তাঁর বাড়ি বাদকুল্লার পালপাড়া এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, বাদকুল্লা রেল স্টেশন পাড়া থেকে তাঁর কাছ থেকে ২০০ পুরিয়া হেরোইন উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া মাদকের বাজারমূল্য লক্ষাধিক টাকা বলে অনুমান পুলিশের। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে বাদকুল্লা রেল স্টেশন পাড়ায় অভিযান চালায় তাহেরপুর থানার একটি বিশেষ দল। পুলিশের অভিযোগ, একটি টোটোয় করে সেখানে মাদক বিক্রির জন্য অপেক্ষা করছিলেন মিঠুন। পুলিশ তাঁকে আটক করে তল্লাশি চালাতেই হেরোইনের পুরিয়াগুলি উদ্ধার হয়। তাঁর কাছ থেকে মাদক সেবনের কিছু সরঞ্জামও মিলেছে বলে জানা গিয়েছে। তদন্তে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, কোতোয়ালি থানার জালালখালি মুসলিম পাড়ার এক ব্যক্তির কাছ থেকে কয়েক হাজার টাকার বিনিময়ে হেরোইন কিনেছিলেন ধৃত। পরে বাদকুল্লা ও তাহেরপুর এলাকায় বেশি দামে সেই মাদক বিক্রির পরিকল্পনা ছিল বলে পুলিশের দাবি। তবে মাদক সরবরাহের এই অভিযোগের সঙ্গে আর কারা যুক্ত, তা এখনও তদন্তসাপেক্ষ। এর আগে তাহেরপুর থানার পুলিশ হেরোইন সহ দুই মহিলাকে গ্রেফতার করেছিল। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া তথ্যের সূত্র ধরেই মিঠুনের সন্ধান মেলে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ধৃতকে শনিবার রানাঘাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। তদন্তের স্বার্থে ১০ দিনের পুলিশ হেফাজত চাওয়া হলে বিচারক পাঁচ দিনের হেফাজতের নির্দেশ দেন। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে মাদকের জোগানদার এবং এই কারবারের সঙ্গে যুক্ত অন্যদের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। অন্যদিকে, বাদকুল্লা ও তাহেরপুর এলাকায় মাদকের কারবার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। পুলিশের এই অভিযানে মাদক সরবরাহের চক্রের আরও সদস্যদের সন্ধান মিলবে কি না, এখন সেদিকেই নজর তদন্তকারীদের।

প্রতিবেশীর সাথে অশান্তি নিয়ে মারপিটের অভিযোগে গ্রেফতার এক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নদিয়া, ২৪ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ জয়নগর প্রতিবেশীর সাথে অশান্তি সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে মারপিটের অভিযোগ। ঘটনায় অভিযোগের ভিত্তিতে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল জয়নগর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার জয়নগর থানার উওর দুর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উওর দুর্গাপুর এলাকায় প্রতিবেশীর সাথে জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে প্রথমে বচসা শুরু হয়। পরে তা হাতাহাতি ও মারপিটের ঘটনায় গড়ায় বলে অভিযোগ। ঘটনার জয়নগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। এরপর ওদিন রাতেই একজন কে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের নাম হাফিজুল শেখ (২৪)। শনিবার ধৃতকে জয়নগর থানার পক্ষ থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। ঘটনার তদন্ত চলছে।

ট্রেনযাত্রার আগে ব্যাগে তল্লাশি, হাওড়া স্টেশনে মিলল ২৩ লক্ষ টাকার রুপোর সামগ্রী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৪ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ গন্তব্যে পৌঁছনোর আগেই হাওড়া স্টেশনে আরপিএফের তল্লাশিতে হাতেনাতে ধরা পড়লেন এক যাত্রী। তাঁর ব্যাগ থেকে উদ্ধার হল প্রায় সাড়ে ১০ কেজি রুপোর সামগ্রী, যার বাজার মূল্য ২৩ লক্ষ ২৩ হাজার ৫০০ টাকা। শুক্রবার হাওড়া স্টেশনের পুরনো ডিআরএম অফিসের সামনে ঘটনাটি ঘটে। আরপিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিবেক কুমার সাউ (২৮) নামে ওই যুবকের গতিবিধি দেখে সন্দেহ হয় কর্তব্যরত জওয়ানদের। এরপর তাঁর ব্যাগে তল্লাশি চালাতেই বেরিয়ে আসে রুপোর থালা, বাটি, মগ, প্রদীপ, ঘর সাজানোর সামগ্রী এবং প্রচুর কয়েন। রাঁচির বাসিন্দা ওই যুবকের হাওড়া-রাঁচি ক্রিয়া যোগা এক্সপ্রেসে চেপে ঝাড়খণ্ডে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু উদ্ধার হওয়া রুপোর সামগ্রীর স্বপক্ষে কোনও বৈধ নথি দেখাতে পারেননি তিনি। ফলে সমস্ত সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করে তাঁকে আটক করে আরপিএফ। পরে উদ্ধার হওয়া রুপো-সহ ওই যুবককে আয়কর বিভাগের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এত বিপুল পরিমাণ রুপো কোথা থেকে এল, তার মালিকানা কী এবং কী উদ্দেশ্যে তা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা খতিয়ে দেখছেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা।

রাজনীতি নয়, সৌজন্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন কুনাল ঘোষ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৪ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ কুনাল ঘোষ আগেও রাজনীতির উর্ধে উঠে সৌজন্য দেখিয়েছেন। এবারও তাই। বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় জানজটে আটকে গেলে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন কুনাল ঘোষ। বিসর্জনের যানজটের মাঝে বিজেপি সাংসদকে সাহায্যে এগিয়ে গেলেন কালীঘাটপন্থী তৃণমূল বিধায়ক। শুক্রবার বিজেপি সাংসদ তথা প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় যাচ্ছিলেন কলকাতার রামমোহন রায় রোড দিয়ে। যানজটে আটকে পড়ে তাঁর গাড়ি। এখানেই বাড়ি বিধায়ক কুণাল ঘোষের। তিনি অভিজিৎঙ্খ বাবুকে দেখামাত্র সাহায্য করতে এগিয়ে যান। ভিড় কিছুটা ফাঁকা করে সাংসদের গাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার জায়গা করে দেন। একে অপরকে দেখে হাতজোড় করে বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময়ও করেন। এই ছবি উৎসবের মরশুমে রাজনৈতিক সৌজন্য এক বড় উদাহরণ হয়ে রইল। শুক্রবার রাতের দিকে শিয়ালদহ লাগোয়া রাজা রামমোহন রায় রোডে চলছিল বিসর্জনের শোভাযাত্রা। স্বভাবতই বেশ ভিড় হয়েছিল। এসময় সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন তমলুকের বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। যানজটে আটকে পড়ে তাঁর গাড়ি। তা দেখতে পেয়েই এগিয়ে যান বিধায়ক কুণাল ঘোষ। অভিজিৎবাবুর গাড়ি বেরনোর ব্যবস্থা করেন। প্রতিমা নিয়ে যে শোভাযাত্রা চলছিল, সেই সদস্যদের অনুরোধ করেন, যাতে প্রতিমার গাড়িটি ঘুরিয়ে দেওয়া যায়। বিধায়কের কথা শুনে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীরা রাস্তা ফাঁকা করে দেন। সেখান দিয়ে বেরিয়ে যায় সাংসদের গাড়ি। এসময়ে কুণাল ঘোষ ও অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় নিজেদের মধ্যে বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। দু'জনকেই হাসিমুখে একে অপরের সঙ্গে সামান্য বাক্যালাপ করতে। বছর দুয়েক আগেও এই দু'জনের সম্পর্ক ছিল তিক্ত। তখন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি ছিলেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তৎকালীন তৃণমূল সরকারের একের পর এক বেআইনি নিয়োগ নিয়ে কড়া রায় দিয়েছিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। বিশেষত শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যেভাবে তিনি 'বঞ্চিত' চাকরিপ্রার্থীদের পাশে দাঁড়িয়ে রাজ্যকে ভর্ৎসনা করেছিলেন, তাতে 'মানুষের ভগবান' তকমাও পান তৎকালীন জাস্টিস গাঙ্গুলি। আর সেসময়ের শাসকদলের অন্যতম সৈনিক হিসেবে তাঁর সমস্ত রায়কে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে বিদ্ধ করেছিলেন কুণাল ঘোষ। সরাসরি না হলেও পরোক্ষে উভয়ের মধ্যে বিরোধিতা ছিল প্রকট।

হাতি ঠেকাতে ধাদকিডাঙা ঘিরে পরিখার আশ্বাস বিধায়কের

দুরন্তবার্তা, স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ১৫ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ হাতির হানা ঠেকাতে ঝাড়গ্রাম গ্রামীণের ধাদকিডাঙা গ্রাম ঘিরে পরিখা খননের পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি, ঝাড়গ্রাম জেলায় হাতির চলাচলের করিডর চিহ্নিত করে বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরির উদ্যোগ করা হবে। হাতির হানায় বৃদ্ধের মৃত্যুর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে শনিবার তাঁর পরিবারের হাতে পাঁচ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দিয়ে এই আশ্বাস দিলেন ঝাড়গ্রামের বিধায়ক লদীকান্ত সাউ। পরিবারের এক সদস্যকে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি। শুক্রবার সকালে ঝাড়গ্রাম গ্রামীণের ধাদকিডাঙা গ্রামে হাতির হানায় মৃত্যু হয় লোধা সম্প্রদায়ভুক্ত শবর বৃদ্ধ শ্যামাপদ নায়েকের (৭৮)। ওই দিনই কালাঝরিয়া গ্রামে বিশেষ দুর্বল জনজাতি গোষ্ঠীর পরিবারগুলির পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রকল্পের সূচনা করতে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার ধাদকিডাঙায় মৃতের বাড়িতে যান বিধায়ক। সঙ্গে ছিলেন ঝাড়গ্রাম বন বিভাগের ডিএফও উমর ইমাম, ঝাড়গ্রাম থানার আইসি উদয়শঙ্কর ঘোষ-সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা। বিধায়ক লদীকান্ত বলেন, 'শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী কালাঝরিয়া গ্রামে এসেছিলেন। বিষয়টি জেনেই উনি গ্রামে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরিবারের সদস্যদের হাতে এ দিন পাঁচ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়েছে। পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়া হবে। পাশাপাশি গ্রাম সুরক্ষায় হাতি করিডর গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে। গ্রাম ঘিরে হাতিনালা তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।' ঝাড়গ্রাম জেলায় সারা বছরই হাতির হানার সমস্যা রয়েছে। অতীতে বিভিন্ন এলাকায় পাওয়ার ফেন্সিং, পরিখা খনন এবং জামবনির গিধনি বনাঞ্চলে মাইক্রো হ্যাবিটেট তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হলেও হাতির হানা পুরোপুরি ঠেকানো যায়নি। গুপ্তমনির কাছে জাতীয় সড়কে হাতি চলাচলের জন্য আন্ডারপাস তৈরির কাজও চলছে। তবে হাতির দল কোন পথে লোকালয়ে ঢুকছে, তা চিহ্নিত করা জরুরি বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। বিধায়ক জানান, করিডর চিহ্নিত করে ডিপিআর তৈরির কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। মৃতের স্ত্রী মালতী নায়েক বলেন, 'বিধায়ক এসে চেক তুলে দিয়েছেন। পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। আগে সরকারের আমলে কেউ এসে খোঁজ নিত না। এখন বিধায়ক নিজে আমাদের কাছে এসেছেন।'

মুখ্যমন্ত্রীকে গীতা উপহার ৯০ বছরের বৃদ্ধের, আবেগে চোখে জল

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকদ্বীপ, ১৫ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ হাতে পবিত্র গীতা, পরনে গেরুয়া বসন। বয়স ৯০ বছর। দীর্ঘক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে একবার সামনে থেকে দেখার জন্য। শুধু দেখাই নয়, তাঁর হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন গীতা। অবশেষে পূরণ হল সেই ইচ্ছা। বৃদ্ধকে দেখে গাড়ি থামালেন মুখ্যমন্ত্রী। নিরাপত্তারক্ষীদের মাধ্যমে তাঁকে কাছে ডেকে নিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর হাতে গীতা তুলে দেওয়ার মুহূর্তে আবেগে চোখের জল ধরে রাখতে পারলেন না বৃদ্ধ। শনিবার কাকদ্বীপে এই দৃশ্য ঘিরে তৈরি হয় আবেগঘন মুহূর্ত। প্রশাসনিক বৈঠক ও সভায় যোগ দিতে শনিবার কাকদ্বীপে যাচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁকে একবার সামনে থেকে দেখার আশায় দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন ৯০ বছর বয়সি জ্ঞানেন্দ্র সরকার। আট নম্বর এলাকা থেকে আসা ওই বৃদ্ধের হাতে ছিল একটি ব্যাগ। তার মধ্যেই রাখা ছিল পবিত্র গীতা। মুখ্যমন্ত্রীর হাতে সেই গীতা তুলে দেওয়াই ছিল তাঁর একমাত্র ইচ্ছা। এদিন কাকদ্বীপের রবীন্দ্র ভবনে প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দিতে যাওয়ার পথে বৃদ্ধকে দেখতে পান মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামিয়ে তাঁকে কাছে ডাকার ব্যবস্থা করেন তিনি। নিরাপত্তারক্ষীদের মাধ্যমে বৃদ্ধকে সামনে নিয়ে আসা হয়। এরপর মুখ্যমন্ত্রীর হাতে নিজের আনা গীতা তুলে দেন জ্ঞানেন্দ্র সরকার। বৃদ্ধের কাছ থেকে উপহার গ্রহণ করে গীতাটি কপালে ঠেকান মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি বৃদ্ধকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, 'ভালো থাকুন। আশীর্বাদ করুন।' মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সামনাসামনি দেখা হওয়া এবং তাঁর হাতে গীতা তুলে দিতে পারার আনন্দে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন বৃদ্ধ। চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি তিনি।

বিশ্বব্যাপী ইসকনের সমস্ত মন্দিরে পালিত হবে দীপদান অনুষ্ঠান

দুরন্তবার্তা, পুলক চক্রবর্তী, মায়াপুর, ২৪ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ প্রতি বছরের ন্যায় এবছর ইসকনের প্রধান কেন্দ্র শ্রী মায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির এবং বিশ্বব্যাপী সমস্ত শাখা কেন্দ্রে শ্রীশ্রী লক্ষী পূর্ণিমার দিন ২৫শে অক্টোবর সোমবার থেকে শুরু হবে দীপদান অনুষ্ঠান। রসিক গৌরাঙ্গ দাস, জনসংযোগ আধিকারিক ইসকন, শ্রী মায়াপুর, বলেন চলবে রাস পূর্ণিমা ২৪শে নভেম্বর মঙ্গলবার পর্যন্ত। এই একমাস ব্যাপী অনুষ্ঠানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই দীপদান করতে পারবেন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। প্রতিদিন রাত সাতটা থেকে আট টা পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান চলবে। একই সাথে চলবে দামোদরাস্টকম্ স্তোত্র পাঠ। দেশ বিদেশের হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মানুষ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকেন। পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য পৃথক লাইনের ব্যবস্থা করা হয়। কঠোর করা হয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা। ভগবানের প্রীতি লাভাথে দীপদান করা হয়। দীপদান আলোর উৎসব, আনন্দের উৎসব, অন্ধকার দূরীভূত করার উৎসব, মহামিলনের উৎসব। অন্ধকার বিদূরিত আমাদের মনোমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হোক আলোর দীপ।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের কিছু ডাক্তারকে আরও দায়িত্ববান হবার পরামর্শ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৪ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ মন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই অগ্নিমিত্রা পলের মতো রাস্তায় নেমে কাজ করছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। ঘুরে বেড়াচ্ছেন হসপিটালে হসপিটালে। তার মধ্যেও পুজোর আবহে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে বেশ কিছু অভিযোগ সামনে এসেছে। পুরুলিয়ার দেবেন মাহাতো হাসপাতালের বেহাল অবস্থা নিয়ে অভিযোগ সামনে আসার পর দেখা গিয়েছে, সেখানকার কয়েকজন পদাধিকারী স্বাস্থ্য দফতরের অনুমোদন ছাড়াই ছুটি নিয়ে নিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে এবার পুজোর ছুটি নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। পুজোর সময় ডাক্তার পাওয়া যায় না, এই অভিযোগ বিভিন্ন জায়গায় শোনা যায়। আদতে সরকারি হাসপাতালে সরকারি ছুটি না থাকলেও চিকিৎসক ও হাসপাতালের কর্মীদের একটা রোস্টার তৈরি করা হয়, সেই অনুযায়ী কাজ করেন তাঁরা। মোটামুটিভাবে সেই রস্টার চলে ষষ্ঠী থেকে লক্ষীপুজো পর্যন্ত। ওই কয়েকদিন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ছুটি নেন। সেই ব্যবস্থা যে আর চলবে না, শুক্রবার তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। রাজ্যের সব হাসপাতালের সুপারদের সঙ্গে বৈঠকের পর শারদ্বত জানিয়েছেন, পরের বছর থেকে পুজোর মাত্র ৪ দিন নিয়েই রোস্টার তৈরি করতে হবে। অর্থাৎ ওই কদিনের মধ্যেই ছুটি নিতে পারবেন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। সাংবাদিক বৈঠকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ষষ্ঠী থেকে লক্ষী পূজা পর্যন্ত ছুটি নেওয়া বন্ধ হোক। আগামী বছর থেকে শুধু পুজোর চারদিন ছুটি দেওয়া হবে। তিনি বলেন, '১৯৪৭-এর পর থেকে, ষষ্ঠী থেকে লক্ষী পূজা পর্যন্ত একটা ছুটি ছুটি ভাব এবার বন্ধ হল।' তাঁর কথায়, 'প্রত্যেক চিকিৎসকই নিজেদের দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন। দায়বদ্ধতা না বুঝলে, তিনি ডাক্তার নন।'

যুব শিক্ষণ দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

দুরন্তবার্তা, অভিজিৎ হাজরা , উলুবেড়িয়া, ২৪ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশের উদ্যোগে উলুবেড়িয়া মহিলা থানার সহযোগিতায় বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে যুব শিক্ষণ দিবস পালিত হল উলুবেড়িয়া ১ ব্লকের বাড়মংরাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। প্রতি বছরই হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশের উদ্যোগে ২১শে অক্টোবর পুলিশ স্মরণ দিবস ও ৩১শে অক্টোবর রাষ্ট্রীয় একতা দিবসের মধ্যবর্তী সময়ে আগামী প্রজন্মের ছাত্র ছাত্রী যুবক যুবতীদের নিয়ে সমাজ, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত ভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়। এই বছরও হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশের উদ্যোগে উলুবেড়িয়া মহিলা থানার সহযোগিতায় বাড়মংরাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যুব শিক্ষণ দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে অংকন, পোস্টার তৈরি, প্রবন্ধ রচনা, কুইজ, বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আজকের অনুষ্ঠানের সূচনা লগ্নে অনুষ্ঠানসূচি প্লাস্টিকের ফ্লেক্স-এর পরিবর্তে কাগজের আর্ট পেপার ব্যবহার করে বিকল্প হিসেবে পরিবেশ বান্ধব জিনিস ব্যবহারের বার্তা দেওয়া হয়। আজকের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন - উলুবেড়িয়া মহিলা থানার আই সি শাওন বাগচী ও সহ আধিকারিক বৃন্দ এবং বাড়মংরাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজদূত সামন্ত। আই সি শাওন বাগচী বলেন - প্রতি বছরই হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশের উদ্যোগে এই সময়ের নির্দিষ্ট দিনগুলিতে শারদোৎসব এর পর আগামী প্রজন্মের ছাত্র ছাত্রী যুবক যুবতীদের পরিবার, সমাজ, তথা রাষ্ট্রের হিতে দায়িত্বশীল নাগরিক গড়ে তোলার জন্য সুস্থ সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট করতে, পরিবেশ ও সমাজ সচেতনতার লক্ষে আমাদের এই প্রয়াস।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বায়োপিক নিয়ে চমক, ধাপে ধাপে প্রকাশ পাবে ছবির নানা দিক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৪ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ ভারতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন, রাজনৈতিক দর্শন ও ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারকে কেন্দ্র করে নির্মিত বায়োপিক 'SHYAMA'-কে ঘিরে সামনে এল নতুন আপডেট। গত ৬ জুলাই ২০২৬, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে, এই চলচ্চিত্রের প্রথম গ্র্যান্ড অ্যানাউন্সমেন্ট করেন অভিনেতা, লেখক ও পরিচালক Suchandra X Vaaniya। এবার প্রকল্পটি পৌঁছেছে 'FILMING NOW' পর্যায়ে। পাশাপাশি, ছবিটির ইংরেজি সাবটাইটেল রচনার দায়িত্ব পালন করছেন ড. স্বপন কুমার নাথ। ইতিহাসনির্ভর এই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও ঐতিহাসিক ভূমিকার বিভিন্ন দিককে চলচ্চিত্রের ভাষায় নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার উদ্যোগ নিয়েছেন নির্মাতারা। ছবিটির নির্মাণের অগ্রগতি, কাহিনি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ধাপে ধাপে প্রকাশ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

বড় পর্দায় বাংলা ছায়াছবি 'কাজল'

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৪ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ ওম স্বস্তি ফিল্মস প্রযোজিত ও শ্রী দাস পরিচালিত বাংলা ছায়াছবি 'কাজল' মুক্তি পেতে চলেছে বড় পর্দায়। বারো বছর আগে বাবা-মাকে না জানিয়ে প্রেমিকের হাত ধরে ঘর ছেড়েছিল সতেরো বছরের কিশোরী কাজল। বারো বছর পর মৃত্যুশয্যায় শুয়ে মেয়েকে শেষবারের মতো দেখতে চান তার মা। কাজলকে খুঁজে বের করে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব পড়ে গ্রামের পরোপকারী যুবক বিশুর ওপর, কিন্তু বিশু কি খুঁজে পেয়েছিল কাজলকে? সে কি পেরেছিল মায়ের কাছে ফিরিয়ে আনতে? এই আবেগঘন কাহিনিকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছে বাংলা ছবি 'কাজল'। ছবির কাহিনি, চিত্রনাট্য ও সংলাপ রিক রিকমন্ত্র। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় কৃষ্ণা ভিলানি। সহকারি পরিচালনায় প্রলয় সেনগুপ্ত। সঙ্গীত পরিচালনায় ও কণ্ঠে মিতাস ভট্টাচার্য , শম্পা ব্যানার্জি , সুস্মিতা সেনগুপ্ত এবং মেকআপ সুমিত সুপু। ছবিতে অভিনয় করেছেন অভীক ভট্টাচার্য, শান্তনা বসু, প্রার্থনা, রিতম, রাজীব দাস, মুরসাদ মন্ডল, নির্মাল্য বিশ্বাস, সান্তনা চালক, দুলাল সুর, মানস ঘোষ, শিশু শিল্পী আরুশ সরকার, সৌমদীপ্তা দে এবং স্বাগতা সুর। পারিবারিক সম্পর্ক, ভালোবাসা, বিচ্ছেদ ও আবেগের গল্প নিয়ে বড় পর্দায় আসতে চলেছে শ্রী দাস পরিচালিত, ওম স্বস্তি ফিল্মসের এই নতুন বাংলা ছবি 'কাজল'।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩২০ সংখ্যা, রবিবার , ৭ কার্ত্তিক, ১৪৩৩

বিধুমুখী

বিধুমুখী - উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর মেয়ের পরে একটি ছেলে হল। কন্যার পোশাকি নাম আগেই ঠিক করা ছিল। হয়ত বাড়িতে খুকি,বুড়ি এসব নামে তাঁকে ডাকাও হত! কিন্তু ছেলের নাম কি হবে! সমস্যার সমাধান করলেন রবীন্দ্রনাথ। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ছেলে হওয়ার বছরে রবীন্দ্রনাথের কিশোর উপন্যাস 'রাজর্ষি' প্রকাশিত হয়েছে। দুই চরিত্র হাসি আর তাতা। সত্যি সত্যি সুখলতা হাসি হয়ে গেলেন আর তাঁর থেকে ঠিক এক বছরের ছোট ভাই সুকুমার রায় তাতা নামে সুপরিচিত। বিধুমুখীকে বিয়ে করে সংসার পাততে উপেন্দ্রকিশোর এসেছিলেন ১৩ নম্বর কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের দোতলায়। শ্বশুর - জামাই এক বাড়ির ভাড়াটে নারীহিতৈষী,সমাজসেবক দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির প্রথম পক্ষের স্ত্রীর কন্যা বিধুমুখী। ওই বাড়িতেই রায়চৌধুরী পরিবারের মুখে হাসি ফুটল। জন্ম নিয়েছিলেন হাসি অর্থাৎ সুখলতা,পুণ্যলতা,শান্তিলতা। ভারী মিষ্টি সব নাম। তাদের লেখনীও আরও মিষ্টি। পুণ্যলতার 'ছেলেবেলার দিনগুলি' অনবদ্য। শান্তিলতা চমৎকার কবিতা লিখতেন অনেকের অজানা। উপেন্দ্রকিশোর মেয়েদের যত্ন করে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের ব্যক্তিত্ব,শিক্ষা থেকে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কন্যাদের মধ্যে প্রচুর প্রভাব ফেলে। ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে সুখলতা ভর্তি হয়েছিলেন বেথুন কলেজে। সেখানকার পড়াশোনা শেষ করে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। তারপর সুখলতার বিয়ে হয় উড়িষ্যার ভক্ত কবি মধুসূদন রাওয়ের প্রথম সন্তান ডাঃ জয়ন্ত রাওয়ের সাথে। তিনি প্রখ্যাত সিভিল সার্জেন হিসেবে পরিচিত ছিলেন। উড়িষ্যায় বিয়ে হল বটে তবে সুখলতার মন কলকাতায় পড়ে থাকে। বাবার কাছে সুখলতা সাহিত্য ও চিত্রের পাঠ নিয়েছিলেন। অন্য বোনেরা লেখে তবে সুখলতা লেখার সঙ্গে আবার ছবিও আঁকেন। প্রসিদ্ধ চিত্রকর শশিকুমার হেস ফ্রান্স থেকে ফিরে সুখলতাদের পাশের বাড়িতে থাকতেন। তিনি সুখলতার আঁকার প্রশংসা করেছিলেন। ওয়াটার কালার ছবি আঁকায় সুখলতার বিশেষ আগ্রহ ছিল। রবীন্দ্রনাথ সুখলতাকে খুব পছন্দ করতেন। মনসা মঙ্গলের সুখ্যাত বেহুলা -লখীন্দর উপাখ্যান নিয়ে ইংরেজিতে ১২ টি গল্প ও ১২ টি রঙিন ছবি নিয়ে সুখলতা ' BEHULA ' নাম দিয়ে ঢাউস আকারের একটা বই লেখেন। প্রায় চল্লিশ পাতার বইয়ে রবীন্দ্রনাথ চমৎকার ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। সুখলতা রাও রবীন্দ্রনাথের ' রাজা ও রানী' নাটক এবং 'জাপান যাত্রী' ভ্রমণ পত্রাবলীর অনুবাদ করেছেন ' Devouring Loveó ç ò A visit to Japan ' নামে। সম্ভবত সুখলতা প্রথম বাঙালী যিনি নিজের বইয়ের ছবি নিজেই এঁকে দিতেন। কিন্তু ছবি আঁকার জগৎ থেকে তিনি বিদায় নেন অল্পবয়সেই। বেঁচে ছিলেন সুদীর্ঘ তিরাশি বছর; ৯ জুলাই ১৯৬৯-তে উনি মারা যান। প্রবাসী পত্রিকাতে হয়ত তিনিই প্রথম মহিলা যাঁর আঁকা ছবি ছাপা হয়। বাংলায় প্রথম শিল্পী এবং একই সঙ্গে লেখিকা হওয়ার কৃতিত্ব তাঁরই প্রাপ্য; অর্থাৎ সচিত্র গল্প লিখে ওঁর আগে কেউ ছাপাননি। ১৯০৬ সালে কলকাতায় এক শিল্প প্রদর্শনীতে তাঁর একটি 'সূর্যাস্তের দৃশ্য' রৌপ্যপদক লাভ করে।

নীললোহিত

কবি, কথাসাহিত্যিক এবং সম্পাদক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (জন্মঃ- ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪ - মৃত্যুঃ- ২৩ অক্টোবর, ২০১২)। 'এখন অসুখ নেই, এখন অসুখ থেকে সেরে উঠে পরবর্তী অসুখের জন্য বসে থাকা। এখন মাথার কাছে জানলা নেই, বুক জোড়া দুই জানলা, শুধু শুকনো চোখ দেয়ালে বিশ্রাম করে, কপালে জলপট্টির মতো ঠাণ্ডা হাত দূরে সরে গেছে, আজ এই বিষম সকালবেলা আমার উত্থান নেই, আমি শুয়ে থাকি, সাড়ে দশটা বেজে যায়।' (নীরা ও জীরো আওয়ার)। তিনি নীললোহিত, সনাতন পাঠক ও নীল উপাধ্যায় ইত্যাদি ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন। ১৯৫৩ সাল থেকে তিনি কৃত্তিবাস নামে একটি কবিতা পত্রিকা সম্পাদনা শুরু করেন। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ একা এবং কয়েকজন এবং ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম উপন্যাস আত্মপ্রকাশ প্রকাশিত হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বই হল আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি, যুগলবন্দী (শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে), হঠাৎ নীরার জন্য, রাত্রির রঁদেভূ, শ্যামবাজারের মোড়ের আড্ডা, অর্ধেক জীবন, অরণ্যের দিনরাত্রি, অর্জুন, প্রথম আলো, সেই সময়, পূর্ব পশ্চিম, ভানু ও রাণু, মনের মানুষ ইত্যাদি। শিশুসাহিত্যে তিনি কাকাবাবু-সন্তু নামে জনপ্রিয় গোয়েন্দা সিরিজের রচয়িতা। নীললোহিতের মাধ্যমে তিনি নিজের একটি পৃথক সত্বা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। নীললোহিতের সব কাহিনীতেই নীললোহিতই কেন্দ্রীয় চরিত্র। সে নিজেই কাহিনীটি বলে চলে আত্মকথার ভঙ্গিতে। সব কাহিনীতেই নীললোহিতের বয়স সাতাশ। সাতাশের বেশী তার বয়েস বাড়ে না। বিভিন্ন কাহিনীতে দেখা যায় নীললোহিত চিরবেকার। চাকরিতে ঢুকলেও সে বেশীদিন টেঁকে না। তার বাড়িতে মা এবং দাদা বৌদি রয়েছেন। নীললোহিতের বহু কাহিনীতেই দিকশূন্যপুর বলে একটি জায়গার কথা শোনা যায়। যেখানে বহু শিক্ষিত সফল মানুষ কিন্তু জীবন সম্পর্কে নিস্পৃহ একাকী জীবন যাপন করেন। তাঁর বেশ কিছু গল্প-উপন্যাসের কাহিনী চলচিত্রে রূপায়ণ করা হয়েছে। এর মধ্যে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত অরণ্যের দিনরাত্রি এবং প্রতিদ্বন্দ্বী উল্লেখযোগ্য। এছাড়া কাকাবাবু চরিত্রের তিনটি কাহিনী সবুজ দ্বীপের রাজা, কাকাবাবু হেরে গেলেন এবং মিশর রহস্য চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। হঠাৎ নীরার জন্য ওনার লিখিত আরেকটি ছবি। ২০০২ সালে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতা শহরের শেরিফ নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৭২ ও ১৯৮৯ খ্রিস্টোব্দে আনন্দ পুরস্কার এবং ১৯৮৫ খ্রিস্টোব্দে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারে ভূষিত হন তিনি।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

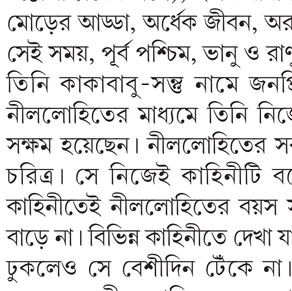

সৎ সঙ্ঘ মানেই হল সত্যের প্রকাশ। যারা সত্যে বিশ্বাসী এবং ভক্তিবাদে বিশ্বাসী তাদের জন্যই তৈরি করা হয়েছে সৎ সঙ্ঘ। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা যায় না। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়।

বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, নিজের শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। নিজেকে মানসিক শক্তি দিয়ে অপরকে পরাজিত করতে হবে। পরাস্ত করতে হবে অপশক্তিকে। শারীরিক এবং মানসিক শক্তির উত্থান করতে হবে। যে শক্তি হতে উৎপত্তি সেই শক্তিকে নিজের চলার পাথেয় করতে হবে। জাগতিক শক্তির উত্থান করতে হবে। দানের ওপরে বেশি করে জোর দিতে হবে। দান করা পূণ্য কাজ। যিনি দান করেন তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে গ্রহণ করতে পারেন। মা কালী দর্শন তিনি লাভ করতে সক্ষম হন। তিনি আরও বলতেন, বিশ্বমাতাকে পুজো করতে হবে। বিশ্বমাতার আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাকে ভালো বাসতে হবে। মায়ের আর্শিবাদ লাভ করতে হবে। যিনি মায়ের আর্শিবাদ লাভ করে তিনি জগতে আর কাউকে ভয় পান না। তিনি সবার কাছে প্রিয় হন। মা আছেন বলেই সবাই মাতৃভাবে ভাবিত। ভগবানকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তিনি তবেই ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। ঈশ্বর আছেন বলেই মানুষ শারীরিক এবং মানসিক শক্তি লাভ করে।

আধুনিক কবি জীবনানন্দ দাশ

রবীন্দ্রকুমার শীল

কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক এবং প্রাবন্ধিক জীবনানন্দ দাশ (জন্মঃ- ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৯ - মৃত্যুঃ- ২২ অক্টোবর, ১৯৫৪)। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯২৫ এর জুনে মৃত্যুবরণ করলে জীবনানন্দ তাঁর স্মরণে 'দেশবন্ধুর প্রয়াণে' নামক একটি কবিতা রচনা করেন, যা বঙ্গবাণী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবিতাটি পরবর্তীতে তার প্রথম কাব্য সংকলন ঝরা পালকে স্থান করে নেয়। কবিতাটি পড়ে কবি কালিদাস রায় মন্তব্য করেছিলেন, এ কবিতাটি নিশ্চয়ই কোন প্রতিষ্ঠিত কবির ছদ্মনামে রচনা। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দেই তার প্রথম প্রবন্ধ 'স্বর্গীয় কালীমোহন দাশের শ্রাদ্ধবাসরে' প্রবন্ধটি ব্রাহ্মবাদী পত্রিকার পরপর তিনটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ঐ বছরেই কল্লোল পত্রিকায় 'নীলিমা' কবিতাটি প্রকাশিত হলে তা অনেক তরুণ কাব্যরসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ধীরে ধীরে কলকাতা, ঢাকা এবং অন্যান্য জায়গার বিভিন্ন সাহিত্যপত্রিকায় তার লেখা ছাপা হতে থাকে; যার মধ্যে ছিল সে সময়কার সুবিখ্যাত পত্রিকা কল্লোল, কালি ও কলম, প্রগতি প্রভৃতি। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ ঝরা পালক প্রকাশিত হয়। সে সময় থেকেই তিনি তার পারিবারিক উপাধি 'দাশগুপ্তের' বদলে কেবল 'দাশ' লিখতে শুরু করেন।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের কয়েক মাসের মাথাতেই তিনি সিটি কলেজে তার চাকরিটি হারান। ধর্মীয় উৎসবকে কেন্দ্র করে কলেজটিতে ছাত্র অসন্তোষ দেখা দেয়, ফলাফল স্বরূপ কলেজটির ছাত্র ভর্তির হার আশঙ্কাজনকহারে কমে যায়। জীবনানন্দ ছিলেন কলেজটির শিক্ষকদের মধ্যে কনিষ্ঠতম এবং আর্থিক সমস্যাগ্রস্ত কলেজ প্রথমেই তাকেই চাকরিচ্যুত করে। এই চাকুবিচ্যুতি দীর্ঘকাল জীবনানন্দের মনোবেদনার কারণ ছিল। কলকাতার সাহিত্যচক্রেও সে সময় তার কবিতা কঠিন সমালোচনার মুখোমুখি হয়। সে সময়কার প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক কবি-সাহিত্যিক সজনীকান্ত দাস শনিবারের চিঠি পত্রিকায় তার রচনার নির্দয় সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। কলকাতায় করবার মতোন কোন কাজ ছিল না। কবি ছোট্ট শহর বাগেরহাটের প্রফুল্ল চন্দ্র কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তবে তিন মাস পরেই তিনি কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। এ সময় তিনি চরম আর্থিক দুর্দশায় পড়েছিলেন। জীবনধারণের জন্যে তিনি টিউশানি করতেন এবং লেখালিখি থেকে সামান্য কিছু রোজগার হতো। সাথে সাথে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকরির সন্ধান করছিলেন। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে তিনি দিল্লির রামযশ কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দান করেন। বরিশালে তার পরিবার তার বিয়ের আয়োজন করছিল এবং ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ৯ই মে তারিখে তিনি লাবণ্য দেবীর সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ে হয়েছিল ঢাকা শহরে, পুরোনো ঢাকার ব্রাহ্ম সমাজের রামমোহন লাইব্রেরিতে। বিয়ের পর আর দিল্লিতে ফিরে যাননি তিনি, ফলে সেখানকার চাকরিটি খোয়ান। এরপর প্রায় বছর পাঁচেক সময় জীবনানন্দ কর্মহীন অবস্থায় ছিলেন। মাঝে কিছু দিন একটি বীমা কোম্পানির এজেন্ট হিসাবে কাজ করেছেন; ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে অর্থ ধার করে ব্যবসায় করেছেন; কিন্তু কোনটাই স্থায়ী হয়নি। এসময় তাঁর পিতা জীবিত এবং জীবনান্দের স্ত্রী বরিশালেই ছিলেন বলে জীবনানন্দের বেকারত্ব পারিবারিক দুরবস্থার কারণ হয় নি।

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে কবির প্রথম সন্তান মঞ্জুশ্রীর জন্ম হয়। প্রায় সে সময়েই তার ক্যাম্পে কবিতাটি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত পরিচয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং সাথে সাথে তা কলকাতার সাহিত্যসমাজে ব্যাপক সমালোচনার শিকার হয়। কবিতাটির আপাত বিষয়বস্তু ছিল জোছনা রাতে হরিণ শিকার। অনেকেই এই কবিতাটি পাঠ করে তা অশ্লীল হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি তার বেকারত্ব, সংগ্রাম ও হতাশার এই সময়কালে বেশ কিছু ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনা করেছিলেন;- তবে তার জীবদ্দশায় সেগুলো প্রকাশিত করেন নি। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি একগুচ্ছ গীতিকবিতা রচনা করেন যা পরবর্তী কালে তাঁর রূপসী বাংলা কাব্যের প্রধান অংশ নির্মাণ করে। জীবনানন্দ এ কবিতাগুলো প্রকাশ করেননি এবং ১৯৫৪-তে তার মৃত্যুর পর কবিতাগুলো একত্র করে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে রূপসী বাংলা কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন বোন সুচরিতা দাশ এবং ময়ুখ পত্রিকা খ্যাত ভূমেন্দ্র গুহ।

সম্ভবতঃ মা কুসুমকুমারী দাশের প্রভাবেই ছেলেবেলায় পদ্য লিখতে শুরু করেন তিনি। ১৯১৯ সালে তাঁর লেখা একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। এটিই তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা। কবিতাটির নাম বর্ষা আবাহন। এটি ব্রহ্মবাদী পত্রিকার ১৩২৬ সনের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। তখন তিনি শ্রী জীবনানন্দ দাশগুপ্ত নামে লিখতেন। ১৯২৭ সাল থেকে তিনি জীবনানন্দ দাশ নামে লিখতে শুরু করেন। ১৬ জুন ১৯২৫ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এর লোকান্তর হলে তিনি 'দেশবন্ধুর প্রয়াণে' শিরোনামে একটি কবিতা লিখেছিলেন যা বংগবাণী পত্রিকার ১৩৩২ সনের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তবে দীনেশরঞ্জন দাস সম্পাদিত কল্লোল পত্রিকায় ১৩৩২ (১৯২৬ খ্রী) ফাল্গুন সংখ্যায় তাঁর নীলিমা শীর্ষক কবিতাটি প্রকাশিত হলে আধুনিক বাংলা কবিতার ভুবনে তার অন্নপ্রাশন হয়। জীবদ্দশায় তাঁর ৭টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশিত ঝরা পালক শীর্ষক কাব্যগ্রন্থে তাঁর প্রকৃত কবিত্বশক্তি ফুটে ওঠেনি, বরং এতে কবি কাজী নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রকট প্রভাব প্রত্যক্ষ হয়। তবে দ্রুত তিনি স্বকীয়তা অর্জন করেছিলেন। দীর্ঘ ব্যবধানে প্রকাশিত দ্বিতীয় কাব্য সংকলন ধূসর পাণ্ডুলিপি-তে তাঁর স্বকীয় কাব্য কৌশল পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যের ভুবনে তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। শেষের দিককার কবিতায় অর্থনির্মলতার অভাব ছিল। সাতটি তারার তিমির প্রকাশিত হওয়ার পর তার বিরুদ্ধে দুবোর্ধ্যতার অভিযোগ ওঠে। নিজ কবিতার অবমূল্যায়ন নিয়ে জীবনানন্দ খুব ভাবিত ছিলেন। তিনি নিজেই স্বীয় রচনার অর্থায়ন করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন যদিও শেষাবধি তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে কবি নিজেই নিজ রচনার কড়া সমালোচক ছিলেন। তাই সাড়ে আট শত কবিতার বেশী কবিতা লিখলেও তিনি জীবদ্দশায় মাত্র ২৬২টি কবিতা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও কাব্যসংকলনে প্রকাশ করতে দিয়েছিলেন। এমনকি রূপসী বাংলার সম্পূর্ণ প্রস্তুত পাণ্ডুলিপি তোরঙ্গে মজুদ থাকলেও তা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নি জীবনানন্দ দাশ। তবে তিনি এ কাব্যগ্রন্থটির নাম দিয়েছিলেন বাংলার ত্রস্ত নীলিমা যা তার মৃত্যুর পর আবিষ্কৃত এবং রূপসী বাংলা প্রচ্ছদনামে প্রকাশিত হয়। আরেকটি পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয় মৃত্যু পর বর্তীকালে যা বেলা অবেলা কালবেলা নামে প্রকাশিত হয়। জীবদ্দশায় তার একমাত্র পরিচয় ছিল কবি। অর্থের প্রয়োজনে তিনি কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন ও প্রকাশ করেছিলেন। তবে নিভৃতে গল্প এবং উপন্যাস লিখেছিলেন প্রচুর যার একটিও প্রকাশের ব্যবস্থা নেননি। এছাড়া ষাট-পয়ষটিট্টিরও বেশি খাতায় লিটেরেরী নোটস লিখেছিলেন যার অধিকাংশ এখনও (২০০৯) প্রকাশিত হয়নি।

নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলন ১৯৫২ খৃস্টাব্দে পরিবর্ধিত সিগনেট সংস্করণ বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থটি বাংলা ১৩৫৯-এর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ বিবেচনায় পুরস্কৃত করা হয়। কবির মৃত্যুর পর ১৯৫৫ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৫৪) সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করে। জীবদ্দশায় অসাধারণ কবি হিসেবে পরিচিতি থাকলেও তিনি খ্যাতি অর্জন করে উঠতে পারেননি। এর জন্য তার প্রচারবিমুখতাও দায়ী; তিনি ছিলেন বিবরবাসী মানুষ। তবে মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তিনি বাংলা ভাষায় আধুনিক কবিতার পথিকৃতদের একজন হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। জীবনানন্দ দাশের জীবন এবং কবিতার উপর প্রচুর গ্রন্থ লেখা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে, বাংলা ভাষায়। এর বাইরে ইংরেজিতে তার ওপর লিখেছেন ক্লিনটন বি সিলি, আ পোয়েট আর্পাট নামের একটি গ্রন্থে। ইংরেজি ছাড়াও ফরাসিসহ কয়েকটি ইউরোপীয় ভাষায় তাঁর কবিতা অনূদিত হয়েছে। তিনি যদিও কবি হিসেবেই সমধিক পরিচিত কিন্তু মৃত্যুর পর থেকে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ অবধি তাঁর যে বিপুল পাণ্ডুলিপিরাশি উদ্ঘাটিত হয়েছে তার মধ্যে উপন্যাসের সংখ্যা ১৪ এবং গল্পের সংখ্যা শতাধিক।

১৪ই অক্টোবর, ১৯৫৪ তারিখে কলকাতার বালিগঞ্জে এক ট্রাম দূর্ঘটনায় তিনি আহত হন। ২২শে অক্টোবর, ১৯৫৪ তারিখে রাত্রি ১১টা ৩৫ মিনিটে তাঁর মৃত্যু হলে কবি সাহিত্য নীরব হয়।

'উলঙ্গ রাজা'র কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর আত্মকথা হচ্ছে জীবনসত্য

দেবাশিস সমাজদার

অন্যতম কবি ও গল্পকার নীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী (জন্মঃ- ১৯ অক্টোবর, ১৯২৪ - মৃত্যুঃ- ২৫ ডিসেম্বর, ২০১৮)। সংবাদপত্রে প্রকাশিত সাক্ষাৎকার থেকে কিছু অংশ...''আমার শৈশবের পুরোটাই কেটেছে পূর্ববঙ্গে, ফরিদপুরের চান্দ্রা গ্রামে, ঠাকুরদা আর ঠাকুমার কাছে। ঠাকুরদা কর্মজীবন কাটি য়েছেন কলকাতায়। তিনি একটা কথা প্রায়ই বলতেন যে কলকাতা এমন একটি শহর, যেখানে রুজি-রোজগার, লেখাপড়া ইত্যাকার কারণে যেতে হয় কিন্তু ওখানে থাকতে নেই, থাকার জন্য শ্রেষ্ঠ হলো গ্রাম। বলতেন, আসলে কোনো বড় শহরেই থাকতে হয় না। কারণ, বড় শহরে মানুষের ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ হয় না। এই কারণে কর্মজীবন শেষে ৫০ বছর বয়সে কলকাতার পাট চুকিয়ে ঠাকুরদা দেশের বাড়ি চান্দ্রা গ্রামে থিতু হয়েছিলেন। তবে আমার বাবা কলকাতাতেই থাকতেন। তিনি কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন, সেখানকার একটি কলেজে ভাইস প্রিন্সিপালও ছিলেন। ফলে কলকাতায় আমাদের একটা বাসাবাড়ি রাখতেই হতো, কোনো উপায় ছিল না। আমার যখন দুই বছর বয়স, আমার মা তখন বাবার কাছে চলে এলেন, কলকাতায়। মা ভেবেছিলেন আমায় নিয়েই কলকাতা যাবেন। কিন্তু ঠাকুরদা-ঠাকুমা ছাড়লেন না আমাকে, তাঁদের সঙ্গে গ্রামেই রইলাম আমি। আমার ঠাকুরদার নাম লোকনাথ চক্রবর্তী। আমরা সবাই নাথ। তাই আমি মজা করে বলি, আমি নাথ বংশের শেষ কবি;রবীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ তার পরেই তো নীরেন্দ্রনাথ, তাই না?

তো, যা বলছিলাম, আমার ডাকনাম খোকা। মা মাঝেমধ্যেই আমাকে কলকাতায় পাঠানোর জন্য কান্নাকাটি করে ঠাকুমাকে চিঠি লিখতেন যে খোকাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলে ভালো হয়। তবে গ্রামে আমার ছিল মহা স্বাধীনতা;ইচ্ছেমতো দৌড় ঝাঁপ করছি, যখন তখন গাছে উঠছি; গ্রামে আপন মনে নিজের মতো করে বেড়ে উঠছি। তাই গ্রামের বাড়ি ছেড়ে আসার কোনো ইচ্ছে আমারও ছিল না। এসবই কবি হিসেবে আমাকে তৈরি করেছে। বলতে গেলে এখনো শৈশবকে ভাঙিয়েই লিখে যাচ্ছি আমি। যে কয়েক বছর গ্রামে ছিলাম দেখেছি কখন ধান ওঠে, কীভাবে সেই ধানে মলন দিতে হয়। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলি, পূর্ববঙ্গে কষ্ট করে বীজতলা তৈরি করতে হয় না, এটা আপনাতেই তৈরি হয়; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বীজতলা বানাতে হয়। সব মিলিয়ে জীবন-সায়াহ্নে পৌঁছে আজ বলতে চাই, এ জীবনে যা লিখছি, তার পেছনে শৈশবের অবদান অসামান্য। তবে ঠাকুরদার মৃত্যুর পর গ্রাম ছেড়ে আমি কলকাতায় চলে এলাম। খুব কষ্ট হয়েছিল সে সময়।

আমার বয়স তখন চার বছর। গ্রামে আমার বড় কাকিমা থাকতেন। একদিন সারা বেলা হুটোপুটি করে সন্ধ্যারাতে বাড়ি ফিরে তাঁকে বললাম;রাত হলো, ভাত দাও। আমার কথা শুনে কাকিমা বললেন, তুই তো দেখছি কবিদের মতোন কথা বলছিস! আসলে কবিদের মতোন কথা মানে কী? আমি সেদিন যে কথাটি বলেছিলাম, পরে মনে হয়েছে এর মধ্যে সেভাবে অন্ত্যমিল ছিল না। কেবল 'রাত' আর 'ভাত' বলে দুটি কথা;তার ভেতরে যে মিল, সেটা তো প্রথাগত কোনো অন্ত্যমিল নয়। কিন্তু তাতেই আমার কাকিমার মনে হয়েছিল, ছেলেটা কবিদের মতো কথা বলছে। এভাবেই শুরু। আবার ছোটবেলায় গ্রামে কবিয়ালরা আসত, কবিগানের আসর বসতো; রামায়ণ গান হতো, আর হতো গুনাই বিবির গান;এগুলো সব আমার মুখস্থ ছিল। তারপর গ্রামের ছেলেপুলেরা এসে গাইত, 'আইলামরে হরণে/ লক্ষ্মীদেবীর চরণে/ লক্ষ্মীদেবী দিলেন বর/ চাল কড়ি বার কর/ চাল কড়ি রামরে/ সোনা ডাঙা থামরে।';এই যে গ্রামীণ মানুষের মুখে মুখে শোনা গানের চরণ; মনে হয় এগুলোই আমার কবিজীবনের পটভূমিকা তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। আমার কল্পনাশক্তি কম। কবিতার কল্পনালতা বলে যে কথাটি আছে, ওতে আমার বিশ্বাস নেই। আমি চারপাশের মানুষ দেখি, তাদের জগৎ-সংসার ও জীবন দেখি। এভাবেই আমার কাব্যভাষা তৈরি হয়েছে। সত্য কথা হলো, কবিতা লেখার জন্য আমার কিছু কল্পনা করতে হয় না, যা দেখি তা থেকেই লিখতে পারি। 'উলঙ্গ রাজা' কবিতাটি যখন লিখলাম, তারও বহু আগে আমি ঠাকুমার মুখে এর গল্পটি শুনেছিলাম। জেনেছিলাম যে কোনো এক রাজাকে এক শিশু বলছে, রাজা তুমি তো উলঙ্গ। পরে জেনেছি এটা হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসনের গল্প। আসলে বিভিন্ন দেশে এ গল্পের অনেক ভার্সন আছে। গল্পটি আমার ভেতরে অনেক দিন ছিল। একসময় চারপাশের নানা অনাচার দেখে আইডিয়াটা এল। লিখলাম 'উলঙ্গ রাজা';'রাজা, তোর কাপড় কোথায়?'

আমার মনে হয়, সব লেখাই সচেতন প্রয়াস। আমার হয় কী, হয়তো একটা ঘটনা দেখলাম, সেটি মাথার মধ্যে গেঁথে রইল। অনেক দিন বাদে হঠাৎ কোনো এক দুপুরে হয়তো মনে পড়ল ঘটনাটি। এরপর লিখতে বসলাম। আর লেখার সঙ্গে সঙ্গে যে ভাবনাগুলো আমার মাথায় জড়ো হয়ে ছিল, ওই ভাবনার হাত থেকেও মুক্তি পেলাম। যতক্ষণ না লিখছি ততক্ষণ মুক্তি নেই, বুঝেছ? আমার 'জঙ্গলে এক উন্মাদিনী' কবিতাটি লেখার পেছনেও একটা ঘটনা আছে। এটি লিখেছিলাম ঘটনা ঘটার ২৫ বছর বাদে। আমাদের পাড়ায় এক পাগলি থাকত। এই পাগলিকে কেউ ছাড়েনি। একদিন এক বাড়ির বারান্দায় একটা বাচ্চা প্রসব করে সে। তখন লোকেরা তাকে নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা করত। একপর্যায়ে ওই লোকদের লক্ষ করে ঢিল ছোড়ে সে; বলে যে বাবুরা, অত ঠাট্টা ইয়ার্কি কোরো না। তোমাদের এই কলকাতা নামের জঙ্গল বাঘ-সিংহীতে বোঝাই। এখানে একটা পাগলিরও নিষ্কৃতি নেই। এই ঘটনার ২৫ বছর পর একদিন বাজারে গেছি। মাছের দাম করছি। মাছের দাম তখন প্রচণ্ড। এর মধ্যে একজন বললেন, এত দাম হলে মানুষ খাবে কী, পাগল হয়ে যাবে। তাঁর কথা শুনে পাশের আরেকজন বললেন, পাগল হয়ে যেতে পারেন, তাতেও নিষ্কৃতি মিলবে না। খেয়ে তো বাঁচতে হবে। এই যে মাছের বাজারে লোকগুলো কথা বললেন, আমার কিন্তু মনে পড়ে গেল ২৫ বছর আগে শোনা পাগলির সেই কথাটি;কলকাতা নামের জঙ্গলে একটা পাগলিরও নিষ্কৃতি নেই। রাতে বাড়ি ফিরেই লিখলাম কবিতাটি। আসলে এই কবিতা কিন্তু পাগলিই আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিল। না লেখা পর্যন্ত সে আমার ঘাড় থেকে নামেনি।

'অমলকান্তি' কবিতার ঘটনাটিও বাস্তব। অমলকান্তি আমার বন্ধু, খুবই গরিব ঘরের ছেলে ছিল। বস্তিতে থাকত। আমি তখন ক্লাস নাইনে পড়ি। একদিন খেলা শেষে বন্ধুরা মিলে গড়ের মাঠে বসে কে কী হতে চাই;তা নিয়ে কথা বলছিলাম। কেউ বলল, ডাক্তার হবে। কেউ উকিল, কেউ বা মাস্টার। অমলকান্তিকে বললাম, তুই কী হবি? অমলকান্তি বলল, আমি রোদ্দুর হব। ওর কথাটি আমার মাথায় ছিল। পরে লিখলাম কবিতাটি। কবিতাটি আমার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ অন্ধকার বারান্দায় আছে। আচ্ছা, বলো তো অমলকান্তি কেন রোদ্দুর হতে চায়? কারণ, ঘিঞ্জি বস্তিবাড়িতে থাকার ফলে..”

ডাক্তার কাদম্বিনী ও চন্দ্রমুখী বসু

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

তখন ১৮৭৬ সাল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্স্ট আর্টস পাঠক্রমের প্রবেশিকা পরীক্ষার

ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটল এক অভূতপূর্ব ঘটনা; সব পুরুষ পরীক্ষার্থীকে টপকে প্রথম স্থান অধিকার করেছে এক কিশোরী মেয়ে! সে ছিল পরীক্ষায় অংশ নেওয়া একমাত্র মহিলা, এবং কনিষ্ঠতমও। জানেন কে তিনি?

দেরাদুন নেটিভ স্কুল থেকে পড়াশোনা শেষ করে এসে এই মেয়েটি যখন প্রবেশিকায় নজির বিহীন সাফল্য দেখাল, তখনও ভারতের সমাজ সেই ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দ্বিধাগ্রস্ত; মেয়েকে কি ফার্স্ট আর্টস কোর্সে ভর্তি করানো যায়? একের পর এক বৈঠক, বিতর্ক, প্রস্তাব, আপত্তি; দুই বছর কেটে গেল এই তর্কে। অবশেষে ১৮৭৮ সালে বেথুন স্কুলের আরও এক ছাত্রী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় একই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে, কর্তৃপক্ষ কার্যত বাধ্য হন। দু'জনকেই দেওয়া হয় উচ্চশিক্ষার অনুমতি। সেইসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করে; এখন থেকে মেয়েরাও বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সমান অধিকারী। এ ছিল নারীশিক্ষার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী মুহূর্ত। কাদম্বিনীর সঙ্গে সেই প্রথম হওয়া মেয়েটির নাম; চন্দ্রমুখী বসু। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে দেরাদুনে এক বাঙালি খ্রিস্টান পরিবারে জন্ম তাঁর। পিতা ভুবনমোহন বসু ছিলেন শিক্ষক, আর মামা সেকালের প্রসিদ্ধ নাট্যব্যক্তিত্ব রসরাজ অমৃতলাল বসু। পিতার চাকরির সূত্রে পরিবারটি স্থায়ী হয় দেরাদুনে। ১৮৭৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম হয়েও তাঁকে অপেক্ষা করতে হয় দীর্ঘ দুই বছর; কেবলমাত্র নারী হওয়ার অপরাধে। শেষমেশ অনুমতি মিলল বটে, কিন্তু শুরু হল নতুন লড়াই। বেথুন স্কুলে অস্থায়ী কলেজ খোলা হলেও তাঁকে ভর্তি নিতে অস্বীকার করা হল; কারণ, তিনি খ্রিস্টান!

তখন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন আলেকজান্ডার ডাফ। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশন (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ) বিশেষ অনুমতি দিল চন্দ্রমুখীকে এফ.এ পড়ার জন্য। ১৮৮০ সালে কাদম্বিনী ও চন্দ্রমুখী উভয়েই এফ.এ পাশ করলেন। এবার তাঁরা ভর্তি হলেন সদ্য প্রতিষ্ঠিত বেথুন কলেজে; নারীশিক্ষার এক নতুন সূর্যোদয় ঘটল সেই দিন। ১৮৮৩ সালে এই দুই কন্যা ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট হলেন; শুধু ভারত নয়, সমগ্র এশিয়ার প্রথম দুই নারী যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি অর্জন করলেন। এরপর চন্দ্রমুখীর যাত্রাপথ আরও উজ্জ্বল। ১৮৮৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ পাশ করে তিনি হলেন এশিয়ার প্রথম মহিলা স্নাতকোত্তর। দুই বছর পর, ১৮৮৬ সালে বেথুন কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। আর ১৮৮৮ সালে, যখন বেথুন কলেজ স্কুলের থেকে পৃথক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, তখন চন্দ্রমুখী বসু হন এশিয়ার প্রথম মহিলা অধ্যক্ষ। যে নারীকে একসময় ভর্তি নিতে অস্বীকার করা হয়েছিল, তিনিই একদিন সেই প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে দাঁড়ালেন; ইতিহাসের একেই বলে!

প্রায় তেরো বছর তিনি এই দায়িত্ব সামলেছেন নিষ্ঠা ও প্রজ্ঞায়। তাঁর দৃঢ় নেতৃত্বে বেথুন কলেজ হয়ে উঠেছিল নারীশিক্ষার পীঠস্থান। শারীরিক অসুস্থতার কারণে ১৯০১ সালে তিনি অবসর নেন এবং ফিরে যান দেরাদুনে। সেখানেই ১৯৪৪ সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বঙ্কিম ভবনে নতুন অধিকর্তা অধ্যাপিকা ড.মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রশান্ত দাশগুপ্ত ঃ গত ১৩ অক্টোবর-২০২৬ এ নৈহাটিতে অবস্থিত ঐতিহাসিক-বঙ্কিমভবন গবেষণা কেন্দ্রের (BBGK)

অধিকর্তা হিসাবে যোগদান করলেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়।

দায়িত্ব গ্রহণ করেই তিনি সহকর্মীদের সঙ্গে একটি সৌজন্য মুলক আলোচনা করেছেন। আধিকারিক, কর্মী ও গবেষকদের অসুবিধাগুলি নিয়ে তিনি খোলাখুলি আলোচনা করেন। প্রশাসনিক দিক থেকেও বঙ্কিমভবন গবেষণা কেন্দ্রকে আরও মজবুত করে তোলা, বন্দেমাতরম্ গান রচনার সুতিকাগৃহ হিসাবে এই ভবনকে সারা দেশে ও দেশের বাইরে জনপ্রিয় করে তোলা ড. বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাথমিক কাজ বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এই মহৎ দায়িত্ব তাকে দেওয়ার জন্য ড. বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চ-শিক্ষা মন্ত্রককে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

লক্ষ্মী সরা এঁকেই লক্ষ্মীলাভের স্বপ্ন! তাহেরপুরের পালপাড়ায় চাহিদা তুঙ্গে, শিল্পীর অভাবে জোগানে টান

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২৪ অক্টোবর ঃ নদীয়ার তাহেরপুরের পালপাড়ায় ব্যস্ততা বেড়েছে সরা

শিল্পীদের। মাটির সরায় রং-তুলির টানে দেবদেবীর ছবি ফুটিয়ে তুলে এখন দিন কাটছে তাঁদের। বংশপরম্পরায় কয়েক দশক ধরে এই কাজ করে আসছেন পালপাড়ার শিল্পীরা। বছরে প্রায় দু'লক্ষ সরা তৈরি করে কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সরবরাহ করা হয়। কিন্তু এ বছর চাহিদা ভালো থাকলেও পর্যাপ্ত কারিগরের অভাবে সেই চাহিদা অনুযায়ী জোগান দিতে পারছেন না তাঁরা। ফলে লক্ষ্মীপুজোর মরসুমে কাজের চাপ বাড়লেও উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। তাহেরপুরের পালপাড়ায় সরা তৈরির এই পেশার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দীর্ঘদিনের পারিবারিক ইতিহাস। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ থেকে বেশ কয়েকটি পরিবার এসে এখানে বসবাস শুরু করে। পরবর্তীকালে তাঁদের মধ্যে প্রায় ২৫ টি পরিবার সরা তৈরিকে জীবিকার মাধ্যম হিসেবে বেছে নেয়। সেই থেকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের উত্তরসূরিরা। মাটি দিয়ে সরা তৈরি, তার উপর দেবদেবীর ছবি আঁকা এবং সেই শিল্পকর্ম বিক্রি করেই চলে পরিবারগুলির সংসার। লক্ষ্মীপুজোর আগে সরার চাহিদা বাড়লেও এই শিল্পের কাজ সারা বছর ধরেই চলে। বৈশাখ মাস থেকেই শুরু হয় সরা বিক্রি। বছরের বিভিন্ন সময়ে চলে সরা তৈরি ও ছবি আঁকার কাজ। একা লক্ষ্মী, লক্ষ্মী-নারায়ণ, তিন লক্ষ্মী, পাঁচ পুতুল কিংবা দুর্গার ছবি-বিভিন্ন নকশায় সরা তৈরি করেন শিল্পীরা। ক্রেতাদের পছন্দ অনুযায়ী সরার উপর ফুটিয়ে তোলা হয় দেবদেবীর নানা রূপ। তাহেরপুরের এই শিল্পকর্ম কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে যায়। তবে শিল্পীদের কাছে এখন বড় সমস্যা কারিগরের অভাব। তাঁদের কথায়, সরার চাহিদা থাকলেও সেই অনুপাতে উৎপাদন করা যাচ্ছে না। নতুন প্রজন্মের অনেকেই এই পেশায় আসতে আগ্রহী নন। ফলে পুরনো শিল্পীদের উপরেই কাজের দায়িত্ব বাড়ছে। বাজারের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি পারিবারিক এই শিল্পকে পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দেওয়াও কঠিন হয়ে উঠছে। বাঙালি ঘরে ঘরে সুখ-সমৃদ্ধির কামনায় দেবী লক্ষ্মীর আরাধনা হয়। সেই পুজোর অন্যতম উপকরণ তৈরি করেন তাহেরপুরের পালপাড়ার শিল্পীরা। অথচ লক্ষ্মীর ছবি এঁকে সংসার চালালেও তাঁদের নিজেদের জীবনে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য সব সময় নিশ্চিত হয় না। সারা বছর পরিশ্রম করে তাঁরা শুধু জীবিকা নির্বাহই করেন না, বাঁচিয়ে রাখেন বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পকেও। লক্ষ্মীপুজোর মরসুমে তাঁদের তৈরি সরায় যখন ঘরে ঘরে দেবীর আরাধনা হবে, তখন সেই শিল্পকর্মের পিছনে থাকা শ্রম ও জীবনসংগ্রামের কথাও সামনে উঠে আসে। চাহিদা থাকা সত্ত্বেও জোগানে টান এবং নতুন প্রজন্মের অনাগ্রহ- এই দুইয়ের মধ্যেই নিজেদের পেশা ও ঐতিহ্য ধরে রাখার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তাহেরপুরের পালপাড়ার শিল্পীরা।

গলা টিপে স্বামীকে খুনের অভিযোগ উঠল স্ত্রীর বিরুদ্ধে

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৪ অক্টোবর ঃ স্বামীর বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ককে কেন্দ্র করে চলতে থাকা অশান্তির জেরে গলা টিপে স্বামীকে খুনের অভিযোগ উঠল স্ত্রীর বিরুদ্ধে। মৃত ব্যক্তির নাম জাহাঙ্গীর মোমিন (২৩) । তিনি পেশায় টোটো চালক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সামশেরগঞ্জ থানার ফুলন্দর গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার আচমকাই জাহাঙ্গীরের স্ত্রী নাভেরা খাতুন দোতলা থেকে নিচে নেমে পরিবারের সদস্যদের জানান যে জাহাঙ্গীর সিঁড়িতে পড়ে রয়েছে। পরে তাঁকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। মৃতের ভাই শহিদুল মোমিন বলেন, গতকাল হঠাৎই আমার দাদার বউ বাড়ির নিচে এসে আমাদের জানায় দাদা অদ্ভুতভাবে সিঁড়িতে পড়ে রয়েছে। এই কথা শুনে আমরা সকলেই ছুটে যাই। গিয়ে দেখি নিঃশ্বাস নেই, দাদার মৃতদেহ সিঁড়িতে পড়ে রয়েছে। এরপর খবর দেওয়া হয় সামশেরগঞ্জ থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়। তবে একে স্বাভাবিক মৃত্যু মানতে নারাজ জাহাঙ্গীরের পরিবার। তাঁদের সরাসরি অভিযোগের তির জাহাঙ্গীরের স্ত্রী নাভেরা খাতুনের দিকে। পরিবারের দাবি, নাভেরাই গলা টিপে শ্বাসরোধ করে জাহাঙ্গীরকে খুন করেছে। শহিদুল মোমিন আরও জানান, দাদার সঙ্গে বৌদির প্রায়শই অশান্তি ঝামেলা লেগে থাকত। তাই আমাদের সন্দেহ বৌদি দাদাকে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে খুন করেছে। কারণ দাদার গলায় আমরা দাগ দেখতে পেয়েছি। পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ নাভেরা খাতুনকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করেছে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে আরও জানা গেছে, পাঁচ বছর আগে প্রেম করেই বিয়ে করেছিলেন জাহাঙ্গীর ও নাভেরা। কিন্তু বিয়ের পর থেকেই তাদের মধ্যে অশান্তি লেগে থাকত। ওই দম্পতির কোনও সন্তান ছিল না। অভিযোগ, সম্প্রতি জাহাঙ্গীরের একটি বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেই নিয়েই নাভেরার সঙ্গে তাঁর প্রায়শই ঝগড়া-অশান্তি লেগে থাকত। স্থানীয় সূত্রের খবর, দ্বিতীয়বার বিয়ে করে সন্তানের বাবা হতে চেয়েছিলেন জাহাঙ্গীর। পরিবারের অনুমান, সেই আক্রোশ ও মানসিক যন্ত্রণা থেকেই এই চরম সিদ্ধান্ত নেন নাভেরা। ঘটনার আগের রাতেই দু'জনের মধ্যে বচসা হয়েছিল বলেও স্থানীয়দের একাংশের দাবি। সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ ইতিমধ্যে মৃত জাহাঙ্গীর স্ত্রী নাভেরাকে গ্রেপ্তার করেছে। শনিবার তাকে জঙ্গিপুর আদালতে পেশ করা হচ্ছে।

তৃণমূল কর্মীদের বাড়িতে ইট-পাটকেল ছোঁড়ার অভিযোগ, কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি বিজেপি নেতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ২৪ অক্টোবর ঃ রাতের অন্ধকারে একের পর এক বাড়ি লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছোঁড়া এবং অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজের অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল দুর্গাপুরের নতুন পল্লি এলাকায়। অভিযোগ, শুক্রবার গভীর রাতে লাল রঙের একটি চার চাকার গাড়িতে করে তিন যুবক এলাকায় এসে একাধিক তৃণমূল কর্মীর বাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালায়। ঘটনায় আতঙ্কিত বাসিন্দারা। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জেলা বিজেপির মুখপাত্র সুমন্ত মণ্ডল। শনিবার স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার গভীর রাতে তিন যুবক নতুন পল্লি এলাকায় আসে। এরপর গাড়ি থেকে নেমে একের পর এক বাড়ি লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছুঁড়তে থাকে বলে অভিযোগ। পাশাপাশি বাড়ির বাসিন্দাদের উদ্দেশ্যে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজও করা হয় বলে দাবি। এই ঘটনায় কয়েকটি বাড়িতে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জয় রায়ের অভিযোগ, অভিযুক্তরা আগে বিজেপি করতেন না। চার তারিখের পর তাঁরা বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন বলে তাঁর দাবি। তৃণমূল করার কারণেই তাঁদের বাড়িতে হামলা চালানো হয়েছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। ইতিমধ্যেই বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে বলে জানান সঞ্জয়। অন্যদিকে, সুমন্ত মণ্ডল বলেন, বিজেপি এই ধরনের সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করে না। শান্ত দুর্গাপুরকে অশান্ত করার চেষ্টা করলে পুলিশ আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে। তবে ঘটনাটিকে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফল বলেও দাবি করেন তিনি। ঘটনার তদন্ত ও পুলিশি পদক্ষেপের দিকেই এখন নজর স্থানীয় বাসিন্দাদের।

PUBLIC NOTES

NOTICE IS HEREBY GIVEN to all concern that my client Md Shahzada Khan intends and /or going to purchase a plot of land, measuring about 400 square feet more or less to gether with building standing there on being premises no 78/2,Phears Lane Kolkata 700073 P S Bowbazar under Ward no 044 of the Kolkata Municipal Corporation from its present lawful owners.
Hence any person or persons, entity or institution(s) having any lawful objection and /or claiming any right, title, interest, linen or charges etc.over the aforesaid property is /are required to or my intimate the same in writing along with relevant documents to me within 15 (fifteen) days from the date of publication of this notice failing which no objection or claim shall be entertained there fore

Md Qamar Alam
Advocate High court, Calcutta
M:9433506845

PUBLIC NOTES

NOTICE IS HEREBY GIVEN to all concern that my client Md Shahzada Khan intends and /or going to purchase a plot of land, measuring about 500 square feet more or less to gether with building standing there on being premises no 78,Phears Lane Kolkata 700073 P S Bowbazar under Ward no 044 of the Kolkata Municipal Corporation from its present lawful owners.
Hence any person or persons, entity or institution(s) having any lawful objection and /or claiming any right, title, interest, linen or charges etc.over the aforesaid property is /are required to or my intimate the same in writing along with relevant documents to me within 15 (fifteen) days from the date of publication of this notice failing which no objection or claim shall be entertained there fore.

Md Qamar Alam
Advocate High court, Calcutta
M:9433506845

শিলিগুড়িতে যানজট পর্যালোচনায় পুলিশের সঙ্গে যৌথ পরিদর্শনে মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ অক্টোবর ঃ শিলিগুড়ি শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলিতে বেআইনি দখলদারি ও ট্রাফিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে পুলিশের সঙ্গে যৌথ পরিদর্শনে নামলেন রাজ্যের মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ। দুর্গোৎসব সম্পন্ন হওয়ার পর শনিবার সকালে শহরের রাস্তাঘাট, যান চলাচল এবং সামগ্রিক পরিকাঠামো পর্যালোচনা করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের শঙ্কর ঘোষ বলেন, দুর্গাপুজোর পর শহরের বিভিন্ন তোরণ, ব্যানার, ট্রাফিক ব্যবস্থা এবং বেআইনি দখলদারির সার্বিক পরিস্থিতি আমরা খতিয়ে দেখলাম। শিলিগুড়ির মানুষকে আরও ভালোভাবে পরিষেবা দিতে যাতে একটি সঠিক পরিকল্পনা গড়ে তোলা যায়, সেই উদ্দেশ্যেই এই পর্যালোচনা করা হয়েছে। যান চলাচল নির্বিঘ্ন করার বিষয়ে তিনি জানান, যানবাহনের অবাধ গতি বজায় রাখতে আমরা ইতিমধ্যেই পুলিশ কমিশনারেট এবং পুরনিগমকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি। পাশাপাশি আমরা নিয়ম করে দিয়েছি যে, কোনও দোকানদার তাঁদের স্থায়ী কাঠামোর সামনে অতিরিক্ত স্টল বসাতে বা জিনিসপত্র বা।য়ে রাখতে পারবেন না। এই ধরনের কাজের ওপর আমরা কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করব। তিনি আরও স্পষ্ট করেন, এই সমস্ত বিষয়গুলি পর্যালোচনা করা হচ্ছে এবং খুব শীঘ্রই এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

কালনায় স্ত্রীকে খুনের পর আত্মঘাতী স্বামী! উদ্ধার দম্পতির দেহ, চাঞ্চল্য এলাকায়

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২৪ অক্টোবর ঃ শ্বশুরবাড়িতে স্ত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হলেন স্বামী। পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা

থানার অন্তর্গত কালনা-২ ব্লকের অকালপৌষের গোড়েপাড়া এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত দম্পতির নাম সুরজিত রানা ও প্রিয়া মালিক। পরিবারের প্রাথমিক অনুমান, প্রথমে স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুন করার পর আত্মঘাতী হয়েছেন ওই যুবক। যদিও ঠিক কী কারণে এই ঘটনা ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কালনা থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ১৫ দিন আগে সুরজিত রানা ও তাঁর স্ত্রী প্রিয়া মালিক শ্বশুরবাড়িতে চলে আসেন। এরপর থেকে তাঁরা সেখানেই থাকছিলেন। বৃহস্পতিবার সুরজিত তাঁর এক সম্বন্ধীর সঙ্গে একটি পুজোয় বাদ্যযন্ত্র বাজানোর কাজে সহকারী হিসেবে যোগ দিতে যান। কাজ সেরে দুপুরে তিনি শ্বশুরবাড়িতে ফিরে আসেন। এরপরই বাড়িতে দু'জনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় পরিবারের সদস্যদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পরিবারের প্রাথমিক অনুমান, প্রথমে স্ত্রী প্রিয়াকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয় এবং তার পরেই গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হন সুরজিত। তবে কী কারণে এমন চরম ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে ধোঁয়াশায় রয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। দাম্পত্য জীবনে কোনও অশান্তি ছিল কি না, কিংবা ঘটনার নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পরিবারের তরফে আরও জানা গেছে, এর আগেও একবার নিজের স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুনের চেষ্টা করেছিলেন বলে সুরজিতের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। ফলে আগের সেই ঘটনার সঙ্গে বর্তমান ঘটনার কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা নিয়েও তদন্তের প্রয়োজন বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কালনা থানার পুলিশ। পুলিশ দু'টি দেহ উদ্ধার করে কালনা মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের পাশাপাশি তৈরি হয়েছে নানা প্রশ্ন। কী কারণে এমন ঘটনা ঘটল, ঘটনার আগে দম্পতির মধ্যে কোনও বিবাদ হয়েছিল কি না এবং ঠিক কী পরিস্থিতিতে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে, সেই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখছে কালনা থানার পুলিশ। তদন্তের অগ্রগতির দিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছেন মৃতদের পরিবারের সদস্য ও এলাকার বাসিন্দারা।

বোলতার ঝাঁকের আক্রমণের শিকার হয়ে প্রাণ হারালেন বৃদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২৪ অক্টোবর ঃ ফুলিয়ায় কাজে গিয়ে বোলতার ঝাঁকের আক্রমণের শিকার হয়ে প্রাণ হারালেন এক প্রবীণ ভ্যানচালক।

মৃতের নাম সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস (বয়স আনুমানিক ৭০ বছর)। তিনি নদীয়ার শান্তিপুর ব্লকের বেলগড়িয়া ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মহিষাডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। এই মর্মান্তিক ঘটনায় পরিবার ও গোটা এলাকায় গভীর শোকের আবহ তৈরি হয়েছে। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, সুভাষবাবু পেশায় ট্রলি ভ্যানচালক ছিলেন। গতকাল সকালে তিনি ভ্যান নিয়ে ফুলিয়া বাজারপাড়া এলাকায় কাজে গিয়েছিলেন। সেখানে একটি মাঠের পাশে শৌচকর্ম করতে গেলে আচমকাই একঝাঁক বোলতা তাঁকে ঘিরে ধরে বেপরোয়াভাবে কামড়াতে শুরু করে। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে তিনি কোনোমতে নিজের ভ্যান চালিয়ে সকাল ৯টা-১০টা নাগাদ বাড়ি ফিরে আসেন। তাঁর মুখমণ্ডল, হাত ও সারা শরীরে অসংখ্য বোলতার হুল ফোটার চিহ্ন ছিল এবং পুরো শরীর ফুলে তীব্র যন্ত্রণা শুরু হয়। শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকায় পরিবারের সদস্যরা তড়িঘড়ি তাঁকে প্রথমে ফুলিয়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার সময় অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি ছটফট করতে থাকেন। এরপর চিকিৎসকদের পরামর্শে বিকেলে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে। রাতে তাঁর শারীরিক অবস্থা সামান্য স্থিতিশীল বলে মনে হলেও ভোররাতের দিকে পরিস্থিতি মারাত্মক রূপ নেয় এবং সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে পরিবারে নেমে এসেছে চরম বিপর্যয় তিন ছেলে ও দুই মেয়েকে নিয়ে শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছেন স্ত্রী চপলা বিশ্বাস। মৃত্যু শুধুই বোলতার বিষক্রিয়ায় নাকি এর পেছনে অন্য কোনও শারীরিক জটিলতা ছিল, তা নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ নিয়েছে প্রশাসন। রানাঘাট থানার পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য রানাঘাট পুলিশ মর্গে পাঠিয়েছে। ময়নাতদন্তের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর সঠিক কারণ স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সামিমা বেগম স্বামী- মহঃ মুসলিম, সাং ও পোষ্ট- বানীপুর, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া পিন- ৭১১৩০৪। ১) শ্রীমতি সুষমা পল্যে (পাঁজা) স্বামী- শ্রী মদন পল্যে, সাং-বহিরা, পোষ্ট- মাধবপুর, থানা- উলুবেড়িয়া, জেলা- হাওড়া, ২) শ্রীমতি অনিমা মাজী (পাঁজা) স্বামী-শ্রী তরুন মাজী, সাং ও পোষ্ট- আড়গোড়ী, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া, ৩) শ্রীমতি নীলিমা ভৌমিক (পাঁজা) স্বামী- শ্যামসুন্দর ভৌমিক, সাং- পাতিনান, পোষ্ট ও থানা- বাগনান, জেলা- হাওড়া, ৪) লক্ষীকান্ত পাঁজা ৫) শ্রীকান্ত পাঁজা ৬) প্রশান্ত পাঁজা ৭) অষ্টপদ পাঁজা সকলের পিতা- মৃত হারাধন পাঁজা, সাং- দক্ষিন সাঁকরাইল, পোষ্ট- দক্ষিন সাঁকরাইল, থানা- সাঁকরাইল জেলা- হাওড়া, এর নিযুক্ত আমমোক্তার বদরদ্দিন আহম্মোদ মোল্লা পিতা- মরহুম আব্দুল অদুত মোল্লা সাং, পোষ্ট ও থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া, এর নিকট থেকে A.D.S.R. রানীহাটি অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ০৫০৩০২২০০ / ২০২৪ আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা থানা- সাঁকরাইল, মৌজা-সাঁকরাইল জলা, জে.এল. ২১ এল.আর. খতিয়ান নং ২০৬৮ এল.আর. দাগ নং ১৮৩১ এ অবস্থিত কমিবেশী ৩.২৩৮২ শতক শালি জমি ০৫০৩০৩৫২৬/ ২০২৬ নং দলিল মূলে A.D.S.R. রানীহাটিতে ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন উক্ত বিষয়ে দাতা বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L. & L.R.O. সাঁকরাইল এর নিকট আপিল করিতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

Pervez Nowaz Mollah
Advocate
Howrah Judges' Court

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল মহ মুমতাজ আহমেদ পিতা- মরহুম মহ, ইয়াসিন, সাং- ৩০ / ১, রোশান গোলদার লেন, পোষ্ট ও থানা- হাওড়া, জেলা- হাওড়া পিন- ৭১১১০১। ১) জুলেখা তরফদার, স্বামী- মরহুম সালাউদ্দিন তরফদার, ২) সোহেলউদ্দিন তরফদার, ৩) সাকিনা তরফদার, ৪) সামিনা খাতুন তরফদার সকলের পিতা- মরহুম সালাউদ্দিন তরফদার, সাং + পোষ্ট + থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া এর নিযুক্ত আমমোক্তার ইসতিয়াক তরফদার পিতা- সারাফত হোসেন তরফদার, সাং, পোষ্ট ও থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া, এর নিকট থেকে A.D.S.R. রানীহাটি অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ০৫০৩০০২১৮ / ২০১৯ আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা থানা- সাঁকরাইল, মৌজা- সাঁকরাইল জলা, জে.এল. ২১ এল.আর. খতিয়ান নং ১১১৩ / ১ এল.আর. দাগ নং ১৯৯৯ এ অবস্থিত ১০.৮৩০ শতক বাগান জমি ০৫০৩০৪৮১৩/ ২০২২ নং দলিল মূলে A.D.S.R. রানীহাটিতে ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন উক্ত বিষয়ে দাতা বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L. & L.R.O. সাঁকরাইল এর নিকট আপিল করিতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

Pervez Nowaz Mollah
Advocate
Howrah Judges' Court

আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেফতার যুবক, উদ্ধার দেশি বন্দুক ও কার্তুজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ২৪ অক্টোবর ঃ গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ এক যুবককে গ্রেফতার করল আসানসোলের সালানপুর থানার অন্তর্গত রূপনারায়ণপুর ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতের নাম গোবিন্দ যাদব। তাঁর বাড়ি ঝাড়খণ্ডের মিহিজাম এলাকায়। ধৃতের কাছ থেকে একটি দেশি বন্দুক ও এক রাউন্ড তাজা কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাতে রূপনারায়ণপুরের মালবহাল মাঠে এক যুবক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে লুকিয়ে রয়েছে বলে খবর আসে। খবর পেয়েই রূপনারায়ণপুর ফাঁড়ির একটি বিশেষ পুলিশ দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এরপর এলাকাটি ঘিরে তল্লাশি চালিয়ে গোবিন্দ যাদবকে আটক করা হয়। তাঁর কাছে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, ধৃতের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। কয়েক মাস আগে আছড়ায় একটি সংঘর্ষের সময় শূন্যে গুলি চালানোর ঘটনাতেও তাঁর নাম জড়িয়েছিল বলে পুলিশ সূত্রে খবর। পুলিশের অনুমান, কোনও অপরাধমূলক উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি ওই এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে জড়ো হয়েছিলেন। শনিবার ধৃতকে আসানসোল আদালতে পেশ করা হয়। আগ্নেয়াস্ত্রের উৎস এবং এই ঘটনার সঙ্গে কোনও অস্ত্রচক্রের যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রায় ৩০০ বছরের ঐতিহ্য একই কাঠামোয় লক্ষ্মীর সঙ্গে রাম লক্ষ্মণ হনুমান ও লব-কুশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট, ২৪ অক্টোবর ঃ প্রায় ৩০০ বছরের পুরনো ঐতিহ্য বুকে নিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট ব্লকের পোড়ামাধইল চকগোবিন্দ গ্রামে আয়োজিত হয় বারোয়ারি লক্ষ্মীপুজো। এই পুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য একই কাঠামোয় মা লক্ষ্মীর সঙ্গে রাম- লক্ষ্মণ- হনুমান এবং রামের দুই পুত্র লব ও কুশের প্রতিমা নির্মাণ করে আরাধনা। দীর্ঘদিনের এই ব্যতিক্রমী পরম্পরাকে ঘিরে গ্রামবাসীদের মধ্যে রয়েছে বিশেষ উৎসাহ। পুজো উপলক্ষ্যে ২৫ থেকে ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত পাঁচ দিন ধরে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের পাশাপাশি নানা সাংস্কৃতিক কর্মসূচির আয়োজন করেছে পুজো কমিটি। কমিটির নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ২৫ অক্টোবর রবিবার অনুষ্ঠিত হবে শ্রী শ্রী কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো। ২৬ অক্টোবর সোমবার সন্ধ্যায় রয়েছে রামমঙ্গল গান। ওই দিন রাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন বহিরাগত শিল্পীরা। ২৭ অক্টোবর মঙ্গলবার দুপুরে শিশু ও মহিলাদের জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলার আয়োজন করা হয়েছে। সন্ধ্যায়

অনুষ্ঠিত হবে রামমঙ্গল গান। রাতে মঞ্চস্থ হবে রাধার নূপুর নাটক। নাটকটিতে অভিনয় করবেন পুজো কমিটির অন্তর্গত গ্রামের মহিলারা। ২৮ অক্টোবর বুধবার পুজোমণ্ডপ প্রাঙ্গণে বসবে মেলা। ২৯ অক্টোবর বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠানের শেষ দিনে গ্রামের যুবক - যুবতীদের অভিনয়ে মঞ্চস্থ হবে ঐতিহাসিক যাত্রাপালা দেবী সুলতানা। প্রায় তিন শতাব্দীর ঐতিহ্য বহনকারী এই পুজোয় ধর্মীয় পরম্পরার পাশাপাশি স্থানীয় সংস্কৃতি ও গ্রামবাসীদের সম্মিলিত অংশগ্রহণ বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে আসছে। একই কাঠামোয় মা লক্ষ্মীর সঙ্গে রামায়ণের বিভিন্ন চরিত্রের আরাধনা এই পুজোকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। সেই ঐতিহ্য বজায় রেখেই এ বারও পাঁচ দিন ধরে পুজো ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

ইছামতীর ঘাটে শুরু কাঠামো তোলার কাজ, তদারকিতে পুরসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগণা, ২৪ অক্টোবর ঃ বিসর্জনের পর নদীর জল দূষণের আশঙ্কা, একাধিক ঘাটে শুরু প্রতিমার কাঠামো সরানোর কাজ। দুর্গাপুজোর বিসর্জনের পর নদীর জলে রাসায়নিক রং ও অন্যান্য সামগ্রী মিশে জলদূষণ রুখতে দ্রুত প্রতিমার কাঠামো তুলে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। বসিরহাট, টাকি, ইছামতী, রায়মঙ্গল, কালিন্দী, বিদ্যাধরী-সহ একাধিক নদীর ঘাটে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে কাঠামো তোলার কাজ। বিসর্জনের পর প্রতিমার কাঠামো দীর্ঘ সময় নদীর জলে পড়ে থাকলে প্রতিমায ব্যবহৃত রাসায়নিক রং ও অন্যান্য উপকরণ জলে মিশে যেতে পারে। এর ফলে নদীর জলজ পরিবেশের উপর প্রভাব পড়ার পাশাপাশি মাছ-সহ বিভিন্ন জলজ প্রাণীও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে দ্রুত কাঠামো সরিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ প্রশাসনের।

এদিন সকাল থেকেই বসিরহাট ও টাকি পুরসভার কর্মীরা বিভিন্ন নদীর ঘাটে নেমে কাঠামো তোলার কাজ শুরু করেন। বসিরহাটের শ্মশানঘাট, বোর্ডঘাট, ইছামতী নদীর একাধিক ঘাটে চলছে এই তৎপরতা। বিসর্জনের পর নদীর জলে যাতে দীর্ঘক্ষণ কাঠামো পড়ে না থাকে, সেদিকেই বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। শুধু বসিরহাট বা টাকি নয়, হিঙ্গলগঞ্জের বাজারঘাট, হাড়োয়ার নাসির আলীর ঘাট, হাসনাবাদ থানার বিদ্যাধরী ঘাট-সহ সুন্দরবন ও সীমান্তবর্তী এলাকার একাধিক ঘাটেও কাঠামো তোলার কাজ শুরু হয়েছে। বিভিন্ন পুজো কমিটির প্রতিমা বিসর্জনের পর দ্রুত সেই কাঠামো সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, নদীর জলকে দূষণমুক্ত রাখা এবং জলজ প্রাণী ও মৎস্যকূলের স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রাখাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। প্রতিমার কাঠামো দ্রুত সরিয়ে ফেললে রাসায়নিক রং ও অন্যান্য বর্জ্য নদীর জলে মিশে যাওয়ার সম্ভাবনাও অনেকটাই কমবে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ঘাটে সারি সারি কাঠামো তোলার কাজ চলছে। বিসর্জন পরবর্তী সময়ে নদী ও পরিবেশকে স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসনের এই তৎপরতায় সহযোগিতার বার্তাও দেওয়া হয়েছে পুজো কমিটি ও স্থানীয় বাসিন্দাদের। বিশেষ করে সুন্দরবন ও সীমান্তবর্তী নদীগুলির জলজ পরিবেশ রক্ষায় এই উদ্যোগকে গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছে প্রশাসন।

[ফর্ম নং ৩ নিয়মাবলি-১৩ (১)(এ) দ্রষ্টব্য]

ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল (ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল), মুম্বাই (ডিআরটি ১)
দ্বিতীয় তলা, কোলাবা, টেলিফোন ভবন, কোলাবা মার্কেট, মুম্বাই-৪০০ ০০৫
মামলা নং. টিএ ।৩৫১ / ২০২৩ প্রদর্শিত নথি ৭৩
আইনের ১৯ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৪)-এর অধীনে সমন যা 'ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল (কার্যপ্রণালী) বিধি, ১৯৯৩'-এর ৫ নম্বর বিধির উপ-বিধি (২এ)-এর সাথে পঠিতব্য।
ইন্ডিয়ান ব্যাংক
বনাম
ওড়িশা সিন্থেটিক্স লিমিটেড

প্রতি,
১. **ওড়িশা সিন্থেটিক্স লিমিটেড,** কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০ ০০১।
২. **মেসার্স উইন মেডিকেয়ার লিমিটেড,** বি /১২, ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, ফেজ ।।, নয়াদিল্লি, দিল্লি-১১০ ০২০।
৩. **মেসার্স প্রিম রোজ ট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড,** ১০৪, প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, লোয়ার পারেল, মুম্বাই, মহারাষ্ট্র।
৪. **মেসার্স নিউ অলিভ ট্রেডিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড,** ১২, স্টার্লিং সেন্টার, ১১, মোলেডিনা রোড, পুনে, মহারাষ্ট্র।
৫. **মেসার্স এ. ভি. এজেন্সিস,** ১০, সেঙ্গোদা গাউন্ডার স্ট্রিট, ইরোড, তামিলনাড়ু-৬৩৮ ০০১।
৬. **মেসার্স নিখিল অ্যাডহেসিভস লিমিটেড,** ৩৯, গুন্দাভালি, স্যার এম. ভি. রোড-এর সন্নিকটে, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বাই, মহারাষ্ট্র।
৭. **মেসার্স ক্রিস্টাল কেমিক্যালস,**৩, অশোক ভারতী, পি.এম.রোড, ভিলেপার্লে, মুম্বাই, মহারাষ্ট্র-৪০০ ০৫৭।
৮. **মেসার্স এইচ. এম. জি. ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড,** তৃতীয় তলা, এন. এ. সাওয়ান্ত মার্গ, কোলাবা, মুম্বাই, মহারাষ্ট্র-৪০০ ০০৫
৯. **মেসার্স ওকহার্ড ভেটেরিনারি লিমিটেড,** রেডি মানি টেরেস, দ্বিতীয় তলা, ১৬৭, ড. এ. বি. রোড, ওরলি, মুম্বাই, মহারাষ্ট্র-৪০০ ০১২

আদেশনামা

যেহেতু ১৮,৫৮,২৫৩ /- (আঠারো লক্ষ আটান্ন হাজার দুইশ তিপান্ন) টাকা ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে আপনার বিরুদ্ধে দাখিলকৃত আবেদনের (OA) প্রেক্ষিতে, আইনের ১৯(৪) ধারার অধীনে এই মাননীয় ট্রাইব্যুনাল সমন/ নোটিশ জারি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন
(আবেদনপত্র এবং তসহ নথিপত্রের অনুলিপি ইত্যাদি সংযুক্ত রয়েছে)।
উক্ত আইনের ১৯ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী, বিবাদী পক্ষ হিসেবে আপনাদের প্রতি নিম্নরূপ নির্দেশ প্রদান করা হলোঃ-
(i) আদেশ জারির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কারণ দর্শাতে হবে যে, কেন প্রার্থিত প্রতিকার মঞ্জুর করা হবে না।
(ii) মূল আবেদনের ৩এ ক্রমিক নম্বরে আবেদনকারী কর্তৃক উল্লিখিত সম্পত্তি বা সম্পদ ব্যতীত অন্য কোনো সম্পত্তি বা সম্পদের বিবরণ প্রকাশ করতে হবে।
(iii) সম্পত্তি ক্রোকের আবেদনের শুনানি ও নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, আপনাকে জামানতকৃত সম্পদ অথবা মূল আবেদনের ৩এ ক্রমিক নম্বরে উল্লিখিত অন্যান্য সম্পত্তি ও সম্পদের বিষয়ে কোনো লেনদেন করা বা সেগুলো হস্তান্তর করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হলো।
(iv) ট্রাইব্যুনালের পূর্বানুমতি ব্যতীত, আপনি এমন কোনো সম্পদ-যার ওপর জামানত বা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট সৃষ্টি করা হয়েছে-অথবা মূল আবেদনের ৩এ ক্রমিক নম্বরে উল্লিখিত বা প্রকাশিত অন্য কোনো সম্পদ ও সম্পত্তি, বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনো উপায়ে হস্তান্তর করতে পারবেন না (তবে স্বাভাবিক ব্যবসায়িক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হবে না)।
(v) স্বাভাবিক ব্যবসায়িক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জামানতকৃত সম্পদ বা অন্যান্য সম্পদ ও সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থের হিসাব প্রদানের জন্য আপনি দায়বদ্ধ থাকবেন এবং উক্ত বিক্রয়লব্ধ অর্থ সেই ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত অ্যাকাউন্টে জমা করবেন, যাদের কাছে ওই সম্পদগুলোর ওপর জামানত বা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রয়েছে।
আপনাকে লিখিত জবাব দাখিল করার এবং তার একটি অনুলিপি আবেদনকারীকে প্রদান করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে সেইসাথে **২০.১১.২০২৬ তারিখ সকাল ১১.৩০ ঘটিকায়** রেজিস্ট্রারের হাজির হওয়ার জন্যও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। অন্যথায়, আপনার অনুপস্থিতিতেই আবেদনটির শুনানি ও নিষ্পত্তি করা হবে।
পেপার বুকের জন্য নিম্নলিখিত ইউআরএল (URL) অনুসরণ করুনঃ https://cis.drt.gov.in/drtlive/paperbook.php?ri=2026592831009। অদ্য **০৯.১০.২০২৬** তারিখে আমার স্বাক্ষর ও এই ট্রাইব্যুনালের সিলমোহরসহ প্রদান করা হলো।

SEAL

স্বাক্ষরিত /-
নিবন্ধক
ডি. আর. টি.-১, মুম্বাই

গঙ্গার ভয়াবহ ভাঙন ও বন্যার কবল থেকে ভুতনি দ্বীপকে স্থায়ীভাবে রক্ষা করতে মেগা পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৪ অক্টোবর ঃ গঙ্গার ভাঙন ও বন্যার সমস্যা থেকে ভুতনিকে স্থায়ীভাবে মুক্তি দিতে একাধিক উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্যোগ। স্থায়ী

কংক্রিটের বাঁধ নির্মাণ, মডেল ভিলেজ গড়ে তোলা থেকে শুরু করে পৃথক ব্লক প্রশাসন। ভুতনির সামগ্রিক উন্নয়নে একাধিক পদক্ষেপের কথা জানালেন বিধায়ক গৌড়চন্দ্র মণ্ডল। ইতিমধ্যেই ভুতনিতে থানা করা হয়েছে। এবার প্রশাসনিক কাজকর্মের সুবিধার্থে পৃথক ব্লক গঠনের পরিকল্পনা জানালেন বিধায়ক। এই নিয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে বিধানসভা ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে ভুতনির পরিকাঠামো ও প্রশাসনিক পরিষেবায় নতুন দিশা খুলবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। সম্প্রতি মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবনে গঙ্গার ভাঙন পরিস্থিতি নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে সমস্যার মোকাবিলা এবং সম্ভাব্য উন্নয়নমূলক প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয়। বিধায়ক গৌড়চন্দ্র মণ্ডল জানান, মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই ভুতনি পরিদর্শন করে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছেন। কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে এবার রাজ্য সরকারের মুখ্যসচিবও ভাঙনকবলিত এলাকাগুলি পরিদর্শন করবেন। এরপর সংশ্লিষ্ট দফতরগুলির সহযোগিতায় নদীভাঙন ও বন্যা মোকাবিলায় বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট তৈরি করে দ্রুত কাজ শুরু হবে। ঝাড়খণ্ড, বিহার এবং বাংলা তিনটি রাজ্য নিয়ে ভাঙনের স্থায়ী সমাধান করা হবে। বিধায়ক আরও জানান, প্রায় দেড় লক্ষ জনসংখ্যা অধ্যুষিত ভুতনিতে রয়েছে তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ৬৩ টি গ্রাম। এছাড়াও এলাকায় ৪৫ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, তিনটি উচ্চ বিদ্যালয় ও একটি হাই মাদ্রাসা রয়েছে। এত বিপুল জনসংখ্যার জন্য পৃথক ব্লক প্রশাসন গড়ে তোলা। তাঁর দাবি, পৃথক ব্লক চালু হলে সরকারি পরিষেবা পেতে স্থানীয় বাসিন্দাদের আর আগের মতো সমস্যার মুখে পড়তে হবে না। জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর জানান, নদীভাঙনের স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে সেচ দফতর- সহ জেলার বিভিন্ন দফতরের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। মুখ্যসচিবের আসন্ন সফরে সমস্যাগুলি তুলে ধরা হবে। প্রশাসনিক স্তরে এই নিয়ে কাজ এগিয়ে চলেছে বলেও জানান তিনি।

অবৈধ মদ উদ্ধার, গ্রেফতার এক

শেফালী মাহাতো, পুরুলিয়া, ২৪ অক্টোবর ঃ অবৈধভাবে দেশি ও বিদেশি মদ মজুত ও বিক্রির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল টামনা থানার পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে বেশ কিছু পরিমাণ দেশি ও বিদেশি মদ উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃত ব্যক্তির নাম দুলাল মোদক, বাড়ি টামনা থানার অন্তর্গত চাকলতোড় গ্রামেই। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে চাকলতোড় গ্রামে অভিযান চালায় টামনা থানার পুলিশ। তল্লাশি চালিয়ে অভিযুক্তের কাছ থেকে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বেশ কিছু দেশি ও বিদেশি মদের বোতল উদ্ধার করা হয়। অবৈধভাবে মদ রাখার বৈধ কোনো কাগজপত্র দেখাতে না পারায় পুলিশ তাকে রাতেই গ্রেফতার করে। এদিন শনিবার ধৃত দুলাল মোদককে কঠোর পুলিশি নিরাপত্তায় পুরুলিয়া জেলা আদালতে পেশ করা হয়। এই অবৈধ মদ কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং এর সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখছে টামনা থানার পুলিশ।

পুজোর কথা

ভারত জুড়ে লক্ষ্মী আরাধনা, আঞ্চলিক বৈচিত্র্য, উৎসব ও বিশ্বাস

ডঃ পার্থ প্রতিম বিশ্বাস ঃ ভারতীয় সংস্কৃতি ও সনাতন ধর্মের ধারায় দেবী লক্ষ্মী সৌভাগ্য, সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের চিরন্তন প্রতীক হিসেবে সমগ্র ভারতজুড়ে পরম শ্রদ্ধার সাথে পূজিত হন। তিনি কেবল জাগতিক ধন-সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী নন, বরং মানুষের জীবনকে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ, প্রশান্তি ও পবিত্রতায় ভরিয়ে দেওয়ার এক অনন্য উৎস। বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতীয় জনমানসে তাঁর প্রভাব অনস্বীকার্য। ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের কারণে অঞ্চলভেদে তাঁর পূজার নাম, সময় কিংবা আচার-অনুষ্ঠানে ভিন্নতা দেখা গেলেও, সর্বজনীন কল্যাণ ও মঙ্গলের স্বরূপ হিসেবে দেবী লক্ষ্মী সমগ্র দেশবাসীকে এক সুদৃঢ় ভক্তির সুতোয় গেঁথে রেখেছেন।১. ওড়িশার লক্ষ্মীপূজাঃ ওড়িশার গৃহকেন্দ্রিক লক্ষ্মীপূজার সবচেয়ে মহিমান্বিত উৎসব হলো 'মানবাসা গুরুবার'। ওড়িয়া শব্দে 'মান মানে নতুন ধান মাপার এক ঐতিহ্যবাহী পাত্র এবং 'বাসা মানে তা স্থাপন করা। এই ব্রতটি পালিত হয় মার্গশির মাসে, যা বাংলার অগ্রহায়ন মাসের সমান্তরাল। ভক্তদের গভীর বিশ্বাস যে, মার্গশির্ষ মাসের প্রতিটি বৃহস্পতিবার দেবী মহালক্ষ্মী স্বযং পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র ঘরে পদার্পণ করেন এবং মানুষের সকল দু ঃখ-কষ্ট বিনাশ করে সুখ, সমৃদ্ধি ও ধন-ধান্যে ভরিয়ে দেন। এই বিশেষ দিনগুলোতে ঘরবাড়ি ঝকঝকে পরিষ্কার করে নতুন ধানে পূর্ণ একটি ' স্থাপন করা হয় এবং দেবীর আরাধনা করা হয়। পাশাপাশি, আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা বা কুমার পূর্ণিমা থেকে ওড়িশার বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষ করে ঢেনকানাল ও কেঃদ্রাপড়ায় গজলক্ষ্মী পূজা হয়। এর মধ্যে ঢেনকানালের গজলক্ষ্মী পূজা ওড়িশার এক অনন্য ও সুপরিচিত উৎসব, যা টানা ১১ দিন ধরে প্রাণবন্তভাবে চলে।২. বাংলার লক্ষ্মীপূজাঃ বাংলার কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা শারদীয় দুর্গোৎসবের পর আশ্বিন পূর্ণিমায় বা কোজাগরী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হয়। 'কোজাগরী শব্দটি সংস্কৃত কো জাগতি অর্থাৎ কে জেগে আছ? থেকে এসেছে। পৌরাণিক বিশ্বাস অনুযায়ী, এই রাতে লক্ষ্মী ঘরে ঘরে আসেন যারা জেগে পূজা করেন, তাদের ঘর ধন-ধান্য ও সৌভাগ্যে ভরে ওঠে। দেবীকে স্বাগত জানাতে বাড়ির দুয়ার থেকে পূজাস্থল ও ধানের গোলা পর্যন্ত লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ ও আলপনা আঁকা হয়। এছাড়া বাঙালি হিন্দু পরিবারে প্রতি বৃহস্পতিবার বারলক্ষ্মী পূজা হয় তবে সাধারণত প্রতিবার নতুন মূর্তি নয়, ঘট, সরা বা স্থায়ী পট-মূর্তি ব্যবহৃত হয়। নবান্নের সময় নতুন ধান ওঠার পর এবং দীপাবলির রাতে দীপান্বিতা লক্ষ্মীপূজা ও অলক্ষ্মী বিদায়ের রীতিও বাংলায় প্রচলিত। তবে দিওয়ালির দিন সারা ভারতে

লক্ষ্মীপূজা হলেও বাংলার প্রধান উৎসব কালীপূজা অনেক বাড়িতে সেদিন লক্ষ্মীপূজাও করা হয়। ৩. অসমের লক্ষ্মীপূজাঃ অসমের লক্ষ্মী আরাধনা কেবল কোজাগরী পূর্ণিমার মধ্যেই থমকে থাকে না। কাতি বিহু বা কঙালী বিহু চলাকালীন কৃষকের পরিবারগুলো ধানক্ষেত, ভাঁড়ারঘর, গোহালি কিংবা তুলসীতলার পাশে সাকি বা প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে যার মূল উদ্দেশ্য হলো ফসলের সুরক্ষার জন্য মা লক্ষ্মীকে আবাহন জানানো। এই বিশেষ সময়ে বাড়ির উঠানে বাঁশের লম্বা খুঁটির সাহায্যে আকাশ বন্তি বা বাতি জ্বালিয়ে রাখা হয়, যা পুরো কার্তিক মাস জুড়ে প্রজ্জ্বলিত থাকে। যেহেতু কাতি বিহু মূলত সঞ্চয়ের সংকটের সময়ে ফসলের নিরাপত্তা ও আগামীর সুফল কামনায় পালিত হয়, তাই এখানকার লক্ষ্মীপূজা কোনো জাঁকজমকপূর্ণ উসবের চেয়ে বরং অত্যন্ত সংযত ও কৃষিকেন্দ্রিক একটি রীতি। ৪.উত্তর পূর্বাঞ্চলে লক্ষ্মী পুজোঃ মণিপুরে লক্ষ্মীর আরাধনা কেবল পূজা নয়, বরং কৃষি, ফসল এবং গৃহসমৃদ্ধির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ সিকিমে এটি নেপালি তিহার উসবের আমেজে মিশে থাকে অন্যদিকে মেঘালয়, নাগাল্যান্ড ও মিজোরামে দিওয়ালির লক্ষ্মীপূজা মূলত বহিরাগত বাণিজ্যিক গোষ্ঠী এবং বাঙালি-নেপালি সম্প্রদায়ের মাধ্যমেই প্রচলিত। তবে মণিপুরে সম্পদের দেবীর সম্মানে নিজস্ব এক দেশীয় আলোক উসবও পালিত হয়- যার নাম 'Imoinu Iratpa', যা মেইতেই সম্পদের দেবী Imoinu Ahongbi-র প্রতি উসর্গীকৃত। ত্রিপুরার চিত্রটা ভিন্ন সেখানে বাঙালি হিন্দুদের প্রাধান্য থাকায় বাংলার ঐতিহ্যবাহী প্রথাগুলোই সবচেয়ে বেশি অনুসরণ করা হয়। দুর্গাপুজোর রেশ কাটতে না কাটতেই পূর্ণিমার রাতে কোজাগরী লক্ষ্মী পুজো উদযাপিত হয় এবং সেই বিশেষ দিনটি রাজ্যব্যাপী সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষিত হয়। ৫. উত্তর ভারতে লক্ষ্মী পুজোঃ উত্তরপ্রদেশ, বিহার, দিল্লি, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং পাঞ্জাব-হরিয়ানা অঞ্চলের মানুষের কাছে দিওয়ালির আসল চমক হলো লক্ষ্মী পূজা। কার্তিক মাসের অমাবস্যার পুণ্যলগ্নে সাধারণত গণেশ পূজার সাথেই এই আরাধনা সম্পন্ন হয়। ঘরবাড়ি ঝকঝকে পরিষ্কার করে প্রদীপ জ্বালানো হয়, প্রবেশপথে এঁকে দেওয়া হয় দেবীর পদচিহ্ন, আর ব্যবসায়ীরা নতুন খাতা খোলার প্রস্তুতি নেন। বিহার ও পূর্ব উত্তরপ্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই উসবের আমেজ পরের দিনগুলোতেও বজায় থাকে, যা পরবর্তীতে গোবর্ধন পূজা ও ছট উসবের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। অন্যদিকে, রাজস্থান ও মারোয়াড়ি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কাছে লক্ষ্মী পূজা একটি শক্তিশালী বাণিজ্যিক রূপ লাভ করে, যা মূলত সম্পদ বৃদ্ধি, হিসাবের খাতা এবং সারা বছরের উপার্জনের সুরক্ষা নিশ্চিত করার প্রতীক। ৬.পশ্চিম ভারতে লক্ষ্মী পুজোমুম্বাই ও গুজরাটে দিওয়ালির এই ঐতিহ্য এক অনন্য জাঁকজমকের জানান দেয়। মহারাষ্ট্রে উৎসবের সূচনা ঘটে বসু বারস বা গো-মাতা পূজার মাধ্যমে এরপর ধন্বন্তরী ত্রয়োদশী ও নরক চতুর্দশীর রেশ ধরে অমাবস্যার লক্ষ্মী পূজার মধ্য দিয়ে তা পূর্ণতা পায়। এখানকার শর পূর্ণিমা পালিত হয় . 'কোজাগরী পূর্ণিমা' হিসেবে, যেখানে পরিবারগুলো রাত জেগে চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় দুধ বা পোহা সাজিয়ে রাখে এই বিশ্বাসে যে, দেবী স্বযং জেগে থাকা মানুষদের আশীর্বাদ করতে নেমে আসেন। অন্যদিকে, গুজরাটেও দিওয়ালির রাতে লক্ষ্মী পূজার আয়োজন করা হয় এবং পরের দিন উদযাপিত হয় 'বেস্তু বারস' বা নববর্ষ। সেখানে প্রচলিত 'চোপড়া পূজা' বা হিসাবের খাতা পূজার প্রথাটি পশ্চিম ভারতে লক্ষ্মী পূজা এবং ব্যবসায়িক জীবনের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককে চমকারভাবে ফুটিয়ে তোলে।৭.দক্ষিণ ভারতে লক্ষ্মী পুজো দক্ষিণ ভারতে লক্ষ্মীর উপাসনার জন্য একটি স্বতন্ত্র উসব রয়েছেঃ 'বরালক্ষ্মী ব্রতম'। মূলত তামিলনাড়, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা এবং মহারাষ্ট্রের কিছু অংশে শ্রাবণ পূর্ণিমার পূর্ববর্তী শুক্রবার এটি পালিত হয়। এই ব্রত পালনে মহিলারা উপবাস করেন, দেবীর প্রতীক হিসেবে একটি কলস স্থাপন করেন এবং প্রতিবেশীদের আশীর্বাদ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান। এটি মূলত স্বামী, পরিবার ও গৃহের মঙ্গলের নিমিত্তে সম্পাদিত একটি ব্রত। তামিলনাড়ুতে দীপাবলিতে লক্ষ্মী ও কুবেরের পূজা করা হয় এবং প্রবেশদ্বারে কোলাম ও দেবীর পদচিহ্ন অঙ্কিত হয়। কেরালায় লক্ষ্মীর উসব খুব বেশি ব্যাপক নয় এবং দীপাবলি সেখানে একটি সীমিত পরিসরের উসব হিসেবে পরিচিত। তবুও গৃহস্থালি লক্ষ্মী পূজার মাধ্যমে দীপাবলি এবং কিছু সম্প্রদায়ের মধ্যে বরালক্ষ্মী ব্রতম (কলশম উসব)-এর মাধ্যমে লক্ষ্মীর আরাধনা করা হয় এছাড়া বৈষ্ণব মন্দির ঐতিহ্যে, যেমন তিরুবনন্তপুরমের পদ্মনাভস্বামী মন্দিরেও তাঁর পূজা প্রচলিত। উপসংহারসামগ্রিকভাবে এই লেখায় বর্ণিত ঐতিহ্যগুলো সমগ্র দেশে লক্ষ্মী দেবীর প্রতি এক অবিচল ভক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। ভৌগোলিক অবস্থানভেদে উসবের নাম ও সময় পরিবর্তিত হয় - পূর্বে আশ্বিন পূর্ণিমায় 'কোজাগরী', দক্ষিণে শ্রাবণ পূর্ণিমার পূর্ববর্তী শুক্রবার 'বরালক্ষ্মী ব্রতম', পশ্চিমে 'বসুবারস' ও 'চোপদা পূজা', মণিপুরে 'ইমোইনু ইরাতপা' এবং সিকিমে 'তিহার' - তথাপি এগুলোর মূল উদ্দেশ্য অভিন্ন গৃহের মধ্যে লক্ষ্মীর আবস্থান নিশ্চিত করা।এই বৈচিত্র্যের অন্তরালে একটি সাধারণ তীর্থযাত্রার মানচিত্রও পরিলক্ষিত হয়। মহারাষ্ট্রের কোলহাপুরের মহালক্ষ্মী মন্দির অন্যতম প্রধান শক্তিপীঠ, যেখানে দেবীকে আম্বাবাই হিসেবে পূজা করা হয়। অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুমালা সংলগ্ন তিরুচানুরের পদ্মাবতী মন্দির ভেঙ্কটেশ্বরের সহধর্মিণী হিসেবে বিপুল সংখ্যক ভক্ত আকর্ষণ করে - এটি তীর্থযাত্রার একটি অপরিহার্য অংশ, কারণ ভক্তদের বিশ্বাস অনুযায়ী তাঁর আশীর্বাদ ব্যতীত তিরুমালা দর্শন অসম্পূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে এই দুই স্থানের মধ্যে একটি সংযোগ রয়েছেঃ লোকবিশ্বাস অনুযায়ী লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠে অভিমান করে কোলহাপুরের সহ্যাদ্রি বনে এসেছিলেন ফলে তিরুমালা, কোলহাপুর ও তিরুচানুর একত্রে দর্শন করা অত্যন্ত পুণ্যদায়ক বলে বিবেচিত হয়। অন্যদিকে বারাণসী ও কাঞ্চীপুরমের মতো বিষ্ণু মন্দির সমৃদ্ধ শহরগুলোতে লক্ষ্মীর নিজস্ব মন্দিরসমূহ - যেমন লক্ষ্মী-নারায়ণ, লক্ষ্মী-নারসিংহ এবং দিব্য দেশমের সহধর্মিণী মন্দির - অধিক দেখা যায়।সুতরাং, যদিও ক্যালেন্ডার ও আচার-অনুষ্ঠান প্রদেশভেদে ভিন্ন হয়, তবে মূল প্রার্থনা সর্বদাই এক - সম্পদের দেবী যেন গৃহের মধ্যে তাঁর স্থায়ী আসন গ্রহণ করেন।

কাকদ্বীপকে পৃথক জেলা

১- পাতার পর- শুরু হয়েছে।একই সঙ্গে সুন্দরবনকে উন্নয়নের মডেল হিসেবে গড়ে তোলার কথাও বলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, দীর্ঘদিন ধরে সুন্দরবন অবহেলিত থেকেছে। এই অঞ্চলের পরিকাঠামো, যোগাযোগ ব্যবস্থা, পর্যটন এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার উন্নয়নে তাঁর সরকার বিশেষ গুরুত্ব দেবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার উন্নয়ন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামী কয়েক মাসে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক কাজের গতি বাড়ানো হবে। পর্যটন শিল্পের প্রসারেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, জীববৈচিত্র্য ও পর্যটন সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির পরিকল্পনার কথাও উঠে আসে তাঁর বক্তব্যে। পাশাপাশি গঙ্গাসাগর মেলা এবং সুন্দরবনের নদীবাঁধ সংক্রান্ত বিষয়েও প্রশাসনিক স্তরে আলোচনা হয়েছে বলে জানান তিনি। নদীবাঁধের নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ সুন্দরবনের মানুষের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভাঙন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলায় কার্যকর পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তাও এই অঞ্চলের অন্যতম প্রধান দাবি।জেলায় আরও ৪ লক্ষ ৮১ হাজার বাড়ি তৈরির ঘোষণা। আবাসন প্রকল্প নিয়েও বড় ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় নতুন করে ৪ লক্ষ ৮১ হাজার ২৪২টি বাড়ি তৈরি করা হবে। তাঁর দাবি, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে জেলায় কাঁচাবাড়ির সমস্যা অনেকটাই কমবে।আগের সরকারের আমলে আবাসন প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগও তোলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, বাড়ি তৈরির প্রকল্পে যাতে কোনও ধরনের দুর্নীতি বা অনিয়ম না হয়, তা নিশ্চিত করা হবে। প্রকৃত উপভোক্তারা যাতে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পান, সে বিষয়ে নজরদারির আশ্বাসও দেন তিনি। এদিন নাবালিকা বিবাহ রোধে সকলকে সতর্ক থাকার বার্তাও দেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি জেহাদি কার্যকলাপ, জঙ্গি তৎপরতা এবং দেশের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক কোনও কার্যকলাপ যাতে মাথাচাড়া দিতে না পারে, সে বিষয়ে প্রশাসনকে সজাগ থাকার নির্দেশ দেন তিনি। গঙ্গাসাগর মেলাকে ঘিরেও বিশেষ প্রস্তুতির কথা উঠে আসে তাঁর বক্তব্যে। এ বছরের মেলাকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামী ১০ জানুয়ারি গঙ্গাসাগর মেলার উদ্বোধন করতে তিনি ফের আসবেন। সব মিলিয়ে মুড়িগঙ্গা সেতুর নির্মাণ, কাকদ্বীপকে পৃথক জেলা হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা, আবাসন প্রকল্প এবং সুন্দরবনের পর্যটন ও পরিকাঠামোগত উন্নয়ন-একাধিক ঘোষণা ঘিরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মানুষের মধ্যে নতুন প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। তবে ঘোষিত প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন, নির্দিষ্ট সময়সীমা এবং কাজের অগ্রগতির উপরই নির্ভর করবে এই প্রতিশ্রুতিগুলির বাস্তব ফলাফল।

অন্নপূর্ণা যোজনায় বড়

১- পাতার পর- জন্য আবেদন জানান। এই সমস্ত আবেদন যাচাই করে ধাপে ধাপে উপভোক্তা তালিকা বাড়ানো হচ্ছে। তবে এখনও বিপুল সংখ্যক আবেদন বিবেচনাধীন থাকায় সেগুলির নিষ্পত্তি প্রশাসনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।অন্নপূর্ণা যোজনায় নতুন করে ৮ লক্ষ মহিলার নাম যুক্ত হওয়ায় উপভোক্তার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। একই সঙ্গে ১৫ লক্ষেরও বেশি আবেদন এবং প্রায় ২০ হাজার অভিযোগের নিষ্পত্তি এখন প্রশাসনের কাছে বড় দায়িত্ব। কত দ্রুত বাকি আবেদনগুলি যাচাই করা সম্ভব হবে এবং যোগ্য আবেদনকারীরা কবে থেকে অনুদান পেতে শুরু করবেন, এখন সেদিকেই নজর। রাজ্য সরকারের আশ্বাস, যোগ্য মহিলাদের প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। তবে বাকি আবেদনগুলির নিষ্পত্তির নির্দিষ্ট সময়সীমা এখনও জানা যায়নি।

নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে সংঘর্ষ!

১- পাতার পর- ঘটনার তদন্তের দাবিও জানিয়েছে গেরুয়া শিবির। অন্যদিকে, ছাত্রসংসদ পুনর্বহালের দাবি এবং শিক্ষার্থীদের অধিকার নিয়ে আঃেদালন চলছে। ফলে ছাত্রদের মূল দাবি, বিভিন্ন স্লোগান এবং রাজনৈতিক অভিযোগ-এই পৃথক বিষয়গুলিকে আলাদা করে দেখা প্রয়োজন। দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়েও অতীতে কাশ্মীর-সংক্রান্ত স্লোগান ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। জামিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করেও নতুন করে সেই প্রসঙ্গ সামনে এসেছে। ২০২০ সালের দিল্লি দাঙ্গার তদন্তে শারজিল ইমামের নাম উঠে এসেছিল। ওই দাঙ্গায় ৫৩ জনের মৃত্যু এবং ৭০০-র বেশি মানুষের আহত হওয়ার ঘটনা ঘটে। শারজিলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলেছে পুলিশ তবে অভিযোগ ও আদালতে প্রমাণিত অপরাধের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আপাতত জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ায় অফলাইন ক্লাস বন্ধ রেখে অনলাইনে পঠনপাঠন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ছাত্রসংসদ পুনর্বহালের দাবি, সংঘর্ষের তদন্ত এবং দেওয়ালে লেখা স্লোগান ঘিরে বিতর্ক-সব মিলিয়ে পরিস্থিতি কোন দিকে এগোয়, এখন সেদিকেই নজর।

বিশেষ ট্রেন চলাচল

কলকাতা, ২৪শে অক্টোবরঃ নিম্নলিখিত সময়সূচী অনুযায়ী বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে-০২৮৩৪ ০২৮৩৩ সাঁতরাগাছি-প্রতাপনগর-সাঁতরাগাছি স্পেশাল ০২৮৩৪ সাঁতরাগাছি-প্রতাপনগর স্পেশাল ট্রেনটি ২৮.১০.২০২৬ তারিখে রাত ১২.১৫ মিনিটে (০০.১৫ ঘটিকায়) সাঁতরাগাছি থেকে রওনা হবে এবং পরদিন দুপুর ১২.১৫ মিনিটে প্রতাপনগর পৌঁছাবে। ফিরতি পথে, ০২৮৩৩ প্রতাপনগর-সাঁতরাগাছি স্পেশাল ট্রেনটি ০২.১১.২০২৬ তারিখে সকাল ৭.৩৫ মিনিটে প্রতাপনগর থেকে ছাড়বে এবং পরদিন সন্ধ্যা ৬.২০ মিনিটে (১৮.২০ ঘটিকায়) সাঁতরাগাছি পৌঁছাবে। এই বিশেষ ট্রেনটি দক্ষিণ-পূর্ব রেলের আওতাধীন খড়্গপুর, টাটানগর, চক্রধরপুর, রাউরকেলা এবং ঝারসুগুডায় থামবে।

হুগলিতে আকাশছোঁয়া ফুল, ফল ও শাকসবজির দাম

বনস্পতি দে, হুগলি,২৪ অক্টোবর ঃ মা লক্ষ্মীকে বরণ করে নিতে ভক্তদের উৎসাহে এতটুকুও ঘাটতি নেই, তবে পুজোর বাজার করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের পকেটে টান পড়ছে বেশ ভালোই। শর এর দুর্গাপূজা কাটতেই ঘরে ঘরে চলছে কোজাগরী লক্ষ্মী আরাধনার প্রস্তুতি। নাড়ু-নারকেলের গন্ধে ম ম করছে হুগলি জেলার পাড়া-মহল্লা থেকে শহরতলি-চন্দননগর, শ্রীরামপুর, চুঁচুড়া কিংবা উত্তরপাড়ার অলিগলি। জোগান কম থাকা এবং উসবের মরশুমের সুযোগে প্রায় সবকিছুরই দাম চড়েছে ঊর্ধ্বমুখী। ফলের বাজারে হাত ছোঁয়ানো দায় লক্ষ্মীপুজোয় দেবীকে নিবেদনের জন্য ফল অন্যতম প্রধান অঙ্গ। কিন্তু এবছর ফলের বাজারে আগুন ঝরছে।এক সপ্তাহ আগেও যে আপেল ও ডালিম ১২০ থেকে ১৪০ টাকা কিলো দরে বিক্রি হচ্ছিল, তা এখন বিকোচ্ছে ১৮০ থেকে ২২০ টাকায়। নাড়ু বা ভোগের প্রসাদ তৈরির জন্য নারকেলের দামেও কুপোকাত সাধারণ ক্রেতা। আকার ভেদে প্রতিটি নারকেল বিক্রি হচ্ছে ৪০ থেকে ৬০ টাকায়। কলা, পেয়ারা ও শসা-সব ফলের দামই কেজিতে ২০ থেকে ৩০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। লক্ষ্মী আরাধনায় পদ্মফুল অপরিহার্য। কিন্তু হুগলি জেলার বিভিন্ন বাজারে পদ্মের আকাল দেখা দেওয়ায় দাম আকাশ ছুঁয়েছে। একটি ভালো মানের পদ্মফুল কোথাও ৫০ থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে। পাশাপাশি গাঁদা ফুল, রজনীগন্ধা এবং নানা ফুলের মালার দামও সাধারণের সাধ্যের বাইরে।

সিজেপির বিক্ষোভে ভূমিকা অস্বীকার নেহার, তবু স্বস্তি দিল না হাই কোর্ট!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৪ ক্টোবর ঃ ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র বিক্ষোভে তাঁর কোনও ভূমিকা ছিল না। এমনই দাবি করে দিল্লি হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন নেহা বোরা। কিন্তু আদালতে সেই যুক্তি ধোপে টিকল না। শান্তিরক্ষার মুচলেকা দেওয়া এবং ১০ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ড জমা দেওয়ার নির্দেশ থেকে আপাতত রেহাই পেলেন না তিনি। দিল্লি হাই কোর্ট নেহার আবেদন খারিজ করে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, নিজের বক্তব্য ও অভিযোগের জবাব তাঁকে সংশ্লিষ্ট স্পেশ্যাল এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতেই জানাতে হবে। তবে একই সঙ্গে নেহার বিরুদ্ধে থাকা অভিযোগ এবং তার সমর্থনে পেশ করা নথিপত্র তাঁকে দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছে আদালত। ঘটনার সূত্রপাত গত ১৬ অক্টোবর। ককরোচ জনতা পার্টির কথিত বিক্ষোভের আগে আটক করা হয়েছিল নেহা বোরাকে। পরে অবশ্য তাঁকে ছোে দেওয়া হয়। অভিজি দীপকে, সৌরভ দাস এবং আশুতোষ রাঙ্কার মতো অন্যদের ক্ষেত্রে যে ধরনের প্রতিরোধমূলক গ্রেপ্তারের পদক্ষেপ করা হয়েছিল, নেহার ক্ষেত্রে তেমনটা হয়নি।

কিন্তু মুক্তি পাওয়ার পরও আইনি জটিলতা থেকে রেহাই মেলেনি তাঁর। দিল্লির স্পেশ্যাল এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের তরফে তাঁকে একটি নোটিস পাঠানো হয়। সেখানে শান্তিরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য মুচলেকা দেওয়ার পাশাপাশি ১০ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ড জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। নেহার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা তৈরি করা এবং আইন ভেঙে জমায়েতের ডাক দেওয়ার মতো ঘটনায় তাঁর ভূমিকা রয়েছে। সেই নোটিসকেই চ্যালেঞ্জ করে দিল্লি হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। নেহার হয়ে আদালতে সওয়াল করেন আইনজীবী গোপাল সুব্রহ্মণ্যম। তাঁর বক্তব্য ছিল, ১৬ অক্টোবরের বিক্ষোভের সঙ্গে নেহার কোনও সম্পর্ক ছিল না। তিনি কোনও আইন ভাঙেননি, এমনকী শান্তিভঙ্গের ঘটনাতেও যুক্ত ছিলেন না বলে দাবি করেন আইনজীবী। নেহার পক্ষের আরও যুক্তি ছিল, বিক্ষোভে তাঁর কোনও ভূমিকা থাকলে তাঁকে মাত্র ১৫-১৬

মিনিটের জন্য আটক করে ছোে দেওয়া হত না। সেই কারণে তাঁর বিরুদ্ধে শান্তিরক্ষার মুচলেকা চাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়। অন্যদিকে, পুলিশ ও কেঃদ্রীয় সরকারের তরফে নেহার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে ধরা হয়। সরকারের দাবি, নেহা বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ্যে সরকার বদলের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এবং জমায়েত ও বিক্ষোভে উসকানি দিয়েছেন। নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে কিছু ভিডিও এবং সমাজমাধ্যমে করা পোস্টও আদালতে পেশ করে সরকারপক্ষ। ফলে নেহার দাবি এবং সরকারপক্ষের অভিযোগের মধ্যে সংঘাত তৈরি হয়। শেষ পর্যন্ত দুই পক্ষের বক্তব্য শোনার পর হাই কোর্ট নেহার আবেদন খারিজ করে দেয়।হাই কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, নেহাকে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের জবাব সংশ্লিষ্ট স্পেশ্যাল এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতেই দিতে হবে। অর্থা, ওই নোটিসের বৈধতা নিয়ে হাই কোর্টে করা আবেদন খারিজ হওয়ায় আপাতত মুচলেকা ও ব্যক্তিগত বন্ড জমা দেওয়ার নির্দেশ বহাল থাকছে। তবে আদালত একই সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেটকে জানিয়েছে, নেহার বিরুদ্ধে ঠিক কী কী অভিযোগ রয়েছে এবং সেই অভিযোগের সমর্থনে কী কী নথি পেশ করা হয়েছে, তা তাঁকে জানাতে হবে। এর ফলে নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানার এবং সংশ্লিষ্ট আদালতে নিজের বক্তব্য পেশ করার সুযোগ পাবেন নেহা। এই নির্দেশের তাপর্য হল, হাই কোর্টে আবেদন খারিজ হলেও অভিযোগের সত্যতা নিয়ে চূ।ান্ত সিদ্ধান্ত এই নির্দেশে দেওয়া হয়নি। বরং বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আইনানুগ প্রক্রিয়ায় বিবেচিত হওয়ার পথেই এগোবে।

সিজেপির বিক্ষোভে নিজের ভূমিকা অস্বীকার করে নেহা যে আবেদন করেছিলেন, তাতে আপাতত সুরাহা হয়নি। তাঁকে শান্তিরক্ষার মুচলেকা এবং ১০ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ড জমা দেওয়ার নির্দেশের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। একই সঙ্গে অভিযোগ ও প্রমাণের নথি হাতে পাওয়ার পর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে নিজের বক্তব্য জানানোর সুযোগও থাকছে। এখন দেখার, সংশ্লিষ্ট আদালতে নেহা কী যুক্তি তুলে ধরেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে থাকা অভিযোগের পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া কোন দিকে এগোয়। আপাতত দিল্লি হাই কোর্টের নির্দেশে স্পষ্ট, এই মামলায় নেহাকে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতেই নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে হবে।

ভগবান সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য মানব জাতি

স্বপ্না মাহাতো ঃ ভগবান সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য মানব জাতি, উচ্চতর মানব শ্রেনী, নিম্নগোষ্ঠির মানুষ, ভগবান আমাদের হৃদয়ে বাস করেন, এবং সবাইকে দেখছেন, ভগবান সৃষ্টি করেছেন বায়ু, জল, প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে ভগবান তাঁর আলো জ্বালিয়েছেন, ভগবান আমাদের পথ দেখান যখন আমাদের মন ভগবানের প্রতি থাকে, তিঁনি করুনাময় দৃষ্টিতে আমাদের আশীর্বাদ করেন, ভগবান মানুষকে তাঁর নিজের সাথে একত্রিত করেন, প্রতিটি মানুষের হৃদয়ের মধ্যে ভগবানের আলো জ্বলছে, ভগবান আমাদের নিশ্বাসের এবং খাদ্যের টুকরো হিসাব রাখেন, ভগবান প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে থাকেন, তাই ভগবান যেমনভাবে খুশি হয় .সেইরকম ভাবে আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করেন, ভগবান সর্বত্র. বিরাজমান, যে কেউ যখন পৃথিবীতে আসে সে তাঁর খেলার অধিন হয়, ভগবান আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু, যখন একজনের আদর্শ ঐশ্বরিক আলোতে মিশে যায় এবং মানুষের জ্ঞান তখন ঐশ্বরিক জ্ঞানের সাথে মিলিত হয় তখন দু ঃখ চলে যায়।

পারফিউম বিক্রির আড়ালে নাশকতার ছক! এটিএসের জালে জইশ জঙ্গি

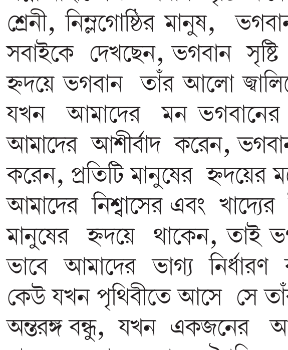

মুম্বই, ২৪ অক্টোবর ঃ মুম্বইয়ে গ্রেপ্তার জইশ জঙ্গি! এই জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার সন্দেহে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযান চালিয়ে মাহিম মেট্রো স্টেশন এলাকা থেকে যুবককে গ্রেপ্তার করেছে মুম্বইয়ের অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াড বা এটিসের আধিকারিকরা। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মুম্বই এটিএস সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম মহম্মদ হাসান আবুর। বয়স ৩৩। যুবক অ্যাপ বাইক চালাত বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি পারফিউমও বিক্রি করতেন বলে জানা গিয়েছে। ধৃতের মোবাইলে জইশ-এর প্রধান মাসুদ আজহারের অডিও ক্লিপ পাওয়া গিয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। ধৃত যুবক নিজের ব্যবসা ও অ্যাপ বাইকারের মাধ্যম ব্যবহার করে সোশাল মিডিয়ায় উগ্র দেশবিরোধী পোস্ট করত অভিযুক্ত। এটিএস জানিয়েছে, প্রাথমিক তদন্ত থেকে ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে, ধৃত যুবক পাকিস্তানি গোয়েন্দা কর্তাদের (পিআইও) সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখত। তদন্তে আরও উঠে এসেছে, ধৃত যুবক টেলিগ্রামে একটি গ্রুপ চালাত। সেই গ্রুপে ১ জুন জইশ-ই-মহম্মদের প্রধান মাসুদের উসকানিমূলক একটি অডিও আপলোড করে ধৃত। এছা।া এটিএসের আরও দাবি, ধৃত যুবক ' নামে পাকিস্তান-সমর্থিত একটি চরমপন্থী টেলিগ্রাম চ্যানেলের সক্রিয় সদস্য। অভিযুক্তের মোবাইলে ভারত বিরোধী বিষয়বস্তু পাওয়া গিয়েছে। অভিযুক্ত যুবকের কী পরিকল্পনা ছিল? তার সঙ্গে আর কে কে যুক্ত? নেটওয়ার্কের জাল কত দূর ছড়িয়েছিল? বড় কোনও নাশকতার ছক ছিল কি? সব দিক খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

বিশেষ অভিযান ৬.০-এর অধীনে পূর্ব রেলের 'রেল জন সংবাদ' কর্মসূচি

কলকাতা, ২৪ অক্টোবর,ঃ ভারতীয় রেলের চলমান বিশেষ অভিযান ৬.০-এর অঙ্গ হিসেবে, যা ২০২৬ সালের ২ অক্টোবর থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত পালিত হচ্ছে, পূর্ব রেলের অধীনস্থ সমস্ত স্টেশনে গত ২২ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে 'রেল জন সংবাদ' কর্মসূচি ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালিত হয়। এই দেশব্যাপী উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হল পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, স্থান ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি, বাতিল সামগ্রী ও ই-বর্জ্যের যথাযথ নিষ্পত্তি, নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং রেল পরিবেশের উন্নয়ন ও জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা। দেশের ৭,০০০-এরও বেশি রেল স্টেশনে এই বিশেষ একদিনের কর্মসূচি আয়োজিত হয়। এর মাধ্যমে রেল আধিকারিক ও যাত্রীদের মধ্যে সরাসরি মতবিনিময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ তৈরি হয়। একই সঙ্গে পরিচ্ছন্ন ও যাত্রীবান্ধব রেল চত্বর বজায় রাখার ক্ষেত্রে সকলের সম্মিলিত দায়িত্ববোধকে আরও জোরদার করা হয়। পূর্ব রেলের চারটি ডিভিশনেই এই কর্মসূচিতে জেনারেল ম্যানেজার, অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, অতিরিক্ত ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, ডিভিশনাল আধিকারিক এবং রেলকর্মীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় এই অভিযানের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত হয়। যাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং জনসাধারণের মতামত সংগ্রহের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। পূর্ব রেলের অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার শ্রী শীলেঃদ্র প্রতাপ সিং শিয়ালদহ ও কলকাতা স্টেশনে এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন শ্রী রাজীব সাক্সেনা, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ ডিভিশনের অতিরিক্ত ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার এবং অন্যান্য আধিকারিকরা। শিয়ালদহ স্টেশনে শ্রী সিং সংশ্লিষ্ট সকলের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, পরিচ্ছন্নতা কোনও একদিনের কর্মসূচি নয়, বরং এটি একটি ধারাবাহিক অঙ্গীকার। 'স্বচ্ছতা হি সেবা'-র আদর্শের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি পরিচ্ছন্ন রেল পরিবেশ বজায় রাখতে সম্মিলিত দায়িত্ববোধ, যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। বর্জ্য উপাদন কমাতে এবং পরিবেশের স্থায়িত্ব বজায় রাখতে বর্জ্য পদার্থ পুনর্ব্যবহার ও পুনঃপ্রয়োগের ওপরও তিনি বিশেষ গুরুত্ব দেন। যাত্রীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের উদ্যোগের অংশ হিসেবে শ্রী সিং শিয়ালদহ স্টেশনে ১৩১০৫ নম্বর শিয়ালদহ-বলিয়া এক্সপ্রেস এবং কলকাতা স্টেশনে ১৩১৬৭ নম্বর কলকাতা-আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট এক্সপ্রেসের যাত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। পাশাপাশি, তিনি প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষারত যাত্রীদের সঙ্গেও কথা বলেন, রেল পরিষেবা সম্পর্কে তাঁদের মতামত জানতে চান এবং তাঁদের কোনও অভিযোগ বা অসুবিধা রয়েছে কি না, সে বিষয়ে খোঁজ নেন। যাত্রীদের সময়মতো সহায়তা পাওয়ার জন্য রেলের উপযুক্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি পোর্টাল ব্যবহার করার পরামর্শ দেন তিনি। পূর্ব রেলের অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার যাত্রীদের ট্রেন ও রেল চত্বরে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য রেল কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করার আবেদন জানান। তিনি উল্লেখ করেন, সকলের জন্য আরও পরিচ্ছন্ন ও আরামদায়ক রেলযাত্রা নিশ্চিত করতে জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি ! বিশেষ অভিযান ৬.০-এর বার্তা আরও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে এবং পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে জনসাধারণের অংশগ্রহণ বাড়াতে অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও মতবিনিময় .করেন। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী শিবরাম মাঝি জানান, 'রেল জন সংবাদ'-এর মাধ্যমে পূর্ব রেল যাত্রীকেন্দ্রিক প্রশাসন, দ্রুত ও কার্যকর অভিযোগ নিষ্পত্তি, পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং স্টেশন ও ট্রেনগুলিতে ধারাবাহিক পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে। এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য হল রেল প্রশাসন ও যাত্রীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা আরও সুদৃঢ় করা যাতে পরিচ্ছন্নতা ও জনসাধারণের অংশগ্রহণ দৈনন্দিন রেল পরিচালনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে।

NAME CHANGE

I,Prosun Kumar Paul (old name) S/o- Prabin Kumar Pal residing at Indranagar, Dafahat, Suti, Dist - Murshidabad, Pin-742224 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from PROSUN KUMAR PAUL to PRASUN KUMAR PAUL and henceforth I shall be known as PRASUN KUMAR PAUL (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 24/10/2026. PROSUN KUMAR PAUL (old name) and PRASUN KUMAR PAUL (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Bharati Santra W/o- Pintu Kumar Santra residing at Vill. & P.O.-Shibrampur, P.S-Namkhana, Dist-South 24 Parganas, WB, do hereby solemnly affirm & declare my husband's actual name Pintu Kumar Santra which is recorded in Aadhaar card no. 958369357534 and other documents instead of Pintu Santra which is wrongly recorded in my son's Birth Certificate No. KULPIGP/1836/2016 dated 18/08/2016 vide an affidavit no. 17797 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kakdwip, South 24 Parganas dated 06/10/2026. Pintu Kumar Santra and Pintu Santra is same and one identical person.

সান্দাকফুতে এক মাসের মধ্যে দ্বিতীয় পর্যটকের মৃত্যু, জোরালো দাবি বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য পরীক্ষার

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং, ২৪ অক্টোবর ঃ পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ স্থানের পর্যটন কেন্দ্র সান্দাকফুতে পর্যটকদের মৃত্যুর ঘটনাগুলি গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতের বাসিন্দা বুবাই পাল (৪৮)-এর মৃত্যুর পর পর্যটন সংগঠনগুলি সান্দাকফুতে যাওয়া পর্যটকদের জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করার জোরালো দাবি তুলেছে। উল্লেখ্য, এক মাসের মধ্যে এখানে দু'জন পর্যটকের মৃত্যু হলো। জানা গেছে, গত ১৮ অক্টোবর পরিবারের পাঁচ সদস্যকে নিয়ে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে সরাসরি মানেভঞ্জন পৌঁছান বুবাই পাল। পরদিন সান্দাকফুতে এক রাত কাটানোর পর ২০ অক্টোবর তাঁরা তুমলিং পৌঁছান। সেই রাতেই হঠাৎ তাঁর শ্বাসকষ্ট শুরু হয় এবং স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। প্রথমে তাঁকে মানেভঞ্জন এবং পরে সুকিয়াপোখরির প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক হরিশঙ্কর পানিকর জানান, ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে মরদেহ বারাসতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি বলেন, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা সম্ভব হবে। এর আগে গত ৩০ সেপ্টেম্বর কোচবিহারের তুফানগঞ্জের বাসিন্দা প্রিয়তোষ অধিকারী (২৮)-রও সান্দাকফু ভ্রমণের সময় শ্বাসকষ্টের কারণে মৃত্যু হয়েছিল। জানা গেছে যে, তাঁর শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা কমে গিয়েছিল। হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের এক পদাধিকারী জানান, ট্রেকিংয়ের পরিবর্তে যানবাহনে দ্রুত উচ্চতায় পৌঁছে যাওয়াও পর্যটকদের জন্য ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে। যদিও এর আগে প্রাণ হারানো ওই যুবক ট্রেকিং করে সান্দাকফুতে পৌঁছেছিলেন বলে জানা গেছে। পর্যটন সংগঠনগুলির বক্তব্য, অমরনাথ যাত্রার মতো সান্দাকফুতে যাওয়া পর্যটকদের জন্যও স্বাস্থ্য পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা উচিত। তাদের অভিযোগ, পর্যটকদের সুরক্ষা এবং জরুরি চিকিৎসা সুবিধা নিয়ে প্রশাসনের কাছে বহুবার প্রস্তাব রাখা হলেও এখনও পর্যন্ত কোনো সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। অন্যদিকে, বুবাই পালের পরিচিতজনদের মতে, সময়মতো অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া গেলে তাঁর প্রাণ বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

নৈহাটির বড়মার মন্দির চত্বর পরিদর্শনে ব্যারাকপুরের সিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ২৪ অক্টোবর ঃ চোরাবাগান কাণ্ডের পুনরাবৃত্তি রুখতে আগাভাগেই তৎপর ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট। দুর্গাপুজো শেষ হতেই আসন্ন কালীপুজোকে কেন্দ্র করে নৈহাটির বড়মার মন্দিরে দর্শনার্থীদের ভিড় সামাল দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করল প্রশাসন। শনিবার নৈহাটির বড়মার মন্দির চত্বর পরিদর্শন করলেন ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার (সিপি) অমিতকুমার সিং। নিরাপত্তা ও ভিড় নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকও করেন তিনি। প্রতি বছরই কালীপুজোয় নৈহাটির বড়মার মন্দিরে পুজো দিতে অসংখ্য মানুষের সমাগম হয়। এই বিপুল জনসমাগম নিয়ন্ত্রণ করা পুলিশের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষত দুর্গা সপ্তমীতে চোরাবাগানে ঘটে যাওয়া বিপর্যয়ের পর আর কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নয় পুলিশ। তাই আগাম প্রস্তুতি হিসেবে মন্দির চত্বর পরিদর্শনে যান পুলিশ কমিশনার। মন্দির ফাঁড়ি ও নৈহাটি থানার পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে গঙ্গার ঘাট থেকে শুরু করে গোটা অরবিন্দ রোড ঘুরে দেখেন ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার। দর্শনার্থীদের যাতায়াতের পথের নিরাপত্তা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও আলোচনা করেন। ভিড় নিয়ন্ত্রণে কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে, কোথায় পুলিশ মোতায়েন করা হবে এবং কীভাবে গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হবে, তা নিয়ে আলাপ আলোচনা হয়।

মুড়িগঙ্গার চড়ায় ধাক্কা খেয়ে ডুবল পণ্যবাহী নৌকা, প্রাণে রক্ষা সকলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৪ অক্টোবর ঃ মুড়িগঙ্গা নদীতে জল কম থাকায় চড়ায় ধাক্কা খেয়ে ডুবল মালপত্র বোঝাই পণ্যবাহী নৌকা। শনিবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় নদীপথে। নৌকায় থাকা মাঝি-সহ পাঁচজন নদীতে পড়ে গেলেও দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু হওয়ায় প্রাণে রক্ষা পান সকলেই। আশেপাশের নৌকার কর্মীদের তৎপরতা এবং সাগর থানার পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপে বড়সড় বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়। তবে, নিমজ্জিত থাকা মালপত্রের ক্ষয়ক্ষতি কয়েক লক্ষ টাকা হতে পারে বলে প্রাথমিক অনুমান। জানা গেছে, শনিবার কাকদ্বীপ থেকে মালপত্র বোঝাই করে কচুবেড়িয়া ঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল 'সাগর সম্রাট' নামে পণ্যবাহী নৌকাটি। গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় মুড়িগঙ্গা নদীর মাঝামাঝি এলাকায় বিপত্তি ঘটে। নদীতে জলস্তর কম থাকায় নৌকাটি চড়ায় ধাক্কা খায়। এরপর ভারসাম্য হারিয়ে উলটে নদীর জলে ডুবে যায়। আচমকা এই দুর্ঘটনায় বিপদের মুখে পড়েন নৌকায় থাকা পাঁচজন কর্মী।

সল্টলেকের একাধিক রেস্তরাঁয় হানা খাদ্য সুরক্ষা দফতরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ অক্টোবর ঃ দুর্গাপুজো মিটতেই ফের সল্টলেকে সিটি সেন্টার সংলগ্ন একাধিক রেস্তরাঁয় হানা দিলেন খাদ্য সুরক্ষা দফতরের কিছু আধিকারিক। অভিযোগ, সেখানকার বিখ্যাত একটি খাবার ফ্রিজে মজুত করে রাখা মেয়াদ উত্তীর্ণ পনির থেকে বিভিন্ন অস্বাস্থ্যকর খাদ্য সামগ্রী মিলেছে। এমনকী যে সমস্ত মটন-চিকেন ফ্রিজে রাখা ছিল সেগুলিতেও ফাঙ্গাস ধরেছে বলে অভিযোগ। এরপরেই শনিবার বাতিল করা হয় বিখ্যাত ওই খাবার লাইসেন্স। এর আগেও ওই খাবার অভিযান চালায় খাদ্য সুরক্ষা দফতর এবং ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের আধিকারিকরা। কুখাদ্য বিক্রির অভিযোগে বিপুল অংকের আর্থিক জরিমানা করা হয়। এরপরেও অবস্থার বদল না হওয়ায় এবার রেস্তরাঁর লাইসেন্স বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয় খাদ্য সুরক্ষা দফতর।

মোবাইল চুরির অভিযোগে গ্রেফতার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ২৪ অক্টোবর ঃ রেল স্টেশনে মোবাইল চুরির অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করল পুরুলিয়া গভর্নমেন্ট রেলওয়ে পুলিশ (GRP) থানা। ধৃতের বাড়ি পুরুলিয়ার ইন্দকা মোড় এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত যুবকের নাম এসকে সুভন। পুলিশ সূত্রে খবর, বেশ কিছুদিন ধরেই পুরুলিয়া স্টেশন চত্বরে যাত্রীদের মোবাইল ও দামি সামগ্রী চুরির একাধিক অভিযোগ জমা পড়ছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে জিআরপি থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ইন্দকা মোড় এলাকা থেকে অভিযুক্ত এসকে সুভনকে পাকড়াও করা হয়। প্রাথমিক তদন্তের পর ধৃতের কাছ থেকে চুরি যাওয়া মোবাইল উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। এদিন শনিবার ধৃত যুবককে কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় পুরুলিয়া জেলা আদালতে পেশ করা হয়। এই ঘটনার পিছনে অন্য কেউ জড়িত রয়েছে কিনা বা কোনো চোর চক্র সক্রিয় আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী কর্মকর্তারা।

বিজয়ার ব্যানার বাঁধাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ২৪ অক্টোবর ঃ শনিবার বিজয়ার শুভেচ্ছা জানিয়ে ব্যানার ও পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল দুর্গাপুরের নিউটন এলাকা। দুই পক্ষের মধ্যে বচসা থেকে শুরু হয় হাতাহাতি ও মারধর। একে অপরের দিকে ডিম ছোঁড়ার অভিযোগও উঠেছে। এমনকী, এক যুবককে ড্রেনে ফেলে মারধর করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দুর্গাপুর থানার পুলিশ। সেখানে পুলিশের সঙ্গেও বচসা ও ধস্তাধস্তি হয় বলে জানা গেছে। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের কোর কমিটির প্রাক্তন সদস্য বাপ্টি সিং ও তাঁর দলবল বিজেপির লাগানো পতাকা খুলে ফেলে দেন। বিজয়ার শুভেচ্ছা জানিয়ে লাগানো পতাকা খোলার প্রতিবাদ জানাতে গেলে দু'পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমে সেই বচসা সংঘর্ষের রূপ নেয়। অভিযোগ, বচসা চলাকালীন দু'পক্ষের মধ্যে মারধর শুরু হয়। পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে একে অপরের দিকে ডিম ছোঁড়ার ঘটনায়। এক যুবককে ড্রেনে ফেলে মারধর করার অভিযোগ ঘিরেও চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনার খবর পেয়ে দুর্গাপুর থানার পুলিশ এলাকায় পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে। সেই সময় পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয় বলেও অভিযোগ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। তবে সংঘর্ষের বিষয়ে তৃণমূলের বক্তব্য জানা যায়নি।

দুর্গার পদতলে ত্রিনয়নী লক্ষ্মী, তিনশো বছরের রীতি সেনগুপ্ত বাড়িতে

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ২৪ অক্টোবর ঃ লক্ষ্মীপুজো, অথচ দেবীর সামনে দুর্গার ছবি! আবার সেই দুর্গার পদতলেই ত্রিনয়নী লক্ষ্মী! ঝাড়গ্রাম শহরের বাছুরডোবায় সেনগুপ্ত পরিবারের কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোয় এমনই ব্যতিক্রমী রীতি চলে আসছে প্রায় তিনশো বছর ধরে। কালীঘাটের পটুয়াদের তৈরি মাটির সরায় আঁকা দুর্গার সঙ্গে নবপত্রিকা রেখে পূজিতা হন সমৃদ্ধির দেবী। তবে এই পুজোর চমক শুধু দেবীর রূপে নয়, জড়িয়ে রয়েছে দেশভাগ, বর্গি-হানার জনশ্রুতি এবং এক প্রাচীন পারিবারিক ঐতিহ্যও। সেনগুপ্ত পরিবারের সদস্য দীপঙ্কর সেনগুপ্ত জানান, তাঁদের আদি নিবাস ছিল পূর্ববঙ্গের ফরিদপুরের বান্ধব-দৌলতপুর গ্রামে। প্রায় তিনশো বছর আগে সেখানে শুরু হয়েছিল পারিবারিক দুর্গাপুজো। পাশাপাশি হত কোজাগরী লক্ষ্মীর আরাধনাও। ১৭৫২ সালে প্রখ্যাত কবিরাজ রামগতি সেনগুপ্তের আমলে পুজোর জৌলুস বাড়ে। দেশভাগের পরে তাঁর উত্তরসূরিরা ঝাড়গ্রামে চলে আসেন। ১৯৪৮ সাল থেকে বাছুরডোবার 'রজনী কুটিরে' শুরু হয় পারিবারিক দুর্গাপুজো ও লক্ষ্মীপুজো। নবপত্রিকা তৈরির রীতিও কম আকর্ষণীয় নয়। কলাগাছের সঙ্গে কচু, হলুদ, জয়ন্তী, বেল, দাড়িম, অশোক, মান ও ধান একত্রে বেঁধে জোড়া বেল ও শ্বেত অপরাজিতার লতা দিয়ে বাঁধা হয়। তার পরে লালপাড় সাদা শাড়ি পরিয়ে বধূর আকার দেওয়া হয় নবপত্রিকাকে। তবে দুর্গাপুজোর মতো এখানে নবপত্রিকার স্নান হয় না। দুর্গাপুজো হয় দুর্গাদালানে, আর লক্ষ্মীপুজো বাড়ির ভিতরে। আরও একটি চমক রয়েছে ভোগে। জনশ্রুতি, পূর্ববঙ্গে পুজোর সময়ে বর্গি-হানায় ঠাঁইনাড়া হতে হয়েছিল সেনগুপ্তদের। সেই থেকে রান্না করা অন্নভোগ দেওয়ার প্রথা বন্ধ। বদলে নিবেদন করা হয় লুচি, পঞ্চব্যঞ্জন, সুজি, নারকেল নাড়ু ও গুড় মেশানো ঝুরঝুরে খই। ঘটের সামনে কলাগাছের ছালের পেটো দিয়ে সাজানো হয় বাণিজ্যতরী। তাতে রাখা হয় পঞ্চশস্য, সোনা, রুপো-সহ পঞ্চরত্ন। সময়ের সঙ্গে পুজোর জৌলুস কমেছে। ঝাড়গ্রামের বাড়িতে এখন কেউ থাকেন না। তবু তিনশো বছরের ঐতিহ্যে ছেদ পড়েনি। প্রতি বছর কলকাতা থেকে আসেন রামগতির উত্তরসূরিরা, পারিবারিক পুজোর ধারা বাঁচিয়ে রাখতে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দ্বারা গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে 'দ্য টার্মিনাল' -এর উদ্বোধন

মালিগাঁও, ২৪ অক্টোবর ঃ ২৩ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে ডাইনিং, শ্বপিং এবং বিনোদনের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত 'দ্য টার্মিনাল' -এর উদ্বোধনের মাধ্যমে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে যাত্রী সুবিধায় এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব এই সুযোগ-সুবিধাটির উদ্বোধন করেন উক্ত কার্যসূচীতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার নিরজ সহায় এবং লামডিং-এর ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার সমীর লোহানি উপস্থিত ছিলেন। পানবাজারের স্টেশন রোডে, পুরোনো প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সিস্টেম ভবনের এলাকায় অবস্থিত এই স্থানটি যাত্রী, পরিয়ালবর্গ এবং দর্শনার্থীদের জন্য রিফ্রেসমেন্ট ও অবসর কাটানোর একটি সুবিধাজনক স্থান। নিউ ইনোভেটিভ নন-ফেয়ার রেভিনিউ আইডিয়াস স্কিম (এনআইএনএফআরআইএস)-এর অধীনে লামডিং ডিভিশন দ্বারা বাস্তবায়িত এই প্রজেক্টটি রেলওয়ের একটি অব্যবহৃত সম্পদকে একটি আকর্ষণীয় বাণিজ্যিক ও বিনোদন কেন্দ্রে রূপান্তরিত করেছে। ২৭,৩৮১ বর্গফুট এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এই স্থাপনাটির দায়িত্ব ফিউশন এজ সলিউশনকে ২.২৭ কোটি টাকা মূল্যের পাঁচ বছর চুক্তিতে প্রদান করা হয়েছে। এই পদক্ষেপটি উন্নত সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি রেলওয়ের সম্পদগুলোর কার্যকর ব্যবহার এবং ভাড়াবহির্ভূত আয় সৃষ্টির বিষয়টিকে একত্রিত করে। 'দ্য টার্মিনাল'-এ রয়েছে ডাইনিং জোন, যেখানে ন্যাশনাল ও ইন্টারন্যাশনাল পর্যায়ের কুইক- সার্ভিস রেস্তোরাঁ ব্র্যান্ডগুলো পাওয়া যায় রয়েছে একটি ফ্লি মার্কেট, যেখানে স্থানীয় হস্তশিল্প, স্যুভেনির ও বিভিন্ন খুচরা পণ্য প্রদর্শিত হয় এবং শিশুদের জন্য রয়েছে ইনডোর সফ্ট প্লে এরিয়া। এই সুযোগ-সুবিধাগুলো বিভিন্ন ধরনের খাদ্যর বিকল্পের পাশাপাশি শ্বপিং ও বিনোদনের সুযোগ প্রদান করে, যা ভ্রমণকারী এবং তাদের সঙ্গে থাকা পরিবারের সদস্যদের অপেক্ষার সময়টিকে আরও আরামদায়ক করে তোলে। এই মার্কেটপ্লেসটি আঞ্চলিক কারিগরদের তাদের পণ্য প্রদর্শন করার এবং গ্রাহকদের কাছে পৌঁছানোর একটি প্ল্যাটফর্মও প্রদান করে। নির্দিষ্ট আসন, বিষয়ভিত্তিক আলোকসজ্জা, সুসজ্জিত প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সুচিন্তিতভাবে অভ্যন্তরীণ ডিজাইন সম্পন্ন এই স্থাপনাটি একটি মনোরম পরিবেশ প্রদান করে পাশাপাশি এখানে রেলওয়ের মানদণ্ড অনুযায়ী সুরক্ষিত, স্বাস্থ্যবিধি, ফায়ার প্রটেকশ্বন ও সুরক্ষা ব্যবস্থার যথাযথ ব্যবস্থা রয়েছে। এই পদক্ষেপটি রেলওয়ে সম্পদের উদ্ভাবনী ব্যবহারের মাধ্যমে যাত্রীদের সুবিধা বৃদ্ধি, আঞ্চলিক বাণিজ্যের প্রসার এবং স্থিতিশীল নন-ফেয়ার রাজস্ব আয়ের প্রতি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে।

৬১তম বর্ষে সাবেকি প্রতিমা ও ঐতিহ্যনির্ভর মণ্ডপসজ্জা থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নরনারায়ণ সেবা

রতন দে, বালুরঘাট, ২৪ অক্টোবর ঃ মাটির সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্ক বাংলার লোক ঐতিহ্য এবং শিকড়ের টানকে কেন্দ্র করে এ বছর শ্যামাপুজোর আয়োজন করছে বালুরঘাটের সাড়ে তিন নম্বর মোড় ক্লাব। ক্লাবের ৬১তম বর্ষের পুজোর মূল ভাবনা মাটির ঘ্রাণ। সাবেকি আদলের মাতৃপ্রতিমা ঐতিহ্যনির্ভর মণ্ডপসজ্জা ও চন্দননগরের আলোকসজ্জার পাশাপাশি পুজোকে ঘিরে থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নরনারায়ণ সেবা। পুজোর আয়োজনকে ঘিরে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করেছেন উদ্যোক্তারা। পুজো কমিটি সূত্রে জানা গেছে, মাটির ঘ্রাণ ভাবনার মধ্য দিয়ে বাংলার মাটির সংস্কৃতি গ্রামবাংলার জীবনযাত্রা এবং মানুষের শিকড়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ঐতিহ্যকে তুলে ধরার পরিকল্পনা করা হয়েছে। থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি করা হবে সাবেকি আদলের মাতৃপ্রতিমা। মণ্ডপসজ্জায় মাটির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এবং বাংলার লোকজীবনের নানা অনুষঙ্গ ফুটিয়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আধুনিকতার ছোঁয়া থাকলেও পুজোর মূল আকর্ষণ হিসেবে সাবেকিয়ানা ও ঐতিহ্যকে গুরুত্ব দিতে চাইছেন উদ্যোক্তারা। পুজো উপলক্ষে ক্লাব প্রাঙ্গণ ও সংলগ্ন এলাকায় বিশেষ আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হবে। আলো ও মণ্ডপসজ্জার সমন্বয়ে মাটির ঘ্রাণ ভাবনাকে দর্শনার্থীদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা থাকবে। পুজোর দিনগুলিতে স্থানীয় শিল্পীদের পাশাপাশি বহিরাগত শিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও পরিকল্পনা রয়েছে। গান- আবৃত্তি- নৃত্য- সহ বিভিন্ন পরিবেশনার মাধ্যমে উৎসবের আবহ তৈরি করা হবে। পুজোকে কেন্দ্র করে এলাকার বাসিন্দাদের পাশাপাশি দূরদূরান্ত থেকে দর্শনার্থীদের সমাগম হবে বলে আশা করছেন কমিটির সদস্যরা। ধর্মীয় আয়োজনের পাশাপাশি সামাজিক কর্মসূচিতেও গুরুত্ব দিচ্ছে ক্লাব। পুজোর দিনগুলিতে দর্শনার্থীদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণের পাশাপাশি নরনারায়ণ সেবার আয়োজন করা হবে। উৎসবকে কেন্দ্র করে এলাকার মানুষের অংশগ্রহণ বাড়ানো এবং সামাজিক সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রাখার দিকেও নজর রয়েছে উদ্যোক্তাদের। দর্শনার্থীদের সুবিধার বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে বলে কমিটি সূত্রে জানা গেছে। ক্লাবের পুজো কমিটির সভাপতি দুর্গা শংকর সাহা ও সম্পাদক দিব্যেন্দু সাহা জানান, ৬১তম বর্ষের পুজোয় মাটির ঘ্রাণ ভাবনার মাধ্যমে বাংলার মাটির সংস্কৃতি এবং মানুষের শিকড়ের টানকে তুলে ধরাই তাঁদের লক্ষ্য। সাবেকি প্রতিমা ঐতিহ্যনির্ভর মণ্ডপসজ্জা চন্দননগরের আলোকসজ্জা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সমন্বয়ে পুজোকে সবার কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পুজোর আনন্দের পাশাপাশি সামাজিক কর্মসূচিতেও এলাকার মানুষকে যুক্ত করতে চান তাঁরা।

ক্যানিংয়ে সিপিএমের পার্টি অফিসে ভাঙচুর, লুটপাটের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং, ২৪ অক্টোবর ঃ ক্যানিংয়ে সিপিএমের পার্টি অফিসে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। ক্যানিং থানার তালদি এলাকার ওই পার্টি অফিসে শুক্রবারও বসেছিলেন সিপিএম কর্মীরা। কিন্তু শনিবার সকালে সেখানে এসে তাঁরা দেখেন, গোটা কার্যালয় লণ্ডভণ্ড হয়ে রয়েছে। ভাঙচুর করা হয়েছে টিভি, আলমারি, সুইচবোর্ড, চেয়ার ও টেবিল। এমনকী, কার্যালয়ের চারটি পাখাও খুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হয়েছে দলের পতাকা। ভেঙে বাইরে ফেলে দেওয়া হয়েছে পতাকা তোলার স্ট্যান্ড। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তালদি এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই ঘটনার পিছনে আরএসএস ও বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ করেছে সিপিএম। যদিও সেই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে বিজেপি ও আরএসএস। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার পর্যন্ত পার্টি অফিসে স্বাভাবিকভাবেই যাতায়াত ছিল দলের কর্মীদের। কিন্তু শনিবার সকালে কার্যালয়ে এসে তাঁরা দেখেন, দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে ব্যাপক তাণ্ডব চালানো হয়েছে। চেয়ার-টেবিল ভাঙচুরের পাশাপাশি টিভি, আলমারি ও সুইচবোর্ডও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কার্যালয়ের চারটি পাখা খুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। দলীয় পতাকা ছিঁড়ে ফেলার পাশাপাশি পতাকা তোলার স্ট্যান্ডটিও ভেঙে বাইরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। সিপিএমের অভিযোগ, গত কয়েকদিন ধরেই দলের কর্মীদের হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। সিপিএম নেতা তথা এরিয়া কমিটির সদস্য প্রিয়ব্রত ঘোষের দাবি, পার্টি অফিসে হামলার আগে এলাকায় আরএসএসের সদস্যদের ঘোরাঘুরি করতে দেখা গিয়েছিল। তাঁর বক্তব্য, পুলিশ নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করলেই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের পরিচয় সামনে আসবে। অন্যদিকে, সিপিএমের অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছেন বিজেপি নেতা সঞ্জয় নায়েক। তাঁর পাল্টা দাবি, সিপিএমের কর্মীরাই নিজেদের পার্টি অফিসে ভাঙচুর চালিয়ে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছে। তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সিপিএম রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা করছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর দাবি, রাজনৈতিকভাবে ফায়দা তোলার উদ্দেশ্যেই এই অভিযোগ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, গত কয়েকদিনে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সিপিএমের পার্টি অফিস এবং পুজোর সময় দলের বুক স্টলে হামলার অভিযোগ উঠেছে। সেই আবহে ক্যানিংয়ের তালদিতে পার্টি অফিসে ভাঙচুরের ঘটনায় নতুন করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত এবং কী কারণে পার্টি অফিসে হামলা চালানো হল, তা তদন্তের পরেই স্পষ্ট হবে।

উত্তরপাড়ার ভদ্রকালী শিবতলা শ্মশানের বৈদ্যুতিক চুল্লি বিকল, চরম ভোগান্তিতে সাধারণ মানুষ

বনস্পতি দে, হুগলি, ২৪ অক্টোবর ঃ দীর্ঘ দেড় মাসের বেশি সময় ধরে বিকল উত্তরপাড়া পুরসভার অধীনস্থ ভদ্রকালী শিবতলা শ্মশানের একটি বৈদ্যুতিক চুল্লি। এর ফলে প্রতিদিন দূরদূরান্ত থেকে মৃতদেহ নিয়ে আসা শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলিকে চরম দুর্ভোগের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে অনেক সময় বাধ্য হয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে তাঁদের, অথবা দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এই শ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লি বিকল থাকার কারণে সৎকারকার্য ব্যাহত হচ্ছে মারাত্মকভাবে। শোকের আবহের মধ্যেই প্রিয়জনের শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে পরিজনদের। স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষোভ, মৃতদেহ সৎকার করতে আসা পরিবারের পক্ষ থেকে যে সামান্য প্রণামী বা বকশিস দেওয়া হয়, তার ওপর নির্ভর করেই বহু মানুষের সংসার চলে। চুল্লি খারাপ থাকায় একদিকে যেমন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় বিলম্ব ঘটছে, তেমনই এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে স্থানীয় পুরোহিত, শ্মশানের কর্মী এবং আশেপাশের ব্যবসায়ীদের রুটিরুজিতে। শ্মশান কমিটি ও অস্থায়ী কর্মীদের অভিযোগ, বিষয়টি একাধিকবার উত্তরপাড়া পুরসভাকে জানানো সত্ত্বেও কোনো সুরাহা মেলেনি। দীর্ঘ দেড় মাস ধরে একটি চুল্লি বন্ধ থাকলেও কেন পুর কর্তৃপক্ষ তা দ্রুত মেরামতের জন্য কোনো কার্যকর উদ্যোগ নিচ্ছে না, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই তীব্র প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন সাধারণ মানুষ ও স্থানীয় সচেতন নাগরিকরা। শোকগ্রস্ত মানুষের এই হেনস্থা এবং জনস্বার্থের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে পুরসভা কবে মুখ খোলে এবং কবে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়, এখন সেটাই দেখার অপেক্ষায় উত্তরপাড়াবাসী। দ্রুত এই চুল্লি মেরামতের দাবি জানিয়েছেন সকল স্তরের মানুষ।

২৮ থেকে ৩০ অক্টোবর দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, মৎস্যজীবীদের সতর্কতা জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ অক্টোবর ঃ বঙ্গোপসাগরে শক্তি বাড়াচ্ছে নিম্নচাপ। এর প্রভাবে ঘূর্ণিঝড় তৈরির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে ঝড়-বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। শনিবার আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, পূর্ব-মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত সুস্পষ্ট নিম্নচাপটি শনিবার গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। এরপর ২৬ অক্টোবর ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ঘূর্ণিঝড়টি অন্ধ্রপ্রদেশের কাকিনাড়ার কাছে স্থলভাগে প্রবেশ করতে পারে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২৭ অক্টোবর থেকে দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার পরিবর্তন শুরু হবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পাশাপাশি ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা-সহ কয়েকটি জেলাতেও হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ২৮ অক্টোবর দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রযেছে। ২৯ অক্টোবর পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গেও ২৮ ও ২৯ অক্টোবর বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মৎস্যজীবীদের জন্যও সতর্কতা জারি করা হযেছে। ২৬ অক্টোবর থেকে মধ্য ও উত্তর বঙ্গোপসাগরের গভীর সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। গভীর সমুদ্রে থাকা মৎস্যজীবীদের ২৬ অক্টোবর বিকেলের মধ্যে উপকূলে ফিরে আসার পরামর্শ দিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

জাতিসংঘ দিবসে রিয়েল লাইফ হিরো অ্যাওয়ার্ড ২০২৬ পেলেন সূরজ দাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপু, ২৪ অক্টোবর ঃ শিশু সুরক্ষা নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা মানব পাচার প্রতিরোধ এবং সমাজের প্রান্তিক ও অসহায় মানুষের কল্যাণে দীর্ঘ ২২ বছরের নিরলস কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ রিয়েল-লাইফ হিরো অ্যাওয়ার্ড ২০২৬ সম্মানে ভূষিত হলেন দক্ষিণ দিনাজপুরের সমাজকর্মী সূরজ দাশ। শনিবার কলকাতার সল্টলেকের গোল্ডেন টিউলিপ হোটেলে জাতিসংঘ দিবস উদ্যাপন ও আন্তর্জাতিক ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলনে তাঁকে এই সম্মান প্রদান করা হয়। হেমনগর সুন্দরবন ড্রিমের উদ্যোগে আযোজিত অনুষ্ঠানে পুরস্কার তুলে দেন যুক্তরাজ্যের প্রতিনিধি টিম বোলস, যিনি ফার্স্ট মেয়র অফ ওয়েস্ট ইংল্যান্ড হিসেবে পরিচিত এবং রয়্যাল ভুটানের কনস্যুলেটের প্রতিনিধি নামগে থিনলে। অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিল ভারতের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের অধীন কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য রপ্তানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। আয়োজকদের তথ্য অনুযায়ী, ভারত, যুক্তরাজ্য, ভুটান -নেপাল বেলারুশ বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডসের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি ভারতের ১৬টি রাজ্যের প্রতিনিধিরা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি ব্লকের বিনশিরা তিওড় এলাকার বাসিন্দা সূরজ দাশ দীর্ঘদিন ধরে শিশু অধিকার রক্ষা বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ শিশুশ্রম বন্ধ মানব পাচারের শিকার শিশুদের সুরক্ষা ও পুনর্বাসন এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধের কাজে যুক্ত রযেছেন। পাশাপাশি আইনি সচেতনতা বৃদ্ধি, সরকারি পরিষেবা সম্পর্কে প্রান্তিক মানুষকে অবহিত করা এবং অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর কর্মজীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো চাইল্ডলাইন ১০৯৮ পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত থাকা। ২০১২ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত তিনি চাইল্ডলাইন ১০৯৮-এর কেংদ্র সমন্বযকারী হিসেবে দাযিত্ব পালন করেন। পরবর্তী সময়ে ছয় বছর দক্ষিণ দিনাজপুরের শিশু কল্যাণ কমিটির সদস্য হিসেবেও কাজ করেন। বিপন্ন শিশুদের সুরক্ষা অধিকার প্রতিষ্ঠা ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সমাজসেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। সমাজসেবার পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণেও সক্রিয় সূরজ দাশ। তাঁর উদ্যোগে গত এক দশকে ৭০ হাজারেরও বেশি চারাগাছ বিতরণ ও রোপণ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। শিশু ও নারীর অধিকার রক্ষার পাশাপাশি পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক দাযবদ্ধতা গড়ে তোলাও তাঁর কর্মসূচির অন্যতম অংশ।

পুকুরে ডুবে মৃত্যু একই পরিবারের দুই কিশোরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ২৪ অক্টোবর ঃ লক্ষ্মীপুজোর আগের দিন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাতে। পুকুরের জলে ডুবে মৃত্যু হল একই পরিবারের দুই কিশোরের। মৃতদের নাম রুদ্র দাস (১৪) এবং দেবার্ঘ্য দাস (১২)। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বারাসাতের টাকি রোড সংলগ্ন শতদল মাঠের কাছে রামকৃষ্ণ পল্লী এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার ওই এলাকায় পুকুরের জলে ডুবে যায় দুই কিশোর। ঘটনাটি নজরে আসতেই তাঁদের উদ্ধারের জন্য তৎপর হন স্থানীয় বাসিন্দারা। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় দু'জনকেই পুকুরের জল থেকে উদ্ধার করা হয়। এরপর দ্রুত তাঁদের বারাসাত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসকেরা দু'জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন। একই পরিবারের দুই কিশোরের এমন আকস্মিক মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছেন তাঁদের পরিবারের সদস্যরা। এলাকাতেও নেমে এসেছে গভীর শোকের আবহ। কীভাবে দুই কিশোর পুকুরের জলে ডুবে গেল, তা নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই ঘটনায় পরিবারের দুই সন্তানকে একসঙ্গে হারিয়ে স্বজনদের কান্নায় ভারী হয়ে উঠেছে এলাকার পরিবেশ।

নিখোঁজ রোগীর, উদ্বিগ্ন পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২৪ অক্টোবর ঃ উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল থেকে রোগী নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও এখনও তাঁর কোনও খোঁজ মেলেনি। বাবার সন্ধানে শুক্রবার থেকে হাসপাতাল ও বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁর দুই ছেলে। প্রিয়জনের কোনও সন্ধান না পেয়ে গভীর উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে পরিবার। ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাসপাতালের নিরাপত্তা ও কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কীভাবে হাসপাতাল থেকে ওই রোগী নিখোঁজ হয়ে গেলেন, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে উদ্বেগ। এদিকে, ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে পৌঁছেছেন জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিকরা। তাঁরা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন বলে জানা গেছে। গতকাল থেকেই বাবার সন্ধানে ছুটে বেড়াচ্ছেন তাঁর দুই ছেলে। কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও বাবার কোনও খোঁজ না মেলায় দুশ্চিন্তা ক্রমশ বাড়ছে তাঁদের। হাসপাতাল থেকে কীভাবে ওই রোগী নিখোঁজ হলেন এবং তাঁর সন্ধান পেতে কী পদক্ষেপ করা হচ্ছে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে পরিবার।

ABRIDGED
TENDER NOTICE

Executive Assistant, Bewa-I Gram Panchayat,Farakka Murshidabad invites Tender NIeT No-01/ BEWA-I GP/2026-27 dated-13/10/2026 for 1no work under 15th finance within Bewa-I GP. Last date of submission application is 30/10/2026 up to 16:00 PM.

Details of Tender notice will be available in website &www.wbetenders.gov.in, Interested Tenderers may visit at the office of the undersigned in any working day.

Sd/-
Executive Assistant
Bewa-I GP
Farakka ,Murshidabad.

UNITY Small Finance Bank

ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড

৫ম তলা, টাওয়ার ১, সিউডস গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল, সেক্টর-৪০, সিউডস, সিউডস-দারভে রেলওয়ে স্টেশনের উপরে, নভি মুম্বাই - ৪০০ ৭০৬

দাবি নোটিশ

দ্য সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (আইন) এবং দ্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২' (বিধিমালা)-এর বিধানাবলি অনুযায়ী-

নিম্নস্বাক্ষরকারী, উক্ত আইনের অধীনে **ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড**-এর একজন অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসেবে এবং আইনের ১৩(১২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে (বিধি ৩-এর সাথে পঠিত), আইনের ১৩(২) ধারার অধীনে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(দের) বরাবর একটি 'ডিমান্ড নোটিশ' (দাবি সম্বলিত নোটিশ) জারি করেছেন। এই নোটিশের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(দের) নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিম্নস্বাক্ষরকারীর যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাস যে, ঋণগ্রহীতা(রা) এই ডিমান্ড নোটিশ গ্রহণ করা এড়িয়ে চলছেন তাই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী, নোটিশটি সংশ্লিষ্ট স্থানে সাঁটিয়ে এবং প্রকাশের মাধ্যমে জারি করা হচ্ছে। ডিমান্ড নোটিশের বিষয়বস্তু নিচে তুলে ধরা হলোঃ

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা(গণ) / সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)-এর নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও পরিমাণ	সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ (স্থাবর সম্পত্তি)
১.	ঋণ হিসাব নং. USFBKOLLOAN000005009972 এবং USFBKOLMSME000003981 **১. মেসার্স এস.এস. মেডিকেল** **২. মৌসুমী ভট্টাচার্য** পিতা - অমৃত প্রসাদ রায় **৩. শান্তনু ভট্টাচার্য** পিতা- ভবানী শঙ্কর ভট্টাচার্য **৪. এস.এস. মেডিকেল** **৫. এসএস ট্রেডিং** **৬. সুপ্রিয়া ভট্টাচার্য** **পিতা- ভবানী শঙ্কর ভট্টাচার্য** **ক্রমিক নং ১-এর ঠিকানাঃ** ৫৩ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, নিচতলা, দোকান নং ১১, কলকাতা ৭০০০২৬, পশ্চিমবঙ্গ। **ক্রমিক নং ২ ও ৩-এর জন্য ঠিকানাঃ** টলি অ্যাপার্টমেন্ট ব্লক 'এ', ফ্ল্যাট নং ২০৩, ২২৫ এন. এস. সি. বোস রোড, মাস্টারদা সূর্য সেন মেট্রো স্টেশন, বাঁশদ্রোণী, নাকতলা, কলকাতা ৭০০০৪৭, পশ্চিমবঙ্গ। **ক্রমিক নং ৪-এর জন্য ঠিকানাঃ** দোকান নং ১১, নিচতলা, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড ৫৩, কালীঘাট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০১২৬। **ক্রমিক নং ৫-এর জন্য ঠিকানাঃ** সৃজন পার্ল, জ্যোতিরাম, সারিপল্লী, বর্ধমান, জ্যোতিরাম, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭১৩১০৪। **ক্রমিক নং ৬-এর জন্য ঠিকানাঃ** ৫৩ /৩৯, বিদ্যায়তন সরণি, বরানগর, আলম বাজার, কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭০০০৩৫।	**১৭.০৮.২০২৬** **৬৯,৩৬,০৮৯.৫২ /- টাকা** (উনসত্তর লক্ষ ছত্রিশ হাজার উননব্বই টাকা ও বাহান্ন পয়সা মাত্র) - এই তারিখ পর্যন্ত **১৩.০৮.২০২৬ এনপিএ তারিখঃ ০২.০৮.২০২৬**	**সম্পত্তিটির বিবরণঃ** কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এলাকার অন্তর্গত, এন.এস.সি. বোস রোডে অবস্থিত একটি স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট। এটি তৃতীয় তলার পশ্চিম দিকে অবস্থিত এবং এর সুপার বিল্ট-আপ আয়তন প্রায় ৬৬১ বর্গফুট (কোনো লিফট নেই)। ফ্ল্যাটটিতে রয়েছে ২টি শোবার ঘর, ১টি লিভিং কাম ডাইনিং রুম, ১টি রান্নাঘর, ১টি বারান্দা এবং ১টি শৌচাগার। এর সাথে সংশ্লিষ্ট জমিতে মালিকানার আনুপাতিক অবিভক্ত অংশও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জমিটির পরিমাণ প্রায় ২ কাঠা ৩.৫ ছটাক (কম-বেশি হতে পারে) এবং এর ওপর বিদ্যমান কাঠামোটিও অন্তর্ভুক্ত। মৌজা- জে.আই. নং ১৪০ /১/১৬৪, এন.এস.সি. বোস রোড বর্তমান ঠিকানা- ৩/৫৩, আজাদগড় কলোনি, থানা- যাদবপুর, কলকাতা- ৭০০০৪০ কেএমসি ওয়ার্ড নং- ০৯৫, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা। সম্পত্তির সীমানাঃ উত্তরে- ই.পি. নং ৩৫৭ পূর্বে- কলোনির সীমানা দক্ষিণে- ই.পি. নং ৩৬১ পশ্চিমে- ১০ ফুট চওড়া রাস্তা।

ঋণগ্রহীতা(গণ)-কে এতদ্বারা পরামর্শ দেওয়া যাচ্ছে যে, তারা যেন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে দাবি নোটিশে উল্লিখিত অর্থ-প্রযোজ্য সুদ, অতিরিক্ত সুদ, চেক বা পেমেন্ট বাউন্স হওয়ার চার্জ এবং অর্থ আদায়ের তারিখ পর্যন্ত আনুষঙ্গিক খরচসহ-পরিশোধ করেন। ঋণগ্রহীতা(গণ)-কে জানানো যাচ্ছে যে, **ইউএসএফবিএল** একজন সুরক্ষিত পাওনাদার এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) যে ঋণ গ্রহণ করেছেন, তা তাদের বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিপরীতে একটি সুরক্ষিত ঋণ । নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণগ্রহীতা(গণ) যদি তাদের দায় সম্পূর্ণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তবে **ইউএসএফবিএল** উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারার অধীনে সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলোর দখল গ্রহণসহ যাবতীয় অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে। এর মধ্যে সম্পত্তি বিক্রয় করা অথবা উক্ত আইন ও বিধিমালার অধীনে উপলব্ধ অন্য যেকোনো আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করে পাওনা অর্থ আদায় করার অধিকার অন্তর্ভুক্ত। বিক্রয় বা হস্তান্তরের অধিকার প্রয়োগের আগে ইউএসএফবিএল-এর সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলো ক্রোক করার **এবং / অথবা সিল করার ক্ষমতাও** রয়েছে। যদি বন্ধক রাখা সম্পত্তির মূল্য **ইউএসএফবিএল**-এর পাওনা অর্থের চেয়ে কম হয়, তবে সম্পত্তি বিক্রয়ের পরেও ইউএসএফবিএল অবশিষ্ট পাওনা আদায়ের জন্য আলাদা আইনি কার্যক্রম শুরু করতে পারবে। এই আইনি ব্যবস্থাটি **ইউএসএফবিএল**-এর জন্য উপলব্ধ অন্যান্য আইনের অধীনস্থ প্রতিকারগুলোর অতিরিক্ত এবং স্বতন্ত্র। সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলো খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময়সীমার বিষয়ে ঋণগ্রহীতা(গণ)-র দৃষ্টি উক্ত আইনের ১৩(৮) ধারার দিকে আকর্ষণ করা হচ্ছে। এছাড়া, উক্ত আইনের ১৩(১৩) ধারা অনুযায়ী, **ইউএসএফবিএল**-এর পূর্বানুমতি ছাড়া ঋণগ্রহীতা(গণ)-র জন্য সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলো হস্তান্তর করা, বিক্রি করা, ইজারা দেওয়া বা অন্য কোনোভাবে নিষ্পত্তি করা নিষিদ্ধ। এই নির্দেশ অমান্য করা উক্ত আইনের ২৯ ধারার অধীনে একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। দাবি বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে রয়েছে ঋণগ্রহীতা(গণ) ইচ্ছা করলে যেকোনো কর্মদিবসে অফিস চলাকালীন সময়ে তা নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।

স্বাক্ষরিত /-
অনুমোদিত কর্মকর্তা
ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড

স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ
তারিখঃ ২৫.১০.২০২৬

কোচ হিসেবে নতুন ইনিংস পোলার্ডের

মুম্বই, ২৪ অক্টোবর ঃ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের নতুন হেড কোচ হলেন কাইরন পোলার্ড। এতদিন দলের ব্যাটিং কোচের দায়িত্ব সামলানো ক্যারিবিয়ান তারকার হাতেই এ বার তুলে দেওয়া হল গোটা দলের দায়িত্ব। মাহেলা জয়বর্ধনের অধ্যায়ে ইতি টেনে নতুনভাবে দল সাজানোর পথে হাঁটছে পাঁচবারের আইপিএল চ্যাম্পিয়নরা। আর সেই পরিকল্পনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ পোলার্ড। একসময় মুম্বইয়ের জার্সিতে একের পর এক ম্যাচ জিতিয়েছেন তিনি। এ বার কোচের ভূমিকায় রোহিত শর্মা, হার্দিক পাণ্ডিয়া, জসপ্রীত বুমরাহদের নিয়ে সাফল্যের পথে ফিরতে পারবেন কি না, সেটাই দেখার। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সঙ্গে পোলার্ডের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। ২০১০ সালে আইপিএলে যোগ দেওয়ার পর থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত শুধুমাত্র মুম্বইয়ের হয়েই খেলেছেন তিনি। ব্যাট হাতে বিধ্বংসী ইনিংস, বল হাতে কার্যকর ভূমিকা এবং চাপের মুখে ম্যাচ শেষ করার দক্ষতা-সব মিলিয়ে দলের অন্যতম নির্ভরযোগ্য ক্রিকেটার হয়ে উঠেছিলেন ক্যারিবিয়ান তারকা। মুম্বইয়ের পাঁচটি আইপিএল শিরোপা জয়ের অভিযানেও গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন তিনি। খেলোয়াড়ি জীবন থেকে কোচিংয়ে আসার পরও মুম্বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন পোলার্ড। ব্যাটিং কোচ হিসেবে কাজ করার পর এ বার আরও বড় দায়িত্ব পেলেন তিনি। ফলে দলের ক্রিকেটারদের পাশাপাশি মুম্বইয়ের পরিবেশ ও সংস্কৃতি সম্পর্কেও তাঁর ধারণা রয়েছে। নতুন ভূমিকায় সেই অভিজ্ঞতাই কাজে লাগাতে চাইবেন প্রাক্তন অলরাউন্ডার। নতুন দায়িত্ব পেয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন পোলার্ড। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিবৃতিতে তিনি বলেন, হেড কোচের দায়িত্ব নেওয়া আমার জন্য সম্মানের। এই দল আমার জীবন ও কেরিয়ারের বিশাল একটি অংশ জু।ে আছে। দল, খেলোয়াড় এবং সমর্থকদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুবই মূল্যবান। নীল-সোনালি জার্সির মূল্য আমি জানি। সেই ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইব। সমর্থকরা যাতে উসবের সুযোগ পান, সেই চেষ্টা করব।

গত কয়েকটি আইপিএল মরসুমে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের পারফরম্যান্স প্রত্যাশা অনুযায়ী হয়নি। বিশেষ করে অধিনায়কত্বের পরিবর্তন ঘিরে বিতর্ক দলের আলোচনায় উঠে এসেছিল।

জয় দিয়ে অভিযান শুরু

অনূর্ধ্ব-১৫ বিশ্বকাপে রিষড়ার সৌম্যজিতের গোল, লাওসকে ৪-২ হারিয়ে দুরন্ত শুরু ভারতের

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ অনূর্ধ্ব-১৫ বিশ্বকাপে জয় দিয়ে অভিযান শুরু করল ভারত। প্রথম ম্যাচেই লাওসকে ৪-২ গোলে হারিয়ে আত্মবিশ্বাসী সূচনা করল বিবিয়ানো ফার্নান্ডেজের ' কল্টস'। আর ভারতের এই দাপুটে জয়ের অন্যতম আকর্ষণ রিষড়ার ছেলে

সৌম্যজিৎ সরকার। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে গোল করে দলের জয়ে অবদান রাখল বাংলার এই তরুণ ফুটবলার। ভারতের হয়ে জোড়া গোল করে নজর কা।লেন আর লালরে মরুয়াতফেলা। বাকি দু'টি গোল ম্যাকডোনিশ এনগাইরাংবাম ও সৌম্যজিতের। আজারবাইজানের বাকুতে হোভসান কম্পিটিশন কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেছে ভারত। তবে লাওসও সহজে হার মানেনি। ম্যাচের এক পর্যায়ে সমতা ফিরিয়ে ল।ইয়ে ফেরার চেষ্টা করেছিল তারা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভারতীয় জুনিয়রদের গতি, আক্রমণ এবং সুযোগ কাজে লাগানোর দক্ষতার কাছে হার মানতে হয় প্রতিপক্ষকে। রিষ।ার সৌম্যজিতের গোল সেই জয়ের আনঃদ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ম্যাচের শুরু থেকেই বলের দখল রেখে আক্রমণে ওঠার চেষ্টা করে ভারত। প্রথম চার মিনিটের মধ্যেই দু'টি ভালো গোলের সুযোগ তৈরি করে ' কল্টস'। তৃতীয় মিনিটে বক্সের ভিতর থেকে দীপক সিং আরামবামের জোরালো শট আটকে দেন লাওসের গোলরক্ষক আনুসিথ সুকসাভান। পরের মিনিটেই ম্যাকডোনিশের শটও রুখে দেন তিনি। তবে ভারতকে বেশিক্ষণ আটকে রাখা যায়নি। দীপকের দুরন্ত পায়ের কাজ এবং নিখুঁত পাস থেকে বল পেয়ে সহজেই জালে বল জা।িয়ে দেন ম্যাকডোনিশ। ম্যাচের শুরুতেই এগিয়ে গিয়ে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নেয় ভারতীয় দল।এর পরেও আক্রমণের ঝাঁঝ কমেনি। ১১ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে ভারত। লাওসের ডিফেন্ডারদের ক্লিয়ারেন্স আটকে দিয়ে বলের দখল নেন দীপক। ফিরতি বল পেয়ে বাঁ পায়ের শটে গোল করেন লালরে মরুয়াতফেলা। দুই গোলে এগিয়ে গিয়ে ম্যাচের রাশ নিজেদের হাতে নেওয়ার ইঙ্গিত দেয় ভারত।

ভারতের দাপট দেখে ম্যাচ একপেশে হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হলেও লাওস দ্রুত ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। ১২ মিনিটে দূরপাল্লার দুরন্ত শটে ব্যবধান কমান আনাভিন জায়াসোন। তাঁর শটের সামনে কার্যত অসহায় দেখায় ভারতীয় গোলরক্ষক জেনিত নিংথৌজামকে। গোল হজম করলেও ভারত আক্রমণাত্মক ফুটবল থেকে সরে আসেনি। বিরতির পরেও গোলের সুযোগ তৈরি করতে থাকে দল। ২১ মিনিটে কর্নার থেকে ম্যাকডোনিশের হেড অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। সেই সুযোগ কাজে লাগাতে না পারার খেসারত অবশ্য দিতে হয় ভারতকে। ২৪ মিনিটের কাছাকাছি সময়ে সমতা ফিরিয়ে আনে লাওস। বক্সের বাইরে থেকে প্রথম স্পর্শেই দুর্দান্ত শটে গোল করেন সুকসাভান সিলিসেং। ২-২ হওয়ার পর ম্যাচে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়। দুই দলই তখন জয়ের লক্ষ্যে আক্রমণ সাজাতে শুরু করে। সমতা ফেরার পর চাপের মুখেও নিজেদের ছ ঃদ ধরে রাখে ভারত। ম্যাচের ৩১ মিনিটে সৌম্যজিৎ সরকারের কাছ থেকে বল পেয়ে বাঁ পায়ের শটে ভারতকে ফের এগিয়ে দেন লালরেমরুয়াতফেলা। তাঁর ব্যক্তিগত দক্ষতা এবং নিখুঁত ফিনিশিংয়ে ৩-২ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ' কল্টস'। এই গোলের পর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি ভারতকে। মাত্র দু'মিনিটের ব্যবধানে ব্যবধান বাড়িয়ে দেন রিষড়ার সৌম্যজিৎ সরকার। প্রায় মাঝমাঠের কাছ থেকে তাঁর নেওয়া শট লাওসের গোলরক্ষককে টপকে সোজা জালে গিয়ে আছ।ে প।ে। দূরপাল্লার এই গোল ভারতীয় দলের জয় নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। সৌম্যজিতের গোল শুধু ব্যবধানই বাড়ায়নি, ম্যাচে ভারতের কর্তৃত্বও আরও স্পষ্ট করে দেয়। শেষ পর্যন্ত বাকি সময় বলের নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখে ৪-২ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে ভারত। প্রথম ম্যাচেই চার গোল করে তিন পয়েঃট তুলে নেওয়ায় পরবর্তী ম্যাচগুলির আগে আত্মবিশ্বাস বাড়বে দলের। এবারই প্রথম অনূর্ধ্ব-১৫ স্তরে এই ধরনের বিশ্বকাপ আয়োজন করছে ফিফা। প্রতিযোগিতাটিকে শুধু ফলাফল ও প্রতিদ্বন্দ্বিার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বিশ্বজু।ে কিশোর ফুটবলারদের অংশগ্রহণ এবং ফুটবলের উসব হিসেবে তুলে ধরার পরিকল্পনা রয়েছে আয়োজকদের। সেই ভাবনা থেকেই বিপুল সংখ্যক দেশের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিযোগিতার ঘোষিত পরিকল্পনা অনুযায়ী, বহু দেশের দলকে নিয়ে প্রায় এক হাজার ম্যাচ আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় আটজনের দল নিয়ে খেলছে দুই পক্ষ। প্রতিটি ম্যাচে দু'টি অর্ধ, প্রতিটি ২০ মিনিটের। ছোট মাঠে দ্রুত পাস, আক্রমণাত্মক ফুটবল এবং অল্প সময়ে গোলের সুযোগ তৈরি করার উপর বিশেষ গুরুত্ব থাকছে। লাওসের বিরুদ্ধে ভারতের পারফরম্যান্সে সেই আক্রমণাত্মক মানসিকতারই পরিচয় মিলেছে। জয়ের আনন্দ বেশিক্ষণ উপভোগ করার সুযোগ নেই ভারতীয় দলের। আগামী রবিবার, ২৫ অক্টোবর, দু'টি ম্যাচ খেলতে হবে সৌম্যজিদের। সকাল সাড়ে ১০টায় ক্যামেরুনের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে ভারত। একই দিন বিকেল ৫টা ১৫ মিনিটে প্রতিপক্ষ গ্রানাডা। এর পর ২৬ অক্টোবর যোগ্যতা পর্বের শেষ দিনে আরও দু'টি ম্যাচ খেলবে ভারত। দুপুর ২টা ১৫ মিনিটে বাহরিনের মুখোমুখি হবে দল। রাত ৯টায় শেষ ম্যাচে প্রতিপক্ষ সেনেগাল। পরপর কঠিন ম্যাচের এই সূচিতে দলের ফিটনেস, ধারাবাহিকতা এবং গোলের সুযোগ কাজে লাগানোর ক্ষমতা বড় ভূমিকা নিতে পারে। প্রথম ম্যাচে লাওসের বিরুদ্ধে চার গোল করে সেই পথে আত্মবিশ্বাসী পদক্ষেপ করেছে ভারত। বিশেষ করে রিষড়ার সৌম্যজি সরকারের গোল বাংলার ফুটবলপ্রেমীদের কাছে বাড়তি আনন্দের খবর। এখন দেখার, পরের ম্যাচগুলিতেও এই ছন্দধরে রেখে কতটা এগোতে পারে বিবিয়ানো ফার্নান্ডেজের দল।

ক্রিকেটের ২২ গজ ছেড়ে এবার বেসবলের মাঠে সূর্যকুমার! সঙ্গী শার্দূলও

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ স্কুপ শট, র‍্যাম্প শট কিংবা উইকেটকিপারের মাথার উপর দিয়ে বল পাঠানো-ব্যাট হাতে সূর্যকুমার যাদবের অভিনব শটের জবাব মেলা ভার। ক্রিকেটবিশ্বে তিনি পরিচিত 'মিস্টার ৩৬০ ডিগ্রি' নামে। কিন্তু এবার ২২ গজের পরিচিত দুনিয়া ছেড়ে একেবারে অন্য মাঠে দেখা যাবে ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ককে। ক্রিকেট ছেড়ে বেসবলের ব্যাট হাতে নামতে চলেছেন সূর্য। তাঁর সঙ্গে থাকছেন শার্দূল ঠাকুর-সহ আরও চার ভারতীয় ক্রিকেটার। তবে কি ক্রিকেট থেকে বিরতি নিচ্ছেন ' আপাতত এই প্রশ্নেই সরগরম ক্রীড়ামহল। ভারতে বেসবলের জনপ্রিয়তা বাড়ানোর লক্ষ্যে মেজর লিগ বেসবল (এমএলবি) ইন্ডিয়ার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর করা হয়েছে সূর্যকুমার যাদবকে। সেই উদ্যোগের অংশ হিসেবেই আগামী ২৪ অক্টোবর মুম্বইয়ের আন্ধেরি স্পোর্টস কমপ্লেক্সের মুম্বই ফুটবল অ্যারেনায় আয়োজিত হতে চলেছে ' এক্স মুম্বই'। ভারতে এই প্রথম এমন অনুষ্ঠানের আযোজন করছে মেজর লিগ বেসবল। এই বিশেষ ইভেঃটে ক্রিকেট, বেসবল ও সফটবলের তারকারা একই মাঠে খেলবেন। চারটি দলে ভাগ হযে তিনজনের ফরম্যাটে হবে খেলা। প্রতিটি দলে থাকবেন এমএলবির একজন কিংবদন্তি, একজন ভারতীয় ক্রিকেটার এবং অ্যাথলিটস আনলিমিটেড সফটবল লিগের একজন তারকা। নিউ ইযর্ক ইযাঙ্কিজের প্রতিনিধিত্ব করবেন নিক সুইশার, সূর্যকুমার যাদব ও র‍্যাচেল গার্সিযা। লস অ্যাঞ্জেলেস ডজার্সের দলে থাকছেন আদ্রিযান গঞ্জালেস, জিতেশ শর্মা ও জর্ডান উলারি। শিকাগো কাবসের হযে মাঠে নামবেন জেক অ্যারিয়েটা, শার্দূল ঠাকুর ও রাধা যাদব। অন্যদিকে, বোস্টন রেড সক্সের দলে থাকছেন জনি গোমস, কাশভি গৌতম ও দীপক চাহার। ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে বিশেষ নজর থাকবে সূর্যকুমার ও শার্দূলের উপর। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভারতের টেস্ট সিরিজ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল শার্দূলের। আইপিএলেও চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে দু'বার শিরোপা জিতেছেন তিনি। এবার বেসবলের মাঠে তাঁর পারফরম্যান্স কেমন হয, সেটাই দেখার। দুটি খেলায় ব্যাট ও

বল থাকলেও নিয়মের ফারাক অনেক। ক্রিকেটে ব্যাটার মাঠের প্রায় সব দিকেই বল পাঠাতে পারেন। কিন্তু বেসবলে নির্দিষ্ট খেলার এলাকার বাইরে বল গেলে তা ' বল' হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ক্রিকেটের মতো বলের বাউন্স দেখে খেলার সুযোগও নেই। বেসবলের ব্যাট গোলাকার এবং বল করার কৌশলও ক্রিকেটের থেকে আলাদা। ফিল্ডিংযের সময সেখানে প্যাডের বদলে বিশেষ চামড়ার দস্তানা ব্যবহার করা হয়। ফলে ক্রিকেটের অভিজ্ঞতা থাকলেও বেসবলে মানিয়ে নেওযা সহজ হবে না। এই নতুন ফরম্যাটে ভারতীয ক্রিকেটারদের দক্ষতা ও মানিযে নেওযার ক্ষমতার পরীক্ষা হবে।

এই ইভেঃটে থাকছেন জিতেশ শর্মা, কাশভি গৌতম, রাধা যাদব ও দীপক চাহারও। ২০২৫ সালের আইপিএলজযী রয্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু দলের সদস্য ছিলেন জিতেশ। কাশভি গৌতম ২০২০ সালে ঘরোযা ক্রিকেটে এক ইনিংসে ১০টি উইকেট নিযে নজির গড়েছিলেন। রাধা যাদব ভারতীয মহিলা ক্রিকেটের পরিচিত মুখ এবং দুর্দান্ত ফিল্ডার হিসেবেও পরিচিত। অন্যদিকে, বেসবলের তারকাদের ঝুলিতেও রয়েছে একাধিক আন্তর্জাতিক সাফল্য। নিক সুইশার ২০০৯ সালে নিউ ইযর্ক ইযাঙ্কিজের হযে বিশ্ব সিরিজ জিতেছিলেন। আদ্রিযান গঞ্জালেস পাঁচবার এমএলবি অল-স্টার নির্বাচিত হযেছেন। জেক অ্যারিযেটা ২০১৫ সালে ন্যাশনাল লিগের সাই ইযং পুরস্কার পান।

সাম্প্রতিক সমযে জাতীয দলে সূর্যকুমারের জাযগা নিযে আলোচনা হযেছে। মুম্বইয়ের রনজি দল থেকেও তাঁর বাদ পড়ার খবর সামনে এসেছে। সেই আবহে বেসবলের মাঠে তাঁর উপস্থিতি নিযে কৌতূহল আরও বেড়েছে।

তবে এই ইভেঃটে অংশ নেওযা মানেই ক্রিকেট থেকে বিরতি নেওযা নয। বরং আন্তর্জাতিক ক্রীড়া তারকাদের এক মঞ্চে এনে নতুন খেলার জনপ্রিযতা বাড়ানোই এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য। এখন দেখার, ক্রিকেটের মাঠে অভিনব শটে দর্শকদের মাতানো সূর্যকুমার বেসবলের ব্যাট হাতে কতটা চমক দিতে পারেন।

ফুটবলারদের ভোটাধিকার ঘিরে সংঘাত! নতুন প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন গঠনে উদ্যোগী এআইএফএফ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৪ ন্ডক্টোবর ঃ ভারতীয় ফুটবলে এ বার নতুন বিতর্ক। জাতীয় ক্রীড়া আইন মেনে ফুটবলারদের জন্য পৃথক 'ন্যাশনাল প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন' গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন (এআইএফএফ)। সেই লক্ষ্যে আগ্রহী ফুটবলারদের কাছ থেকে আবেদনপত্রও চেয়েছে ফেডারেশন। কিন্তু এআইএফএফের এই উদ্যোগে আপত্তি রয়েছে দেশের বর্তমান ফুটবলারদের সংগঠন 'ন্যাশনাল প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া' (এফপিএআই)-এর। তাদের বক্তব্য, দেশে ইতিমধ্যেই ফুটবলারদের নিজস্ব সংগঠন রয়েছে। তাই নতুন সংগঠন তৈরির পরিবর্তে এফপিএআইকেই স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। ফেডারেশনের নতুন বিজ্ঞপ্তির পর এ বার আইনি পরামর্শ নেওয়ার পথে হাঁটছে বর্তমান সংগঠন। নতুন জাতীয় ক্রীড়া আইন অনুযায়ী, ক্রীড়া সংস্থাগুলির প্রশাসনিক কাঠামোয় খেলোয়া।দের প্রতিনিধিত্ব এবং ভোটাধিকার নিশ্চিত করার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। সেই নিয়ম মেনেই ফুটবলারদের জন্য একটি জাতীয় সংগঠন গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে এআইএফএফ। ফেডারেশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী, এই সংগঠনের মাধ্যমে যোগ্য ফুটবলারদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হবে। এআইএফএফের সাম্প্রতিক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ন্যাশনাল প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন গঠনের জন্য আগ্রহী ব্যক্তিরা আবেদন করতে পারবেন। আবেদনকারীর বয়স অন্তত ১৮ বছর হতে হবে। পাশাপাশি সিনিয়র বা বয়সভিত্তিক জাতীয় দলের হয়ে খেলার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বিকল্প হিসেবে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় প্রতিনিধিত্ব করার অভিজ্ঞতাও গ্রহণযোগ্য বলে জানিয়েছে ফেডারেশন।

নির্বাসন কাটিয়ে রুপো, তবু আক্ষেপ প্রমোদের! 'সোনার হ্যাটট্রিক হলে ভালো লাগত',এবার লক্ষ্য লস অ্যাঞ্জেলেস

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ নির্বাসনের অন্ধকার পেরিয়ে কোর্টে ফিরেছেন, ফিরেই বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। এ বার প্যারা এশিয়ান গেমসেও পোডিয়ামে উঠলেন ভারতের তারকা প্যারা ব্যাডমিন্টন খেলোয়া। প্রমোদ ভগত। তবে প্রত্যাবর্তনের মঞ্চে রুপো জিতেও পুরোপুরি খুশি হতে পারছেন না তিনি। কারণ, যে সোনা তাঁর কেরিয়ারে বারবার এসেছে, সেই সোনার পদকই অধরা থেকে গেল আইচি-নাগোয়া প্যারা এশিয়ান গেমসে। পুরুষদের এসএল৩ সিঙ্গলসের ফাইনালে স্বদেশি প্রতিপক্ষ নীতেশ কুমারের কাছে হেরে সোনা জয়ের হ্যাটট্রিকের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে প্রমোদের। তাই রুপো জিতেও তাঁর গলায় আক্ষেপের সুর, রুপো পেয়েছি, সেটা খারাপ ফল বলছি না। তবে সোনা জিততে পারলে ভালো লাগত। প্যারা এশিয়ান গেমসে টানা তিনটে সোনা হয়ে যেত আমার। সেটা হল না। আমি হতাশ এই ফলে। ভারতীয় প্যারা ব্যাডমিন্টনের ইতিহাসে প্রমোদ ভগতের নাম অত্যন্ত পরিচিত। আন্তর্জাতিক মঞ্চে ধারাবাহিক সাফল্য, একের পর এক খেতাব এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতায় সোনা জয়ের অভ্যাস তাঁকে দেশের অন্যতম সেরা প্যারা শাটলারে পরিণত করেছে। টোকিও প্যারালিম্পিকে সোনা জয় থেকে শুরু করে বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ এবং প্যারা এশিয়ান গেমস-বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় নিজের দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন তিনি। কিন্তু কেরিয়ারের সেই সাফল্যের ধারায় ছেদ প।ে নির্বাসনের কারণে। ২০২৪ সালের আগস্টে বিশ্ব ডোপবিরোধী সংস্থা ওয়াডা তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়। এক বছরের মধ্যে তিন বার ' সংক্রান্ত নিয়ম ভাঙার অভিযোগে নির্বাসিত হন প্রমোদ। এই নিয়ম অনুযায়ী, নির্দিষ্ট সময় ও স্থানে খেলোয়া।রে উপস্থিতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য জমা দেওয়া এবং তা হালনাগাদ রাখা বাধ্যতামূলক। নিয়ম ভাঙার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েও স্বস্তি পাননি ভারতীয় তারকা।

নির্বাসনের আগে টানা পাঁচ বছর আন্তর্জাতিক ব্যাডমিঃটনে দাপট দেখিয়েছিলেন তিনি। টোকিও প্যারালিম্পিকের সোনা, তিনটি বিশ্ব প্যারা ব্যাডমিঃটন চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাব এবং জাকার্তা ও হাংঝৌ প্যারা এশিয়ান গেমসে সাফল্য-সব মিলিয়ে তাঁর কেরিয়ারে সোনার পদকের সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য। সেই কারণেই নির্বাসন কাটিয়ে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর দিকে নজর ছিল ক্রীড়ামহলের। আইচি-নাগোয়া প্যারা এশিয়ান গেমসে প্রমোদের সামনে ছিল ইতিহাস গ।ার সুযোগ। এর আগে পরপর দু'টি প্যারা এশিয়ান গেমসে সোনা জিতেছিলেন তিনি। এ বারও সোনা পেলে টানা তিনটি সংস্করণে সিঙ্গলসের শিরোপা জয়ের নজির গড়তে পারতেন ভারতের এই তারকা। কিন্তু ফাইনালে তাঁর সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ান দেশেরই আর এক তারকা শাটলার নীতেশ কুমার। দুই গেমেই ল।াই হলেও শেষ পর্যন্ত ১৮-২১, ১৬-২১ পয়েন্টে হারতে হয় প্রমোদকে। ফলে সোনা জয়ের হ্যাটট্রিক অধরাই থেকে যায়। এই হার প্রমোদের কাছে আরও বেশি যন্ত্রণার, কারণ অতীতে একাধিকবার নীতেশকে হারিয়ে ব। প্রতিযোগিতায় খেতাব জিতেছেন তিনি। চার বছর আগে জাপানে বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে নীতেশকে হারিয়েই বিশ্বসেরা হয়েছিলেন প্রমোদ। পরের বছর প্যারা এশিয়ান গেমসেও একই প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে সাফল্য পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু প্রমোদের নির্বাসনের সময় নিজের জায়গা শক্ত করে নেন নীতেশ। প্যারিস প্যারালিম্পিকে সোনা জিতে নিজের দক্ষতার পরিচয় দেন তিনি। এ বার প্যারা এশিয়ান গেমসের ফাইনালেও প্রমোদকে হারিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, আন্তর্জাতিক মঞ্চে তিনি এখন কতটা শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। ফাইনালে হারের পর নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে খোলামেলা প্রমোদ। রুপোর পদককে ছোট করে দেখতে রাজি নন তিনি। তবে নিজের প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ায় হতাশাও লুকোচ্ছেন না। হোয়াটসঅ্যাপ কলে তিনি বলেন, রুপো পেলাম। সেটা খারাপ ফল, বলছি না। তবে সোনা জিততে পারলে ভালো লাগত। প্যারা এশিয়ান গেমসে টানা তিনটে সোনা হয়ে যেত আমার। সেটা হল না।

আমি হতাশ এই ফলে। ফাইনালে নিজের ভুলগুলিও চিহ্নিত করেছেন ভারতীয় শাটলার। তাঁর কথায়, আজ আমার পারফরম্যান্স ভালো হয়নি।

পুলিশকর্তাকে প্রকাশ্যে ঘুসি মারার বিতর্ক

সেই পরবিন্দর আওয়ানাকেই জুনিয়র নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান করল বিসিসিআই

মুম্বই, ২৩ ক্টোবর ঃ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে প্রাক্তন জাতীয় দলের পেসার পরবিন্দর আওয়ানা। বিসিসিআইয়ের জুনিয়র নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হলেন দিল্লির এই প্রাক্তন ক্রিকেটার। ক্রিকেট পরামর্শদাতা কমিটির সুপারিশ মেনেই তাঁর নিয়োগ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বোর্ড। একসময় জাতীয় দলের জার্সিতে খেলেছেন, পরে কোচিংয়ের দায়িত্বও সামলেছেন আওয়ানা। এ বার তাঁর কাঁধে উঠল দেশের জুনিয়র ক্রিকেটারদের নির্বাচনের গুরুদায়িত্ব। তবে ক্রিকেটের বাইরের কিছু বিতর্কিত ঘটনার কারণে অতীতেও একাধিকবার শিরোনামে উঠে এসেছেন তিনি। আওয়ানার নেতৃত্বাধীন জুনিয়র নির্বাচক কমিটিতে সদস্য হিসেবে রয়েছেন কৃষ্ণ দাস, রাকেশ প্যাটেল এবং এন অর্জুন যাদব। তবে কমিটির পঞ্চম সদস্যের নাম এখনও ঘোষণা করেনি বিসিসিআই। দ্রুত সেই নাম প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছে বোর্ড। দিল্লির হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে পরিচিত মুখ ছিলেন পরবিন্দর আওয়ানা। ভারতীয় জাতীয় দলের হয়ে দু'টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। আইপিএলে পাঞ্জাব কিংসের হয়েও মাঠে নেমেছেন এই ডানহাতি পেসার। পাশাপাশি ভারত 'এ এবং অবশিষ্ট ভারতের মতো দলেও প্রতিনিধিত্ব করেছেন। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তাঁর পরিসংখ্যান যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। ৬২টি ম্যাচে ১৯১টি উইকেট নিয়েছেন আওয়ানা। ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের সুবাদেই ভারতীয় ক্রিকেটের পরিচিত মুখ হয়ে উঠেছিলেন তিনি। খেলোয়াড়ি জীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর কোচিংয়ের দুনিয়ায় প্রবেশ করেন আওয়ানা। দিল্লির বিভিন্ন বয়সভিত্তিক দলের সঙ্গে কাজ করার পাশাপাশি ভারতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বোলিং কোচ হিসেবেও দায়িত্ব সামলেছেন। বিসিসিআইয়ের হাই পারফরম্যান্স প্রোগ্রামেও কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। ফলে তরুণ ক্রিকেটারদের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতাই নতুন দায়িত্বে তাঁকে সাহায্য করবে বলে মনে করা হচ্ছে। নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর আওয়ানার ক্রিকেটীয় সাফল্যের পাশাপাশি তাঁর অতীতের বিতর্কও সামনে এসেছে। ২০১৪ সালে নয়ডায় এক পুলিশকর্তার সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি। পার্কিং সংক্রান্ত বচসা থেকে ঘটনার সূত্রপাত বলে জানা যায়। অভিযোগ ছিল, কথাকাটাকাটির সময় ওই পুলিশকর্তাকে কটূক্তি করেছিলেন জাতীয় দলের এই পেসার।

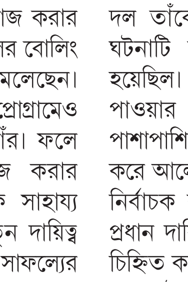

পরে প্রকাশ্যে তাঁকে ঘুসি মারার ঘটনাও সামনে আসে। সেই ঘটনা ঘিরে যথেষ্ট চর্চা হয়েছিল। এর তিন বছর পর, ২০১৭ সালে ফের মারধরের ঘটনার কারণে খবরের শিরোনামে আসেন আওয়ানা। সে বার প্রকাশ্যে পাঁচ জনের একটি দল তাঁকে মারধর করে বলে জানা যায়। ঘটনাটি নিয়েও ক্রিকেটমহলে আলোচনা হয়েছিল। ফলে বিসিসিআইয়ের নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর তাঁর ক্রিকেটীয় অভিজ্ঞতার পাশাপাশি অতীতের এই ঘটনাগুলিও নতুন করে আলোচনায় উঠে এসেছে। যদিও জুনিয়র নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর প্রধান দায়িত্ব হবে প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের চিহ্নিত করা এবং ভবিষ্যতের ভারতীয় দলের জন্য উপযুক্ত খেলোয়াড় বেছে নেওয়া। আওয়ানার সঙ্গে জুনিয়র নির্বাচক কমিটিতে জায়গা পেয়েছেন আরও তিন প্রাক্তন ক্রিকেটার। কৃষ্ণ দাস অসম ও গোয়ার হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলেছেন। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তাঁর ম্যাচের সংখ্যা ৪৯। রাকেশ প্যাটেল গুজরাট ও বরোদার হয়ে খেলেছেন। ক্রিকেটার হিসেবে কেরিয়ার শেষ করার পর কোচিংয়ের দায়িত্বও সামলেছেন তিনি। দুই দলের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। অন্যদিকে, এন অর্জুন যাদব ২০০০ সালে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলের সদস্য ছিলেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে হায়দরাবাদের অধিনায়ক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। পরবর্তী সময়ে কোচিংয়ের পাশাপাশি বিসিসিআইয়ের ম্যাচ রেফারি হিসেবেও কাজ করেছেন অর্জুন। সব মিলিয়ে খেলোয়াড়ি জীবন, কোচিং এবং ক্রিকেট প্রশাসনের অভিজ্ঞতা থাকা ব্যক্তিদের নিয়েই জুনিয়র নির্বাচক কমিটি গঠন করেছে বোর্ড। এখন দেখার, নতুন চেয়ারম্যান আওয়ানার নেতৃত্বে এই কমিটি ভবিষ্যতের ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য কতটা প্রতিভাবান ক্রিকেটার তুলে আনতে পারে।

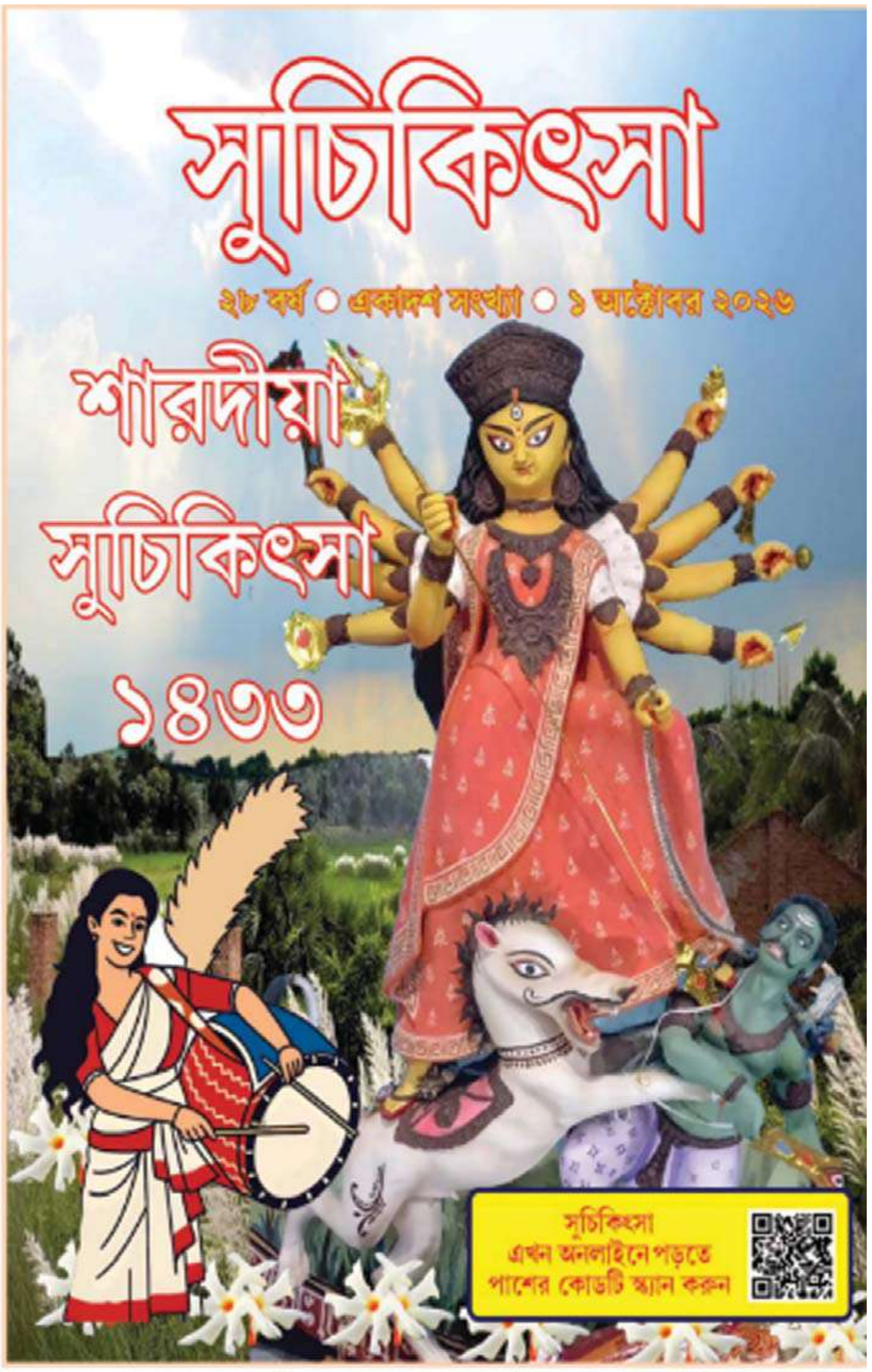

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com